তেসরা খেপ

ধানসিঁস



মারচ, ২০২৪

তেসরা খেপ

ধানসিঁস

মারচ, ২০২৪

: সম্পাদক :
ছত্রমোহন মাহাত

: সম্পাদনা সহযোগী :
সঞ্জীব মাহাত

: সহযোগীতায় :
আবগা কুড়মি সেনা, ঝাড়গ্রাম

: প্রচ্ছদ :
অমর গোস্বামী

: অক্ষর বিন্যাস :
ললিত কিশোর মাহাত ও বুদ্ধেশ্বর মাহাত

: মুদ্রণে :
সারনা প্রিন্টার্স, মহানন্দ চক্রবর্ত্তী লেন, মুনসেফডাঙ্গা, পুরুলিয়া।

দাম : ১০০ টাকা

কুড়মি কুড়মালিক গরব
বির সহিদ রঘুনাথ মাহাত

সম্পাদকীয়

ব্যক্তি ও সমাজ একে অপরের পরিপূরক। ব্যক্তির সমষ্টিগত ভাবনার নিয়মনীতি, আচরণ, অভিব্যক্তি, অনুশাসন প্রভৃতি সামাজিক কার্যাবলীর মধ্য দিয়ে বিবর্ধিত হয়ে চলেছে। কুড়মি-কুড়মালি জাতিসত্ত্বামূলক সংগঠন একত্রিত করে ব্যক্তিভাবনার চিন্তনগুলির পরিধির প্রচার, প্রসার ও ব্যপ্তি ঘটানোর জন্য সামাজিক মুখপত্র হিসেবে কুড়মালি "ধানসিঁস" পত্রিকার ভাবনা। অনেক কবি, সাহিত্যিক, গীতিকার, সমাসসেবীর চিন্তাভাবনাকে এক জায়গায় সন্নিবিষ্ট করে 'ধানসিঁস' আপন মনে এগিয়ে চলেছে। ২০২৪ সালে পশ্চিমবঙ্গের পুরুলিয়া জেলার হুলহুলির টাঁইড়ে যে 'ঐতিহাসিক জড়ুআহি' (৮, ৯ ও ১০ মার্চ) তার প্রচার, প্রসার ও অন্যদিকে অনেক সৃজনশীল মানুষের মনের ভাবকে কুড়মি তথা আপামর খেরওয়াল, হিতমিতান ও তৎসহ অন্যান্য জাতিসত্ত্বার মানুষের কাছে সামাজিক গঠনমূলক ভাবনা পৌঁছে দিতে 'ধানসিঁস' বদ্ধ পরিকর। পত্রিকা, জার্নালি, বই প্রভৃতি জ্ঞানবিকাশের মাধ্যম হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে একটি লিখিত জনমাধ্যম হিসেবে কাজ করে। 'ধানসিঁস' পত্রিকা যেমন কল্পনা, ভাবাবেগ, অনুভূতি, ছন্দ, বাস্তব প্রতিচ্ছবি ও তথ্যমূলক জ্ঞানভাণ্ডার দিয়ে মানুষকে আনন্দদানের সঙ্গে সঙ্গে মানসিক ও সামাজিক বিকাশ ঘটাচ্ছে। যথার্থ মনোবৈজ্ঞানিক চিন্তনের দিশা দিতেও 'ধানসিঁস' বদ্ধ পরিকর। মানুষের মনের মণিকোঠায় তার উজ্জ্বল উপস্থিতির সাহায্যে 'ধানসিঁস' তার জনপ্রিয়তা অর্জন করুক। তাই James Colliey যথার্থই বলেছেন— "A Magazine is simple a device to induce people to read advertising".

ছত্রমোহন মাহাত
সম্পাদক
বামুনডিহা, ঝাড়গ্রাম

টুমে টুমে

বাহারালেক “ধান সিঁস”,
হামর রহলি আসিস।
বেড়হনা-বাদাড় ঠিক রাখি,
বাড়াউআহাক বতর দেখি।
নেগাচারি ভাখিচারি,
সঁজড়তেক জতন করি।
হিআখালাসে রাখি আস,
দেবেঞ মর সআঁগ ভাস।

সিরি অজিত পরসাদ মাহাত
আদিবাসি কুড়মি সমাজ

—ঃ সূচীপত্র ঃ—

কুড়মালি প্রথাগত বিধি ও সমাজ জীবন

সঞ্জীব মাহাত (ডুমরিআর)

পৃথিবীর ইতিহাসে 'কৃষিকেন্দ্রিক সভ্যতা' প্রাচীন সভ্যতা হিসেবে পরিগণিত। টাইগ্রিস ও ইউফ্রেটিস নদীর তীরে 'মেসোপটেমিয়া সভ্যতা' (৬০০০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ-৫৩৯ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ), সিন্ধুনদের তীরে 'হরপ্পা মহেঞ্জোদাড়ো সভ্যতা' (৮০০০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ)', নীলনদের তীরে 'মিশরীয় সভ্যতা' (৩১৫০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ-৩৩২ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ) ও 'চিনের হোয়াংহো ও ইয়াং সিকিয়াং নদের তীরে 'চীন সভ্যতা' (৬০০০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ-১৭৫০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ)। কুড়মালি সমাজ ও সংস্কৃতি কৃষিকেন্দ্রিক সভ্যতার সঙ্গে সংযুক্ত এক অতিউন্নত ও উচ্চজীবনাদর্শনযুক্ত সামাজিক পরিকাঠামোগুলির মধ্যে অন্যতম। এক প্রথাগত করম গিতে কথিত আছে-

'আইজ রে করম গঁসাঞ আইনলঅ নেউতি
কুরুমেক ধরিত্র করলঅ খেতি" ।।

সুতরাং গিতের মাধ্যমে প্রমাণিত যে, 'যঁদে যঁদে পানিক সত, তঁদে তঁদে কুড়মিক জট' অর্থাৎ উসমানীয় সাম্রাজ্য (১২৯৯ - ১৯২৪) প্রতিষ্ঠিত হওয়ার কয়েক হাজার বছর পূর্বেই কৃষিজীবি কুড়মি জাতি বর্তমানে পাকিস্তানের খাইবার পাখতুনখোয়ার প্রদেশের কোহাত বিভাগের কুড়ম নদীর অববাহিকার ধারে 'জাউআ' পদ্ধতির মাধ্যমে কৃষির সূচনা করেছিল যার পরিধি সিন্ধু, বালুচিস্তান, কাশ্মীর, উত্তরপ্রদেশ, রাজস্থান, গুজরাট, হরিয়ানা, পাঞ্জাব, মধ্যপ্রদেশ, মহারাষ্ট্র (ডাইমাবাদ) প্রভৃতি এলাকায় বিস্তার লাভ করেছিল। ফলকথা, কুড়মালি প্রথাগত বিধি বলতে বোঝায় যে, কুড়মি জাতির সমাধিক জীবনের সঙ্গে জড়িত সামাজিক, আর্থ-সামাজিক, সংস্কৃতিক ও ধর্মীয় লোকমুখ স্বীকৃত বংশ পরম্পরা আবর্তিত ধারাসমূহ। ভারত তথা পৃথিবীর ইতিহাসে সকল প্রাচীন তপশিলী উপজাতির নিজস্ব প্রথাগত বিধি পরিলক্ষিত হয়ে থাকে। কুড়মালি প্রথাগত বিধিব্যবস্থা যা কুড়মি জাতিকে সমাজ জীবনের বিভিন্ন সমস্যার সমাধান, আচরণবাদ, কর্ম পদ্ধতির সম্পাদনার কাজে যথেষ্টভাবে সাহায্য করে।

কুড়মালি প্রথাগত বিধির সময়কাল:-

কুড়মালি প্রথাগত বিধির সূচনা সঠিক কোন সময়ে হয়েছিল যুক্তি ও প্রমাণ সাপেক্ষে বলতে গিয়ে বলতে হয় যে নব্যপ্রস্তর যুগে 'জাউআ' পদ্ধতির মাধ্যমে কৃষির সূচনার পর। প্রাচীন প্রস্তর যুগে গুহাবাসী ও অরণ্যচারী মানুষ ভ্রাম্যমান ও যাযাবর ছিল। পশুর কাঁচা মাংস ও বনের ফলমূল আহার্য হিসেবে গ্রহণ করত। মধ্যপ্রস্তর যুগে পাথরের ধারালো অস্ত্র তৈরি, মাছ শিকার, খাদ্য সংগ্রহ, মধু সংগ্রহ প্রধান কাজগুলির মধ্যে অন্যতম ছিল। বাটালি, চাঁচনি ব্লেড, ভোমর / তুরপুন, ত্রিকোণী প্রস্তরায়ুধ, ব্লেডলেট, পাথরের জাঁতা, পাথরের হামানদিস্তা, ক্ষুদ্রছেদক প্রভৃতি ব্যবহার করতো। রোদ, জল, ঝড় ও বিভিন্ন প্রাকৃতিক দুর্যোগ থেকে রক্ষা ও ফলমূল বাদে ঘাসজাতীয় দানাশস্য বপনের মাধ্যমে অতিরিক্ত আহার্য ব্যবস্থা করার জন্য গুসটি জীবনের সঙ্গে মেলবন্ধন ঘটিয়ে খেজুরপাতা, তালপাতা, চিঅড় পাতা প্রভৃতি দিয়ে ঘর তৈরি করে সমাজবদ্ধ হতে শিখেছিল। ঘাসবীজের মধ্যে সাত্তপুকু, মাড়ুয়া, বাদরি, শ্যামা, গুঁদলি, কদঅ প্রভৃতি আষাঢ় মাসে বুনত ও ভাদ্র মাসের শেষ বা আশ্বিন মাসের প্রথমদিকে কাটতো। যাইহোক, কুড়মালি প্রথাগত বিধির বয়স হরপ্পা, মহেঞ্জোদাড়ো সভ্যতার

সময়কাল থেকেই বলতে হবে কারণ নব্যপ্রস্তর যুগে কৃষির সূচনা দানাশস্য ডালজাতীয় ও তেলজাতীয় ও শনজাতীয় ধান, যব, বিরহি, মুগ, রাহেড়, রমহা, মটর, কুড়থি, মেথি, সরিষা, সুতরিশন প্রভৃতি ফসলের প্রয়োগের মধ্য দিয়ে বলতে পারা যায়। শ্রীশ্রী আনন্দমূর্ত্তিজীর 'পথ চলতে ইতিকথা' বইয়ের প্রথম পৃষ্ঠাতে বলেছেন পশ্চিম রাঢ়ে হাল বলদের সাহায্যে এর কৃষিব্যবস্থার প্রবর্তন করেছিল বলে অন্যেরা শ্রদ্ধার সঙ্গে 'মহাত্মন' বলে সম্বোধন করতেন যা পরবর্তীকালে হয়ে দাঁড়িয়েছে 'মাহাত'। মাহাত জনগোষ্ঠীর সভ্যতা অন্তত পক্ষে ৭ হাজার বছরের প্রাচীন। ২০০০ খ্রীষ্টাব্দে খড়্গপুর ভূবিজ্ঞানী ড. অনিন্দ্য সরকার "Nature Journal" এ "Craddles of Civilizatioon" উল্লেখ করেছেন যে কৃষি সভ্যতার জন্য ৮,৫০০ বছরের আগের প্রাচীন।

কুড়মালি প্রথাগত বিধির বৈশিষ্ট্য ঃ

১. কুড়মালি প্রথাগত বিধি সমাজস্বীকৃত।

২. এই পদ্ধতি আবাল-বৃদ্ধবণিতা সকলেই মান্য করে।

৩. সমাজ সৃষ্টির কাল থেকে বয়ঃজ্যেষ্ঠদের মাধ্যমে বংশ পরম্পরাভাবে মান্যতা প্রাপ্ত হয়ে আসছে।

৪. কুড়মালি প্রথাগত বিধিতে সাম্যবাদের (বাস্তুভিটা বন্টন, পৃথকের সময় গৃহস্থালীর জিনিস বন্টন) নিদর্শন রয়েছে।

৫. সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় বিকাশে সাহায্য করে।

৬. ব্যক্তির বিশৃঙ্খল আচরণকে সুশৃঙ্খল করে কেন্দ্রায়িত করে।

৭. পরিচিতি করণের দলিত হিসেবে কাজ করে।

৮. ব্যক্তিতান্ত্রিক মতের বৈষম্য বা মতান্তর দূর করতে ভূমিকা গ্রহণ করে।

৯. দলগত বিধিযুক্ত গণতান্ত্রিক পদ্ধতি।

১০. ক্ষেত্র বিশেষে নিয়ম মিথিলযোগ্য (করম, জিতা ও বাঁদনা/সহরাই মানুষ মারা গেলে)।

১১. সমাজে উঁচু-নীচুর বিভেদ নেই।

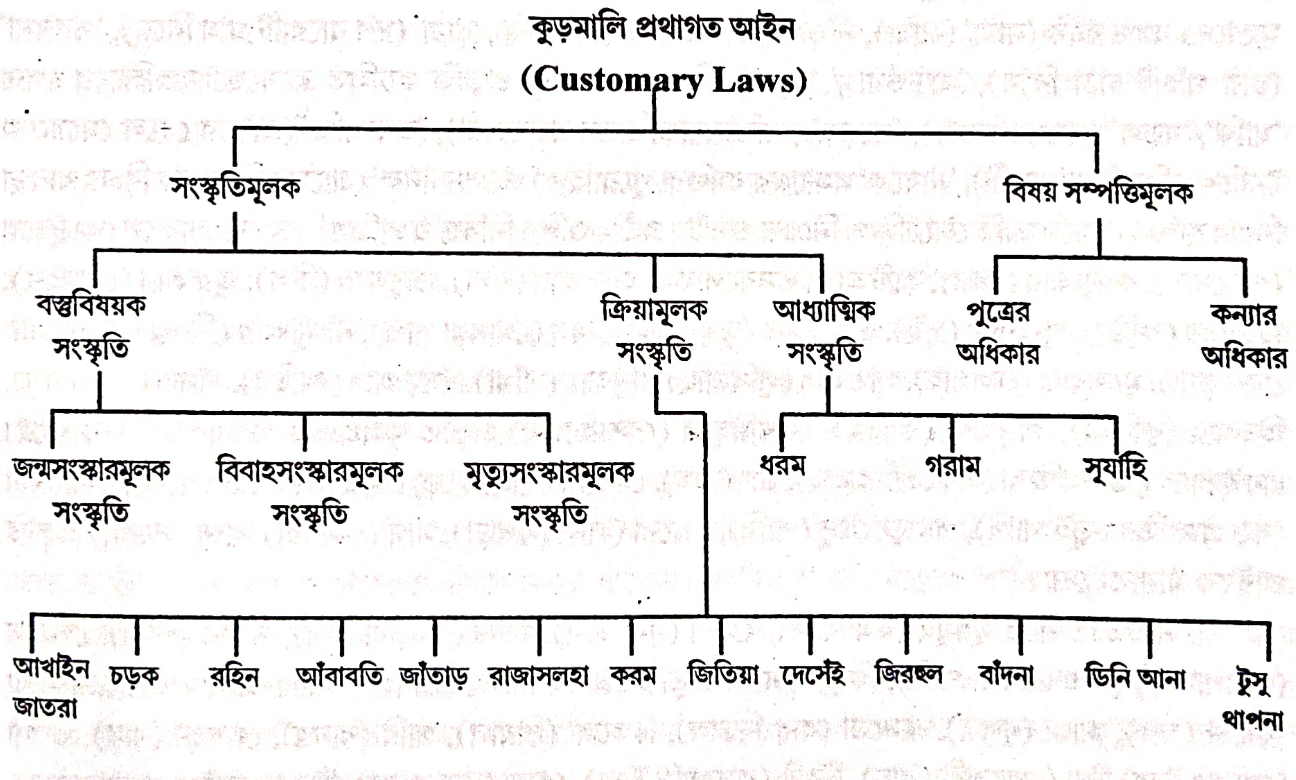
১২. পুঁজিবাদী মানসিকতার প্রতিফলন নেই।

১৩. কুড়মালি বেরুহন (পরিশ্রমের বিনিময়ে মজুরী) পদ্ধতির পরিমাপ স্থান বিশেষে ভিন্ন। যেমন - উচ্চ শিখরভূমে অর্থাৎ হাজারীবাগ, ধানবাদ, বোকারো, ঝালদা, কোটশিলা, আড়ষা, জয়পুর প্রভৃতি জায়গায় পইলা, পাই (পাঁচ পুআ), পোআ কিন্তু বরাভূমে 'পইলা' (৪ সেরায় ১ পইলা), 'সের' (৩ সেরায় ১ কোডি), 'কনা' (৩ পুয়ায় ১ কনা), 'সেরা' ও পুআ প্রচলিত রয়েছে। মানভূঁই এলাকায় অর্থাৎ মানবাজার, বরাবাজার প্রভৃতি এলাকায় 'সের' (৮চৌঠিতে ১ সের), 'কনা' (৪ চৌঠিতে ১ কনা), সেরা (২ চৌঠিতে ১ সেরা), 'চৌঠি', 'মৌঠি' (১ চৌঠির ২ ভাগের ১ ভাগ), ছটাক (মৌঠির ২ ভাগের ১ ভাগ), দসান (চৌঠির ৪ ভাগের ১ ভাগ)। নিম্ন শিখরভূমে অর্থাৎ পাড়া, রঘুনাথপুর, কাশীপুর, পুঞ্চা, হুড়া প্রভৃতি এলাকায় 'সের' (৮ পুআয় ১ সের), 'পাই' (৪ পুআয় ১ পাই), 'পুআ' (২ পুসরি বা ৪ ছটাকে ১ পুআ), 'পুসরি' (২ ছটাকে ১ পুসরি) ও 'ছটাক' প্রভৃতি ধান, চাল ও তরলজাতীয় খাদ্যের পরিমাপের পদ্ধতি প্রচলিত রয়েছে। মেদিনীপুর জেলার শালবনী ব্লক ও গড়বেতা-২ (বগড়ী), কেশপুর প্রভৃতি এলাকায় পরিমাপের জন্য 'মান' (২০ পুআয় ১ মান) 'সের' (৪ পুআয় ১ সের) ও 'পুআ', ছটাক প্রভৃতি ব্যবহৃত হয়ে আসছে। ঝাড়গ্রাম জেলার বিনপুর-১ (ভাটভুঁই) ও বিনপুর-২ (সামন্তভূঁই) এলাকায় 'পাই' (৪

কনায় ১ পাই), 'কনা' (৪ চৌঠিতে ১ কনা) ও 'চৌঠি' ধান, চাল ও দুধ মাপতে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। ঝাড়গ্রামের সাঁকরাইল ব্লকে (পারুই পরগনাতে) 'মান' (৫ সেরে ১ মান), 'সের' (৪ পুআয় ১ সের), 'পাই' (৪ কনায় ১ পাই), 'কনা' (৪ চৌঠিতে ১ কনা) ও পুআ প্রচলিত। জামবনী ব্লকে 'পাই' (৪ কণায় ১ পাই), 'কনা' (৪চৌঠিতে ১ কনা) ও 'চৌঠি' প্রচলিত। ঝাড়গ্রামের নয়াগ্রাম ব্লকে 'মান' (৫ কাঠায় ১ মান), কাঠা (৪ কঁচায় ১ কাঠা), কঁচা ও 'মান' প্রচলিত রয়েছে। একইভাবে ঝাড়খন্ডের হাজারিবাগে 'বড়কিপাই (২০ পইলা), 'সেরাহি' (২ পুআয় ১ সেরা), 'পুআ' (২ ছটাকে ১ পুআ) ও 'ছটাক' প্রচলিত রয়েছে। তেল ও দুধ পরিমাপের জন্য 'চুকানি' প্রচলিত রয়েছে। বোকারো জেলাতে 'সের' / পইলা (৮ পুআয় ১ পাই), 'পাই' (৪ পুআয় ১ পাই), 'পুআ (২ ছটাকে ১ পুআ) ও দসাইন প্রচলিত রয়েছে।

কুড়মালি প্রথাগত বিধির শ্রেণীবিভাগ ঃ

কুড়মালি প্রথাগত বিধি মূলত সংস্কৃতি, ধর্ম ও বিষয় সম্পত্তির উপর নির্ভর করে বিন্যস্ত হয়েছে। প্রত্যেকটির মর্যাদা নিজ নিজ ক্ষেত্রে যথেষ্ট মাত্রায় লক্ষ্য করা যায়। শুধু তাই নয়, কুড়মালি প্রথাগত বিধির উপর অন্যান্য খেরওয়াল গুসটি (মুন্ডা, অসুর, সাঁওতাল, মাহালী, খেড়িয়া, হো, ওঁরাং, কোড়া, গোন্ড) ও হিতমিতান গুসটি (কামার, তেলি, হাড়ি, কুমার, নাপিত, ধোপা, ডোম, ছুতার, বানিয়া) জীবনযাত্রার মান, আচরণ, সামাজিক আন্তঃ সম্পর্ক ও সামাজিক স্তরবিন্যাস নির্ভরশীল। কুড়মালি প্রথাগত বিধির নিম্নোক্ত শ্রেণী দেখানো হল —



কুড়মালি প্রথাগত বিধি ও ভারতীয় অন্যান্য তপসিলী উপজাতিদের প্রথাগত আইন ঃ

ভারতবর্ষের সুপ্রাচীন সভ্যতা গঠনের জন্য কুড়মি ও অপরাপর তপসিলীদের প্রথাগত আইনবিধি প্রভুতভাবে সাহায্য করেছে। একদিকে যেমন সামাজিক প্রশাসনিক পদ্ধতি পরিচালনার জন্য কুড়মি ও মুন্ডা সহ অপরাপর জাতিগোষ্ঠীর প্রণালী ভারতীয় ত্রিস্তরীয় পঞ্চায়েত ব্যবস্থায় (১৯৫৭, বলবন রাও মেহেতা কমিটি) অনুসরণ করা হয়েছে, পক্ষান্তরে ধর্মীয় প্রশাসনিক ক্রিয়া, পূজাপার্বন সম্পাদন, সংবাদ পরিবেশ, গ্রাম পাহারাদার প্রভৃতির জন্য সুনির্দিষ্ট ব্যক্তি নিযুক্ত থাকে। ভারতীয় সমাজ ব্যবস্থায় পূজাতে সিঁদুর, জল, দুধ, মাটি, ধান, দুর্বাঘাস, আতপচাল, বেলপাতা, আমপাতা, বিভিন্ন ফুলের সাহায্যে পূজা ভারতভূমের ভূমিপুত্র বিশেষ করে কুড়মি, মুন্ডা, কড়া, মাহালী, সাঁওতাল, খেড়িয়া (লোধা / শবর), ওরাং, গোন্ড ভূমিজ প্রভৃতিদের কাছ থেকে অন্যান্য সম্প্রদায় শিক্ষালাভ করে কিংবা অনুকরণ করে ব্যাপকভাবে প্রয়োগ হয়েছে। একইভাবে জন্মসংস্কার, মৃত্যু সংস্কারের নিয়ম, সাধভক্ষণ, পূজায় উপবাস করার পদ্ধতি (বিএমআর বৃদ্ধি), কলাগাছ, হলুদের ব্যবহার, গোবর, আলপনা প্রভৃতি সংস্কৃতি প্রাক্-বৈদিক যা ভারতের আর্য সহ অপরাপর জাতিসমূহ অর্থাৎ প্রটো-অট্রোলয়েড, অষ্ট্রিক, দ্রাবিড় ও মঙ্গোলীয় প্রভৃতি জনজাতির পাশাপাশি সহাবস্থানের ফলে সংস্কৃতিগত ও ধর্মগত মিশ্রণ ঘটেছে। একথা নিঃসন্দেহভাবে ও সর্বজনবিদিত সহকারে বলা যেতে পারে। যাইহোক, কুড়মিদের শাসন ব্যবস্থায় দেশ মড়ল (২৫টি পরগনার প্রধান), পরগনইত (১২টি গ্রামের প্রধান), চাঠা / মুইখ্যা (৫টি গ্রামের প্রধান), মাহাত / মড়ল (গ্রাম প্রধান) প্রভৃতি ব্যবস্থা পরিলক্ষিত হয়ে থাকে। ইহাছাড়া 'গড়াইত' (সংবাদ পরিবেশনকারী), 'টহলুদার' (গ্রাম পাহারাদার), 'লাইআ' (পূজারী), 'পটলই' (গোহত্যাজনিত ক্রিয়াকর্মে দেশ মড়লের সহযোগী)। একইভাবে মুন্ডাদের বয়স্ক ব্যক্তি 'নায়া' (লায়া), সাঁওতালদের গ্রাম প্রধান 'মাঝি', 'চাঠা' (দশ বারোটি গ্রাম নিয়ে), 'পরগনা' (চার পাঁচটি চাঠা নিয়ে), 'মাড়ওয়া / মুলুক', 'দিসম পারপেনা প্রভৃতি প্রচলিত রয়েছে। মাহলিদের ক্ষেত্র 'মাঝি'/'মড়ল' (গ্রামের প্রধান), 'গড়েৎ' (মাঝির বার্তা গ্রামে বহনকারী), 'জকমাঝি' (গ্রামের ছেলে মেয়েদের নৈতিক চরিত্র উন্নয়নকারী), 'নায়কে' সমাজের ধর্মগুরু পুরোহিত) ও 'পারানিক' (গ্রামের নিরপেক্ষ বিচার ব্যবস্থা নির্ধার ব্যক্তি)। কুড়মি জাতি টোটেমিক। নিজের গুসটির প্রতীকগুলির নিষিদ্ধ প্রজাতিগুলিকে ভালোবাসে। কাড়ুআর (পুং মোষ), কইড়আর (কলা), কাটিআর (তসরপোকা), গুলিআর (ঘঁঘা), চিলুআর (চিল), জুরুআর (গেজুইর), টিড়ুআর (ফড়িং), পুনুরিআ (পুই), ডুমরিআর (ডুমুর ফল), নাগ (গোখরা সাপ), নাঁগটুআর (বিবস্ত্র), মুতরুআর (মাকড়সা), মুরমুআর (নীলগাই), লুতিআর (লুথিমাছি) শাঁখুআর (শাঁখা), হঁসতুআর (কাছিম), হাঁসদা (জংলিহাস), হিঁদআর (কুচিআ), কাড়ুআর (কাছিম), কেশরিআর (কেশর ঘাস) প্রভৃতি কুলপ্রতীক প্রজাতিকে মান্য করে। একইভাবে মুন্ডা জাতি বা (একশ্রেণীর মাছ), ডাং (মাছ), হেমরম (গাছ) হড়ো (কচ্ছপ), জজো (কাক), কেরকেটো (বড় প্রজাতির চড়ুই পাখি), পানড়ু, টেড়ু (পাখি), টপনো (লাল পিঁপড়া), নাগ (কোবরা) সাঙ্গা (সরেন) প্রভৃতি প্রাণীকে মান্যতা দেয়।

সাঁওতাল জাতি মুরমু (মুরুম পাখি), হাঁসদা (বন্য হাঁস), মান্ডি (মোড়রা ঘাস), সরেন (পাখি), হেমরম (পানপাত), টুডু (একপ্রকার পাখি), কিস্কু, বাসকে প্রভৃতি টোটেম হিসেবে ব্যবহার করে। ওরাং সম্প্রদায়ের মধ্যে অ্যাডো (গরু), আল্লা (কুকুর), বানডো (বন্য বিড়াল), চিকলো (শিয়াল), গারি (বানর), লেকড়া (বাঘ), ওস্পা (খেতের ইঁদুর) টিগ্গা (একশ্রেণীর বাঘ), টিরকি (কমবয়সি ইঁদুর), খোয়া (বন্য বানর), চিড়রা (কাটবেড়াল), বকুলা

(ধানের পাখি), টিচুআ (লম্বা লেজযুক্ত ছোট্ট পাখি), গেড়ে (পাতিহাঁস), গিদে (শকুন), ককরো (মোরগ), ওরপড়া (বাজপাখি), টিরকুমার (একধরনের ঘুমে মগ্ন অথচ সন্ত্রস্ত পাখি), এক্কা (কচ্ছপ), টপ্পো (লম্বা লেজযুক্ত পাখি), গম্ভো (কুমির), বেইন (এক ধরনের মাছ) হালম্যান (আফ্রিকা ও দক্ষিণ এশিয়ার একশ্রেণী বানর), বানোআর (একশ্রেণীর বন্য কুকুর), রুনডা (খেঁকশিয়াল), গড়িয়া (সারস পাখি), গিসলেহি (গাঙচিল), খাখা (কাক), কেরকেটা (ঝোপে থাকে বড় প্রজাতির চুড়ুই), এইন্ড (মাছ বিশেষ), খালখো (এক প্রজাতির মাছ) কিনডুআর (আড়মাছ), কুসুরা (মাছ বিশেষ), মিনজি (মাছ) শেল (খোলাওয়ালা মাছ), খেত নিরি (কোবরা), পানা (লোহা), বিক (নুন), বাঁধো, জুবি (ঘাস দ্বারা আচ্ছাদিত জলাভূমির উপরিভাগ) আমরি (পাতলা সরু ভাত), কিসপট্টা (শূকরের অন্ত্রবিশেষ), বাকলা (ঘাস বিশেষ) প্রভৃতি প্রচলিত রয়েছে যা তারা জীবনে চলার পথে মান্যতা দেয়।

খেড়িয়া সম্প্রদায়ের মধ্যে বা (ধান), কিড়ো (বাঘ), টেটো (পাখি), কুল্লু (কাছিম), বিলুং (নুন), টোপ্পো, সারেং, কেরকেটা, হুরহুরিয়া, গিধি (শকুন), বরাহ (শূকর), বিনহা প্রভৃতি গুসটি প্রচলিত রয়েছে। অসুর সম্প্রদায়ের মধ্যে বস (বেঁগ), আইন্দ (মাছ বিশেষ), টোপ্পো (কাঠঠোকরা), কেরকেটা (বড় প্রজাতির চুড়ুই পাখি), চিহটিৎ (টিহটিহি পাখি), ভারেরা, উল্লু, খাঁসার, হিঁদআর প্রভৃতি টোটেম ব্যবহার করে। হো জাতি - পূর্তি (ইঁদুর), বালমুচু (কুমনি/পাতার তৈরী কুঁড়েঘর), বারলা (বড়গাছ), জোজো (তেঁতুল), সামড় (সামর হরিণ), সিরকা (মাছ বিশেষ), জামদা, বাগে, সুরিন, তুবিদ, তিয়ু, লুগন, বঁকিরা, কেরাই, সিকু, কুনভিয়া, লমরা, গগরায়, লাগুরি, বাংসিং, বারদা, লামসোয়, মারলা, সাহাজুম, ডাংগিল, লিংগুয়া, পেড়েয়া, বরজো, গুঁইয়া, লামসোয়, ছমপাই প্রভৃতি প্রজাতিকে গভীরভাবে মান্য করে। কোড়া সম্প্রদায়ের মানুষজন সামাৎ (রাজা), সাপু (মন্ত্রি), বুৎকুৎ (বামড়ে), নাগড় (নাগা), হুবেৎ (খুনটু), সুরেন, হেমরম, তীরকি, টুনডু, বালিশায়, তুমড়াং, লুদাং, হর, গাডি (গাড্ডি), বাউরি, তার, হাঁসদা, বারদ প্রভৃতি গুসটি রয়েছে। কুড়মি, মুন্ডা, অসুর, ওঁরাং, হো, সাঁওতাল, মাহলী, কোড়া, বিরহড় সকল তপশিলী উপজাতির মধ্যে 'সাঁঘা বিহা' ও 'কইনা পণ' প্রথা চালু রয়েছে। এছাড়া সকলেই জাইরাথানে (গরাম থানে) লাইআ / দেউরি পূজা করে। কুড়মি জাতির ছোট বাচ্চার জন্মসংস্কারে সময় পাঁচ দিনে 'পাঁশবাঢ়হা', ছয় দিনে 'ছেঠি', সাত দিনে 'নারতা', একুশ দিনে 'একুশা', নাইমূলে 'চিড়িদাগ' ও মু জুঠান (মেয়েদের ৫ -৭ মাসে ও ছেলেদের ৬ - ৮ মাসে)। সাঁওতালদের তিনদিনে 'কুমিরদা', পাঁচ / সাত দিনে 'ছেঠিআর' একুশ দিনে 'বারগেলমিৎ' ও ৫ - ৭ মাসের মেয়ে ও ৬-৮ মাসে ছএলের ক্ষেত্রে 'এঁঠো' নেগাচার পালন করা হয়ে থাকে। কড়া সম্প্রদায়ের মধ্যেও পাঁচদিনে একই গুসটি ও ভাইআদরা নবাগত শিশুর পরিবারের লোকজনদের সঙ্গে নখ, চুন ও দাড়ি কেটে 'পাঁচুটা' পালন করে। একইভাবে নয়দিনে 'নারতা' ও একুশদিনে নখ, চুল কেটে পরিস্কার পরিচ্ছন্ন হয়ে 'বারগেলমিঞা'/'বারগেলমিৎ' (একুশা) পালন করে। কড়া সম্প্রদায়ের বৃদ্ধা মহিলা নবাগত বাচ্চার নাড়ি ছেদনের কাজ করে যা 'কুশবেল' বলে পরিচিত। গর্ভফুলকে ঘরের ছাঁছাতে পুঁতে ফেলার বিধি রয়েছে। বৃদ্ধা মহিলা না থাকলে মধ্য বয়স্কাসম্পন্না মহিলারা একাজ করে থাকেন। নয়দিন অর্থাৎ 'নারতা' পর্যন্ত প্রসূতিতে জিনিসপত্র ছুঁতে বারণ করা হয়ে থাকে। এই সময় চুল, দাড়ি, নখ প্রভৃতি থাকে। আমিশ জাতীয় খাবার থেকে বিরত রাখা হয়ে থাকে যাতে প্রসূতির শরীর স্বাস্থ্য ভালো থাকে কারণ বাচ্চা প্রসবের সময় শরীরের জলীয় অংশ ও রক্ত প্রভৃতি নির্গত হওয়ার ফলে শরীরের ভারসাম্য আসতে সময় লাগে। বাচ্চার বাবা 'নারতা' উপলক্ষ্যে কুটুম ঘরে নিমন্ত্রণ দিয়ে থাকেন। কুটুমজন টাকা পয়সা, কাপড়,

শাকসবজি প্রভৃতি এনে ভালো করে 'নারতা' পালন করে থাকে। এ প্রসঙ্গে একটি বিশেষ প্রথাগত বিধি রয়েছে যে নবাগত বাচ্চার মাথার দিকে কাস্তে / কাজললতা খাটে দেওয়া হয় যা কুড়মি, মুন্ডা, সাঁওতাল, কড়া, মাহলি, খেড়িয়া প্রভৃতি সম্প্রদায়ের মধ্যে এ রকমের বিধি প্রচলিত রয়েছে। মাহলি সম্প্রদায়ের মধ্যে ৯ দিন কিংবা ২১ দিনের মাথায় 'নকতা' প্রচলিত রয়েছে। শিশুর 'কানবিঁধা' অনুষ্ঠান প্রচলিত আছে। উক্ত সম্প্রদায়ের মধ্যে নবাগত বাচ্চা জন্মগ্রহণ করলে পাটন কাঁড় দিয়ে নাড়ি কাটা হয়ে থাকে যা 'কাতু' নামে পরিচিত। প্রসূতির সঙ্গে সংযুক্ত ফুলটি ঘরের দরজার কোণে পোঁতা হয়ে থাকে। বিরহড় সম্প্রদায়ের মধ্যে অন্তঃসত্ত্বাকে সন্ধ্যার সময়ে বেরোতো না দেওয়া হয়ে থাকে। প্রাপ্ত পশুপাখির মাংস নিষিদ্ধ ও গর্ভের সন্তানকে রক্ষার জন্য অন্তঃসত্ত্বা নারীকে কাপড়ে ঢেকে রাখার বিধান প্রযোজ্য রয়েছে। শিশু জন্মালে নিজ গোষ্ঠীর ধাইমা তীরের ফলাতে নাভি কাটার বিধান দেখা যায়। বিরহড় সমাজে প্রসূতির বাচ্চা জন্মালে ঘরের দেওয়ালে ফুটো করে প্রথমবারের জন্য বাইরে আনা হয় যা 'কুড়মি দুয়ার' নামে পরিচিত। শিওর ছদিনে 'ছৌটিয়ার' রীতি প্রচলিত। শিশুর মাথার চুল পরিস্কার ও বয়স্কদের দাড়ি কামানোর রীতি বিদ্যমান। শিশুর মা বয়স্কদের পা ধুয়িয়ে দেন। বাচ্চার স্বাস্থ্য ভালো রাখার জন্য দুটি মুরগী দুটি দেবীর নামে উৎসর্গ করা হয়ে থাকে যথাক্রমে — ১) চেওরাশী ও ২) নাচনী। বিরহড় ডেরার লোকদের মধ্যে পুকুরে তেল-হলুদ মেখে স্নান করে নবজাতকের ঘরে 'হাঁড়িয়া' পানীয় হিসেবে গ্রহণ করে। নতুন বাচ্চার নামকরণ প্রথা প্রচলিত রয়েছে যা পূর্ব পুরুষের নাম অনুসারে হয়ে থাকে যা 'সাকি' হিসেবে পরিগণিত। বিরহড় সমাজে বাচ্চার এক বছর আগে কানের ফুটো করা হয়ে থাকে যা 'টুকুই-লুতুর' হিসেবে পরিচিত।

কুড়মালি প্রথাগত বিধির গুরুত্ব ঃ

কুড়মালি প্রথাগত বিধির প্রয়োজনীয়তা সমাজ জীবনে ব্যাপক গুরুত্ব বিদ্যমান। কৃষিকেন্দ্রিক সমাজ, সংস্কৃতি, লোকাচার ও প্রকৃতির ধর্ম (অয়ানিমিজন) নিয়ে কুড়মি জাতির জীবন আবর্তিত হয়ে চলেছে। যাইহোক,

কুড়মালি প্রথাগত বিধির গুরুত্ব নিম্নরূপ ঃ-

১. কুড়মালি সমাজ জীবনের গতানুগতিক নিয়ম জানতে সাহায্য করে।

২. মানুষ, সমাজ ও সংস্কৃতিকে ত্রিভুজের মতো পরিব্যপ্ত রাখতে সাহায্য করে যা সামাজিক পরিকাঠামোকে দৃঢ় করে।

৩. কুড়মালি প্রথাগত বিধির সাহায্যে জীবনের আচরণ, বৃত্তি, প্রবৃত্তি শৃঙ্খলিত হয়ে এক নির্দিষ্ট পয়েন্টে কেন্দ্রীভূত করতে সহায়তা করে।

৪. কুড়মালি প্রথাগত বিধি ব্যবস্থায় পূর্বপুরুষের বিধি, চলমান বংশধর ও ভবিষ্যৎ প্রজন্মদের মধ্যে সুস্থ স্বাভাবিক জীবনধারা বজায় রাখতে সাহায্য করে।

৫. কুড়মালি প্রথাগত বিধি প্রয়োগে বয়স্কদের মান উচ্চপর্যায়ে থাকলেও নবীন প্রজন্মদের মানবীয় আচরণ গুরুত্ব অধিক পরিগানে লক্ষ্য করা যায়।

৬. কুড়মালি প্রথাগত বিধির মাধ্যমে চিন্তাধারা বৃদ্ধির সঙ্গে মানসিক বিকাশ ও বৌদ্ধিক বিকাশ ঘটে।

৭. কুড়মালি প্রথাগত বিধি ব্যবস্থায় সৎ, কর্মঠ, প্রকৃতিপ্রেমিক, সুমনোভাব ও ভালো সংলক্ষণযুক্ত মানুষ গড়তে সাহায্য করে কুড়মালি প্রথাগত বিধি ব্যায়সাপেক্ষহীন।

৮. কুড়মালি প্রথাগত বিধি সহজ সরল ও আড়ম্বরহীন যা সহজেই নির্দেশাবলী ও পরামর্শদানের সঙ্গে সামাজিক বাস্তবায়নে সুবিধাজনক।

৯. ইহা একটি সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্র যা কুড়মি সমাজের মানুষের মধ্যে সাম্য, মৈত্রী ও স্বাধীনতা বজায় রাখতে অপরিসীম ভূমিকা পালন করে।

১০. কুড়মালি প্রথাগত বিধির মাধ্যমে মানুষজনের গুসটিবদ্ধ জীবন, প্রবণতা, মনোভাব প্রভৃতির ধারণা লাভ করা যায়।

১১. কুড়মালি প্রথাগত বিধির মাধ্যমে প্রাচীন কৃষিকেন্দ্রিক সভ্যতার সম্পর্কে জানতে পারি ও তাদের সংস্কৃতি, ভাষার ব্যবহারি দিক ও ধর্মীয় ভাবাবেগ জানতে পারি।

যাইহোক, কুড়মালি প্রথাগত বিধি সমাজ জীবনের দর্পণ হিসেবে কাজ করে। প্রথাগত বিধির মাধ্যমে সামাজিকীকরণ, ধর্মীয় নেগাচার প্রতিষ্ঠআকরণ, আর্থ-সামাজিক পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা ও সমাজ জীবনকে সুকেন্দ্রিকভাবে পরিচালনার একটা সহজ পন্থা বলে বিবেচিত। কুড়মালি প্রথাগত বিধির মাধ্যমে নাপিত, ধোপা, কামার, কুমার, হাড়ি সহ অন্যান্য হিতমিতান ও অপরাপর খেরওয়াল গুসটি (মুন্ডা, ওরাং, হো, সাঁওতাল, কড়া, মাহলি, খেড়িয়া) প্রভৃতির সঙ্গে এক মিত্রতা প্রতিষ্ঠা করা ছোটনাগপুর আদিবাসী সমাজ জীবনের বিশেষ বৈশিষ্ট্য।

তথ্যসূত্র ঃ

১. মাহাত সঞ্জীব (২০১৪), কুড়মালি সংস্কৃতি ও সারনা ধর্ম এবং শিক্ষা ক্ষেত্রে আধুনিক সমাজের উপর প্রভাব।

২. বাস্কে ধীরেন্দ্রনাথ (২০২১), বঙ্গ সংস্কৃতিতে প্রাক্-বৈদিক প্রভাব, ১৮/১, শান্তিনগর, রিজেন্ট পার্ক, কলকাতা-৭০০০৪০।

৩. কুড়মি জাতির নৃ-তাত্ত্বিক পরিচিতি ও সামাজিক আন্দোলনের রূপরেখা (২০১৬) - পূর্বাঞ্চল আদিবাসী কুড়মি সমাজ।

৪. সুভাষ মুদি (ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকার)।

৫. লালু হেম্ব্রম (ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকার)।

বিশ্ব আদিবাসী দিবস ৯ আগস্ট

প্রভাস মাহাত (জালবানুআর)

পাঁচটি মহাদেশে ৪০ দেশে প্রায় ৫,০০০ আদিবাসী গোষ্ঠীর মানুষ বসবাস করে। আদিবাসীরা নিরহী শান্ত প্রকৃতির হই। বাইরের সমাজের সাথে এরা মিশতে লজ্জা বোধ করে। যুগে যুগে এরা বহি অনুপ্রবেশকারী চালাকি বুদ্ধি সম্পন্ন জাতি ধর্মের মানুষের কাছে শোষিত লাঞ্ছিত আর বঞ্চিত। বিভিন্ন ধর্মে এদের প্রলোভন দেখিয়ে বা বাধ্যতামূলকভাবে ধর্মান্তরিতও করা হয়েছে।

জাতিসংঘ এ বিষয়ে আলোচনায় বসে এবং জাতিসংঘ ১৯৮২ সালে সর্বপ্রথম আদিবাসীদের স্বীকৃতি দেয়। আদিবাসী জনগোষ্ঠী বিষয়টিকে বেশ গুরুত্বের সাথে নেওয়া হয় এবং ১৯৯৩ সালকে 'আন্তর্জাতিক বিশ্ব আদিবাসী জনগোষ্ঠী বর্ষ' ঘোষণা করা হয়। ১৯৯৫ থেকে ২০04 সাল পর্যন্ত 'আন্তর্জাতিক বিশ্ব আদিবাসী জনগোষ্ঠী দশক' ঘোষণা করা হয় যার উদ্দেশ্য ছিল আদিবাসীদের উদ্বেগের প্রতি দৃষ্টি দেওয়া। এছাড়া ১৯৯৫ সালের ৯ আগস্টকে 'বিশ্ব আদিবাসী দিবস' ঘোষণা করা হয়।

এই আদিবাসীরা প্রকৃতি ধর্ম বিশ্বাসী। প্রকৃতি ধর্ম মানে এই প্রকৃতির সচক্ষ জল, মাটি, বাতাস, আকাশ, সূর্য, চাঁদ, তারা, পাহাড়, নদী, গাছ, পাথর সবই দেবতা। প্রকৃতি ধর্মের লোক তারাই যাদের রোজকার রোজগার জীবন জীবিকা পেশা, নেশা, ভাষা সবই প্রকৃতি নির্ভর। এই প্রকৃতিবাদী লোকদের জনজাতি, জনগোষ্ঠী, ট্রাইব, আদিবাসী কাবিলা এক এক ভাষার এক এক নাম অর্থ মোটামুটি এক। ব্রিটিশ ভারতের জনগননায় আদি বাসিন্দা।

১৮৭১- ১৮৯১ Aborgenes/Aboriginal আদিম ধার্মিক অধিবাসী।

১৯০১-১৯২১ Animist প্রকৃতিক সবকিছুতেই প্রানের অস্তিত্বে বিশ্বাসী।

১৯৩১- Tribal Religious আদিবাসী ধর্ম

১৯৪১- Tribes আদিবাসী। স্বাধীন ভারতে এই ট্রাইবদের নিয়ে তৈরি হয় Schedule Tribes।

এই তালিকা ভুক্ত আদিবাসীদের দেশ সংবিধানের ধারা অনুযায়ী সরকারী ক্ষেত্রে সংরক্ষন দেওয়া হয়। সরকারি চাকুরি আর রাজনীতিতে। এই সংরক্ষনটা আদিবাসীরা পেয়ে থাকে-

i) প্রকৃতিকে সেবক হিসাবে।

ii) আদিবাসিন্দা হিসাবে।

iii) আর্থিক সামাজিক ভাবে পিছিয়ে পড়ার জন্য।

ভারতের সকল tribes তালিকাভুক্ত জনজাতি ST certificate পায় নি। অনেক জনগোষ্ঠী কোনো কাগজি সার্টিফিকেট ছাড়াই শুধু আদিবাসী হয়েই থেকে গেছে। হিন্দু থেকে মুসলমান খ্রীষ্টান, বা মুসলমান থেকে হিন্দু হওয়া স্বাভাবিক ব্যাপার। তবে হিন্দু মুসলমান বা খ্রীষ্টান থেকে কেউ আদিবাসী ধর্মের লোক হতে পারে না। আর একবার আদিবাসি ধর্ম ভ্রষ্ট হলে কোনোদিন মুলস্রোতে ফিরে আসতে পারবে না। কোনো অন্য জাতির বা ধর্মের লোকের হাতের খাবার খেলে জাতি বা ধর্ম যায় তাহলে সব জাতি সব ধর্মের লোক বর্তমানে ধর্মভ্রষ্ট হয়ে গেছে। কারন আমরা যত রকমের পেকেট খাবার রোজ ব্যবহার করি তা কোন জাতি বা ধর্মের লোক তৈরী করছে কেউ বলতে পারবে না।

আদিবাসী ধর্মের মানুষ ধর্মান্তরিত হয়েছে কিভাবে?

আদিবাসীরা আপন জনগোষ্ঠীর আপন জাতীর মধ্যে বিবাহ করলে তার জাতি ধর্ম বজায় থাকে। বিপরীতে যদি কোনো পুরুষ বা মহিলা অন্য কোনো জাতি বা ধর্মের লোকের সাথে বিবাহ করে তবে সে আপন জাতি আপন গোষ্ঠী আপন ধর্ম হারায়। এমনকি এক আদিবাসী জনগোষ্ঠীর সাথে অন্য আদিবাসী জনগোষ্ঠীদের মধ্যেও এটা কঠোর ভাবে মেনে চলা হয়।

এই আদিবাসি কারা?

১.যেসব জনগোষ্ঠীদের নিজস্ব ভাষা আছে।

২.দৈন্যন্দিন দিনচর্চা আচার বিচার সাংস্কৃতি ও কিছু রুঢ়িবাদ পরম্পরাগত ভাবে মেনে চলে।

৩.যারা নিজস্ব ভাষা সাংস্কৃতি নিয়ে নির্দিষ্ট ভুভাগে দীর্ঘকাল যাবৎ বসবাস করে আসছে।

৪.এই প্রকৃতির রোদ বৃষ্টি বাতাস মাটি দেবতা। যারা প্রকৃতি ধর্মের অন্তর্গত গাছ পাথরকে দেবতার প্রতীকি হিসাবে পূজো করে।

৫.কীটপতঙ্গ পশুপাখি গাছপালা যাদের গোষ্ঠীগত টোটেম।

৬.জনগোষ্ঠীর নিজস্ব স্বশাসন ব্যবস্থা আছে।

৭.যারা জীবন চক্রের যাবতীয় অনুষ্ঠান জনম মরন বিহা নিজস্ব রকমের নেগনীতি মেনে সম্পন্ন করে থাকে।

৮.যাদের বারো মাসের পরব পার্বনের যাবতীয় অনুষ্ঠান গীত ঝুমইর গান বাজনা নাচ তাদের পেশা আর সংস্কৃতির সাথে সম্পর্কিত।

৯.আদিম জনগোষ্ঠীর প্রকৃতি নির্ভর আদিম পেশা আছে।

১০. জনগোষ্ঠী কয়েক গোষ্ঠীর সমাহার। একই গোষ্ঠীর লোক হলে পরস্পরে বিবাহ হয়না। এক এক গোষ্ঠীর আচার বিচার বিধি তাদের নিজস্ব রকমের।

আদিবাসী কুড়মিরদের হয়তো এস.টি লিষ্টে নাম নেই তবে ছোটনাগপুর রাঢ়ের অন্যতম Tribes আদিবাসী কুড়মি। কুড়মি জনগোষ্ঠী পরাধীন ভারতবর্ষের জনগননায় আদিম নিবাসী আদিবাসী ধর্মের লোক হিসাবে গনিত হয়। Aborgenes, Animist, Tribal Religious, Tribes আদি। কিন্তু স্বাধীন ভারত হওয়ার পর অবিশ্বাস্য ভাবে কুড়মীরা ST তালিকা থেকে বাদ পড়ে যায়। রাঢ় ছোটনাগপুরের সংখ্যা গরিষ্ঠ জনজাতিকে রাষ্ট্র গঠনে ধর্মযুদ্ধে বলি হতে হয়।

প্রথাগত নিয়মাবলী সমূহ:-

১. কুড়মি জনগোষ্ঠীর পূর্বপুরুষদের বানানো আপন জনজাতি আপন কুড়মালি সংস্কৃতির মাতৃ ভাষাকুড়মালি আর সতন্ত্র কুড়মালি সংস্কৃতি।

২. কুড়মিদের দিনামের দিনচর্চা ছঁচ, মড়লি, অধন, ডুঁড়কা, লিপা, লরা, বেসিআম, সিনা, দুপহইরা, বাগালি, খেইলকুদ, সইনঝা, গিত, নাচ, আখড়া, ঝুমরই, সঁড়গা, পসর।

রুঢ়িবাদ, মেড়কু, পাঁচবহনি, আঢ়াইনাভুত, গুড়গুড়া, ডাইন বকস।

৩. কুড়মালি ভাষা সাংস্কৃতি নিয়ে এই রাঢ় ঝাড় ছটনাগপুর মালভুমিতে দীর্ঘকাল ধরে বসবাস করে আসছে। এই রাঢ় ঝাড়ের প্রায় সকল ভুমিরুপ আর স্থানগুলির নামকরন কুড়মালি ভাষার। বাঘমুড়ি,বাঘড়া,ভালুইকা, বরহাগাজাড় (বরহাবাজার) কউআহারা, খেড়হাবেড়া, কুকুরভুকা, বিড়াইলগড়িআ, হাঁথিমারা, সিআরজড়ি, হাঁথিখেদা, হুঁড়াইর গাঢ়া, লাকড়াগাঢ়া, লাকড়াখঁন্ধা।

৪. কুড়মিদের দেবতা: গাঁউ গরাম, জাইরাহ, উতুড়, বানসিঁ, খেলাইচঁড়ি, পাহাড়চঁড়ি, চেড়ি গঁসাই, বাঘুত, কুদরা আদি। করম, শাল, বট, জৈড়, মহুল, আম, শিমুল, সাহড়া আদি প্রায় গাছকে দেবতা মানে। গাছে চাপলেও প্রনাম করে নামলেও প্রনাম করে এছাড়া পাহাড়, নদি, সূর্য, পাথর, জল, মাটি তো আছেই।

৫. কীটপতঙ্গ পশুপাখি গাছপালা নিয়ে কুড়মিদের ৮১গোষ্ঠী আর প্রত্যেক গোষ্ঠীর বিধিনিষেধ আলাদা আলাদা। কছুআর কাছিম মারে না, হিঁদআর কুঁচলামাছ মারে না, বঁসরিআর বাঁশ কাটেনা। এমনি সব গোষ্ঠীরই বিধি নিষেধ আছে।

৬. কুড়মালি সংস্কৃতির স্বশাসন ব্যবস্থা গ্রামে গ্রামে গাঁ প্রধান পরিচালক মাহতঅ আজও বিদ্যমান। বিহা দান মরা হারাই পাশে থাকে, গ্রামের বিচার গ্রাম মাহতঅ করে থাকে। এছাড়াও পরগনইত, মোড়ল, দেশমোড়ল আছে।

৭. কুড়মালি সংস্কৃতির সংস্কার নিজের রকমের-

* জনম সংস্কার- নমাসি, ছটি, নারাতঅ, একুইসা, পাঁসবুঢ়ি, ডাবনা, ভুজানঅ, মুজুঠান।

* ধাইমাঞ ঘাসি গড়াইতরা যাবতীয় জনম সংস্কারে পাশে থাকে। নবজাতের পিসির কাজলপরার কাজ থাকে।

বিবাহের আগে- সসটিপুজা, ধরমপুজা।

বিবাহ সংস্কার- রেবাইর, মড়ুআ, সিনই, ডুভাভাজন, কাখনা, অমলঅ, সনাপিতর, নিমছা, চুমানবাঁদান- ঘরভরা, ঘটিলুকা ঘুরফেইর।

বিবাহে বহনই/জামাইদরা বর কনের মিলন করিয়ে দেন।

মরন সংস্কার- হাড়ে হরইদ, সইএচাপা, কুসঘাঁস, বেঁগ ঘাট, কামান, পিঁড়দেউআ আদি।

মরন সংস্কারে-ভাইগনা/ভাগ্নে পুরোহিত হয়।

এছাড়াও কামার, কুমহার, নাপিত, ধবা, তেলি, ডম, হাড়ি, মুচি ঘাসি এদের নেগনেগাচারে সহাই সাউতাহার হিতমিতান মানি।

৮. কুড়মিদের বারো মাসের পরব আখাইন, সিঝানঅ, বারঅনি, সারহুল, চড়ক, ভগতা, রহইন জাঁতাড়, পাঁচাটি, বারি, ছাতা, জাউআ, করম, জিতিআ, জিহুড়, সহরই, বাঁদনা, ডিনি, টুসু, মকর আদি।

গীত ঝুমইর, উধউআ, ঢুআ, রপাগিত, জাত, ভাদরিয়া, খেমটা, চৈতালি, আড় খেমটা, সহরই, অহিরা, চাঁচর, ডহরউআ আদি। ঢল নাগড়া মাদৈল সহযোগী গীত নাচ।

৯. চাষবাস একটি অন্যতম আদিম পেশা। এককালে ঘরে ঘরে ঢেঁকি ছিল গরুরগাড়ি, হাল জুঁআল, মই, কুরহল এখনো আছে। জাতি কুড়মি পেশা চাষ এখনো দলিলে উল্লেখ করে থাকে। চাষবাস ছাড়া প্রতি কুড়মি ঘরে হাঁস খুখড়ি, গরু, কাড়া, ছাগল, ভেড়া পালিত হয়। কুড়মিরা সবুজ প্রকৃতিকে ভালোবাসে তাই সকলে গাছলাগাই। সবার বন বাগান বাঁধ আছে।

১০. কুড়মি জনগোষ্ঠী কুড়মি জনগোষ্ঠীর সাথেই বিবাহ চলে। কুড়মিদের ৮১ গোষ্ঠীর নিজের গোষ্ঠী বাদে অন্য যেকোনো গোষ্ঠীর সাথে বিবাহ চলে। বাবা আর মা কোনদিন এক গুস্টির হয়না। গুষ্টি হিসাবে অনেক কিছু চল অচল থাকে। কারো কোনো কারো খাটে না। নেগনীতি আচার বিচারে কিছু তফাৎ পরিলক্ষিত হয়।

আমি আমার গর্বিত আমাদের আদিম কুড়মি পূর্বপুরুষরা এই ছোটনাগপুর রাঢ়ের আদিবাসী আদি বাসিন্দা ছিল। তারা ছিল আমাদের থেকেও উন্নত মস্তিষ্কের। প্রকৃতির যাবতীয় বিপর্যয় ঝড়ঝঞ্ঝাট তারা সহ্য করে এই অসমতল মালভূমিকে চাষযোগ্য করে তুলে। প্রাকৃতিক জলের স্রোত আর মৌসুমী বৃষ্টিকে সাথী করে

শুরু করে স্থায়ী চাষবাস। সেই অভিজ্ঞ মৌসম বিজ্ঞানীদের কথা লোককথায় হয়ে এখনো প্রচলিত প্রবাদ যা বাস্তবে প্রতি ফলিত ..

'আমে বান তেঁতইরে টান'

এবছর ছোটনাগপুর রাঢ় ঝাড়ে আমের তেমন ফলন ছিল না তবে তেঁতুলের ফলন ছিল। তাই এবছর বর্ষাতে টান পড়েছে।

দেশের প্রধানমন্ত্রী রাষ্ট্রপতি মুখ্যমন্ত্রী এমনকি সব নেতা মন্ত্রী, সরকারী কর্মচারী সবাই সরকার থেকে বেতন পায়। কুড়মালি সাংস্কৃতির গ্রাম প্রধান "মাহতঅ" এমন একটা পদাধিকারী যার কোনো বেতন বেহরি থাকে না।

মানভূমে কুড়মালি ভাষা আন্দোলন

পঙ্কজ মাহাতো

ঘার হামর জঙ্গলমহল, কেউ বা মানভুম কহত,
কেউ বা কহত ছটঅনাগপুর,
একে ভাসাঞ, একে নিঅর সুর।।
(বিশিষ্ট সমাজসেবী: অজিত প্রসাদ মাহাত)

১৭৬৫ সালে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি বাংলা-বিহার-ওড়িশার দেওয়ানি লাভ করলেও প্রশাসনিক কাজের সুবিধার্থে ১৮০৫ সালে মানভূম সহ ২৩টি পরগণা ও মহল নিয়ে গঠিত হয় জঙ্গলমহল জেলা কিন্তু রাজনৈতিক অস্থিরতার কারনে ইংরেজ কর্তৃপক্ষ ১৮৩৩ সালে এই জেলা ভেঙে মানভূম জেলা গঠন করেন। আবার ১লা নভেম্বর ১৯৫৬ সালে মানভূম জেলা ভেঙে বর্তমান পুরুলিয়া জেলার জন্ম। বিভিন্ন ভাষা গবেষকে র বিভিন্ন মতামত, বিভিন্ন গ্রন্থে ও প্রবন্ধে লিখেছেন বা পরে আরোও লিখবেন 'মানভূমের ভাষা আন্দোলন' নিয়ে। অনেকে ১লা নভেম্বর ১৯৫৬ সালকে 'পুরুলিয়ার জন্ম দিন' বলেন ও অনেকে 'মানভূমের কালো দিবস' বলে আখ্যায়িত করেছেন।

আমরা 'মানভূমে কুড়মালি ভাষা আন্দোলন' নিয়ে কিছু আলোচনা করার চেষ্টা করবো।

মানভূমে কুড়মালি ভাষা আন্দোলন :

'মানভূমে কুড়মালি ভাষা আন্দোলন' সাংসদ দেবেন মাহাতোর নেতৃত্বে হয়েছিল। সেই সময় প্রখ্যাত ঝুমুরিয়া সৃষ্টিধর সিং মাহাতোর লেখা কুড়মালি ঝুমুর গানগুলি কুড়মালি ভাষা আন্দোলন করতে যথেষ্ট প্রভাবিত করেছিল কুড়মালি ভাষাভাষী মানুষজনদের। সেই সময় 'মানভূমের পশ্চিমাংশের পুরুলিয়া, ঝালদা, জয়পুর, আড়ষা, বাঘমুন্ডি এবং উত্তর-পূর্বাংশের পাড়া, রঘুনাথপুরের কিছুকাংশ, চাস, চন্দনকিয়ারী, বোকারো প্রভৃতি এলাকায় কুড়মালি ভাষার প্রচলন ছিল। (A) পৃষ্ঠা ঃ ২৯।' কুড়মালি ভাষা মূলত কুড়মি জনগোষ্ঠীর মাতৃভাষা হলেও মানভূমে কুড়মালি ভাষা আরোও অন্যান্য জনগোষ্ঠীর লোকেরাও বলতেন। যথাঃ 'কুড়মি মাহাত, রাজোয়াড়, কুলহু, লোহার, ভুঁইয়া, কুমহার, মুচি, জলহা, ভুমিজ, আহির, মৈথিলি ব্রাহ্মণ, ভূমিহার ব্রাহ্মণ' (B) Page : List of Specimens Collected and Analysed. Manbhum. Kurmali. I, II. ইত্যাদি। 'মানভূমে কুড়মালি ভাষী সেন্সাস রিপোর্ট অনুযায়ী জনসংখ্যা হলো ১৯০১ সালে ৪৪২১৪ জন, ১৯১১ সালে ২১১৪২১ জন, ১৯২১ সালে ৭৪১৯৫ জন, ১৯৩১ সালে ৫১১৭৬, ১৯৫১ সালে ৬৪৪১০ জন।' * (C) Page : ১৬,১৯. ও ২০১১ সালে পুরুলিয়া জেলায় কুড়মালি ভাষাভাষী সেন্সাস রিপোর্টে জনসংখ্যা হলো ১৪৭,৭৭৪.

এরপর আমরা কিছু মানভূমের কুড়মালি ভাষা আন্দোলনের উপরে গিত ঝুমুরের উল্লেখ করবো। যেমন: সৃষ্টিধর সিং মাহাতোর লেখা কুড়মালি ভাষায় মানভূম জেলাকে বঙ্গভুক্তির বিরুদ্ধে ঝুমুর গান রচনা করেছিলেন। যথাঃঃ

"মানভুম আহেইক বিহারে আর রহতেইক বিহারে হউ"।
জড়সড় রহব কিনা আর হামরা ডরে হউ।।
হামরা আইহ এতেক লক
কাকর আহেইন এসন হক"।।
হামরাকে লেলে জাতা জরে হউ।। * (D) পৃষ্ঠা : 110.

রাজনৈতিক সুযোগ সুবিধা ভোগ থেকে বঞ্চিত হওয়ার কারণেও ঝুমুর গান রচনা করেছিলেন। আজ পর্যন্ত বঙ্গভুক্তির পরে মানভুম পুরুলিয়া থেকে কাউকে কোন বড়ো মন্ত্রিত্ব পদ দেন নি। কোলকাতার লোকেরা। এটা জানতেন আগে থেকে বঙ্গভুক্তির পরিণাম আমাদের এমনটাই হবে। তারই প্রতিবাদে নিম্নোক্ত তৎকালীন সময়ে সৃষ্টিধর সিং মাহাতোর লেখা কুড়মালি ভাষায় ঝুমুর গানটি হলো:—

"হামরা সুধাই জতব হার
অরা সব হেতা মিনিসটার
এক লকেক হাঁথে সব দেসেক ধন।।
হামর ছউআ সব চউকিদার
কেউ নি হেতা তাকর পার
কেবল হামর দেসেক ধরন"।। * (D)পৃষ্ঠা : 111

বাংলা ভাষাভাষীরা কুড়মালি মাতৃ ভাষাভাষীদের উপর জবরদস্তি বাংলা ভাষা চাপিয়ে দিতে চেয়েছিলেন। আজ বাস্তবে সেটাই হয়েছে। তারই প্রতিবাদে নিম্নোক্ত কুড়মালি ঝুমুরটি তৎকালীন কবি, ঝুমুরিয়া, সাধক সৃষ্টিধর সিং মাহাতো লিখেছিলেন। যথাঃ—

বাংলা সিখলিয়ৌ হামরা দায়ে গিরী কে
মানভুমেক হাল দেখী কে।
বাংলা হাকিম, বাংলা বকীল, বাংলা কেরানী
বাংলা সিখলিঁয়ৌ হামরা দেখী সুনী।
নিঁমামা কে কানা মামা, কহথিন সভে কে
বাংলা সিখলিঁয়ৌ হামরা দায়ে গিরী কে।
বাংলা স্কুল, বাংলা কলেজ, বাংলা দোকানী
হামরা নিঁ জানিয়ৌ, বাংলাই করতা টানাটানী।
বাংলাই দাবাউলেইক হামর মাতৃ ভাষা কে
বাংলা সিখলিঁয়ৌ হামরা দায়ে গিরী কে। * (E) পৃষ্ঠা: 69.

বঙ্গ-বিহারে মানভূম বিভাজন করে লোকসেবক দল যে মানভূমের মানুষকে দুঃখ দিতে চেয়েছেন। সেই প্রসঙ্গে সৃষ্টিধর সিং মাহাতো ঝুমুর রচনা করেছিলেন —

তেরহ সৌ একসঠ টি সাল,
হেলেইক বড় জংজাল।
দু:খ দেলা লোক সেবক দলে,

कहत सभे चाला बांगाले।
मानभुमे नेखेइक घार,
अराइ त हेकत बेकार।
अकर काथाइं जाइहाला केऊ भुले,
कहत सभे चाला बांगाले। (H). *पृष्ठ:26 ।*

মানভূম জেলাকে কাঙাল করা হচ্ছিল, সেই প্রসঙ্গে সৃষ্টিধর সিং মাহাতো ঝুমুর গান রচনা করেছিলেন। যথাঃ

मानभुम के करेहेथिक कंगाल हो,
हुसिआर कुरमी, कोइरी, कुम्हार,
भुमिज, खड़या, आर संथाल हो।
आरो जतेक हरिजन,
सुना देइके एक मन,
तराइ देसेक शुद्रजन,
गाँधिइं करले आहोन बाहाल हो। (H). *पृष्ठ: 23 ।*

উপরোক্ত আলোচনা থেকে মানভূমের ভাষা আন্দোলনে কুড়মালি ভাষা আন্দোলনের সংক্ষিপ্ত পরিচয় পাওয়া যাচ্ছে। কিন্তু, এই মতামত বেশিরভাগ কুড়মালি ভাষাবিদ, গবেষক স্বীকার করেন না। এর থেকেও বেশি কুড়মালি ভাষাভাষী জনসংখ্যা ছিল। এর কারণ, (অ).১৯০১ সালের Coupland এর রিপোর্ট অনুযায়ী, মানভূমে কুড়মিদের জনসংখ্যা ছিল, ২,৪১০০৬ জন। ১৯২১ সালে বি. কে. গোখলের সেটেলমেন্ট রিপোর্টে কুড়মিদের জনসংখ্যা ছিল, ২,৮৬,১২৫ জন। ১৯৪১ সালের আদমসুমারী রিপোর্ট অনুযায়ী, মানভূমে কুড়মিদের জনসংখ্যা ছিল, প্রায় ৬ লাখ। (চ)। (আ).'১৯৫১সালের সেন্সাস রিপোর্টে বাংলা ভাষাভাষী জনসংখ্যা ছিল ৮০৫,০৬৩। Bengali speaking population of the area as the area as 8 lacs and odd includes in itself about 750,000 of the speakers of Kurmali, Khotta, Muchiali, Magahi and other Bihari dialects, who have been wrongly shown as the speakers of Bengali." * (B) Page: 'Chapter:1, Page-1'. (ই).কুড়মালি ভাষা মূলত কুড়মি জনগোষ্ঠীর মাতৃভাষা হলেও মানভূমে কুড়মালি ভাষা আরোও অন্যান্য জনগোষ্ঠীর লোকেরাও বলতেন। যথাঃ- কুড়মি মাহাত, রাজোয়াড়, কুলহু, লোহার, ভুঁইয়া, কুমহার, মুচি, জলহা, ভুমিজ, আহির, মৈথিলি ব্রাহ্মণ, ভূমিহার ব্রাহ্মণ' (B) Page : List of Specimens Collected and Analysed. Manbhum. Kurmali. I, II. ইত্যাদি। পরিশেষে বলা যায়, মানভূমের সকল কুড়মিদের মাতৃভাষা যদি বাংলা হতো, তাহলে আজকের দিনে সিধু কানহু বিরসা বিশ্ববিদ্যালয় সহ সিধু কানহু বিরসা বিশ্ববিদ্যালয়ের মোট এগারোটা(অচ্ছুরাম মেমোরিয়াল কলেজ, আড়সা কলেজ, বান্দোয়ান মহাবিদ্যালয়, বরাবাজার বিক্রম টুডু মেমোরিয়াল কলেজ, বিক্রমজিৎ গোস্বামী মেমোরিয়াল কলেজ, চিত্ত মাহাতো মেমোরিয়াল কলেজ, কোটশিলা মহাবিদ্যালয়, নেতাজি সুভাষ আশ্রম মহাবিদ্যালয়, রামানন্দ সেন্টিনারি কলেজ, সাঁওতালডি কলেজ, সীতারাম মাহাতো মেমোরিয়াল কলেজ) কলেজে কুড়মালি ভাষার পঠন পাঠনের প্রাসঙ্গিকতা অপ্রাসঙ্গিক হয়ে যেত। যার মধ্যে ছটা কলেজে কুড়মালি অনার্স চালু করা হয়েছে। বর্তমানে 'পুরুলিয়া জেলায় ঝালদা, জয়পুর, আড়ষা, বাগমুণ্ডি, পুরুলিয়া, পাড়া, চেলিয়ামা ইত্যাদি এলাকায় অবস্থিত কুড়মালি কথিত হয়। হুড়া, পুঞ্চা, মানবাজার, কাশীপুর, বরাবাজার,

বান্দোয়ান, বলরামপুর ইত্যাদি এলাকায় বাংলা প্রভাবিত কুড়মালি কথিত হয়।' Page-21 * (I) যাইহোক, মানভূমের বঙ্গভূক্তির পরে বর্তমান পুরুলিয়াতে কুড়মালি ভাষার অবস্থা ও পুরুলিয়া জেলার জনগনের রূপরেখা দেখে মানভূমের স্মৃতি বুকে নিয়ে প্রখ্যাত ঝুমুরিয়া, কুড়মালি কবি, সাহিত্যিক সুনীল মাহাতো খেদোক্তি করে লিখেছেন-

"বিহার বাঁগলা বাঁটি লেলা
মানভুঞ দুখে জরঅ জর গো।। ধুআ
পাহাড় বনেক ভগবানে
জঁগলি কুসুমেক টানে
দেইদেলা অমর হেউএক বর গো।। ধুআ
ডাকু নিখা, লুটি লেলা
হাঁথে টুপা ধরাই দেলা
সুনিলে ধরই কাঁড় ফর গো" ।। ধুআ (পৃষ্ঠা:১৪৫)(D)*

Reference - *(A).পুরুলিয়ার লোকসংস্কৃতিতে নাটকের উপাদান। ড. মহঃ খুর্শিদ্ আলম। ছোঁয়া প্রকাশনী। কলকাতা ৭০০ ০১২। প্রঃপ্রঃ ডিসেম্বর, ২০১৭.

* (B). Linguistic Survey of the Sadar Subdivision of Manbhum and Dhalbhum : Biswa Nath Prasad & Sudhakar Jha Shastri. Published by - Bihar Rastrabhasha Parishad, Patna 3. First Edition : June, 1958.

* (C). A Note On The Linguistic Tables CENSUS OF BIHAR (1911-1951). INSTITUTE OF APPLIED STATISTICS. Published by JNANENDRA NATH ROY. Institute of Applied Statistics 35, Chittaranjan Avenue Calcutta-12.

*(D).রিঝামাঠা। সঁজুএতা: কিরিটি মাহাত। মুলকি কুড়মালি ভাখি বাইসি। পহিল উঘরনঃ ছত্রগ্রন্থ২০১৩. রামকৃষ্ণপুর, পুরুলিয়া।

*(E). কুরমালী সাহিত্য বিবিধ সন্দর্ভ। ডॉ. এচ. এন. সিংহ। প্রকাশক: কুরমালী ভাষা পরিষদ, রাঁচী। প্রথম সংস্করণ: ফরবরী, ২০১০.

*(F).বাংলা ভাষার চক্করে ১লা নভেম্বর ১৯৫৬ সালে কপাল পুড়েছিল পুরুল্যার। লালন কুমার মাহাত। http://www.voiceofchotanagpur.com/another-side-of-tusu.../

(G).পুরুলিয়া জেলা। উইকিপিডিয়া।

*(H). সৃষ্টিঘরেক গীত। সম্পাদক: ডা. এচ. এন. সিংহ। প্রকাশক: কুরমালী ভাষা পরিষদ, রাঁচী। প্রথম সংস্করণ: ২০০৮।

*(I).অহল্যাভূমি পুরুলিয়া। দ্বিতীয় পর্ব। সম্পাদনা: দেবপ্রসাদ জানা। দ্বীপ প্রকাশন। কলকাতা। প্রথম প্রকাশ: জানুয়ারি ২০০৪.

সাঁওতাল বিদ্রোহের ক্রান্তিবীর শহীদ চানকু মাহাতো

চিথারাই মাহাত

চানকু মাহাতো ব্রিটিশ বিরোধী সাঁওতাল বিদ্রোহের একজন শহীদ ছিলেন। তার পিতার নাম হলো কারু মাহাতো ও মায়ের নাম বড়কী মাহাতাইন। বর্তমান ঝাড়খন্ডের গোড্ডা জেলায় ১৮১৬ সালের ৯ই ফেব্রুয়ারি তিনি জন্মগ্রহণ করেছিলেন। চানকু মাহাতো শৈশব থেকেই সাহসী প্রকৃতির ছিলেন। নিজ প্রতিভা ও দক্ষতার কারণে তিনি তাঁর গ্রামের কুড়মি স্বশাসন ব্যবস্থার "পরগনৈত" হয়েছিলেন। [8], [10], [12] ভারত সরকারের 'ANTHROPOLOGICAL SURVEY OF INDIA' দ্বারা প্রকাশিত 'People of India'-র তথ্য অনুযায়ী 'During the Santal rebellion in the Santhal Parganas and Manbhum, the Kudmis fought under the leadership of Chanku Mahato, later hanged in Godda, in 1856'. [4], [5] 'Mahato (1989) pointed out that during the Santal rebellion, in an encounter with police one Chanku Mahato, a Kudmi was shot dead in Barhet'. [3] [6]

ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শোষনের বিরুদ্ধে জল জঙ্গল জমিন-এর অধিকার আদায়ের লক্ষ্যে দিকু অর্থাৎ ইংরেজ, জমিদার, মহাজনদের বিরুদ্ধে দুর্বার আন্দোলন গড়ে তুলেছিলেন। দিকু শব্দের অর্থ হল 'প্রতারণা'। চানকু মাহাতো সাঁওতাল বিদ্রোহের মহানায়ক সিধু, কানহুকে মুল নায়ক হিসেবে মেনে নিয়ে সাঁওতাল বিদ্রোহে যোগদান করেছিলেন। ব্রিটিশরা তাদের ঐতিহ্যবাহী স্বশাসন ব্যবস্থার উপর আক্রমণ করছিল। গ্রামে গ্রামে আলাদা আলাদা সরকারী কর্মকর্তা গঠন করেছিলেন। এই পদাধিকারীদের মাধ্যমেই ব্রিটিশ সরকার আদিবাসীদের কাছ থেকে কর আদায় করতো। ব্রিটিশ শক্তির বৃদ্ধির সাথে সাথে তাদের অত্যাচার ও স্বেচ্ছাচারিতাও বেড়ে যায়। সাধারণ মানুষের কাছ থেকে অপ্রত্যাশিত কর বৃদ্ধি করতে থাকে। তখন সাঁওতাল আদিবাসী-সহ অন্যান্য জনগোষ্ঠীর মানুষেরা এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করার সিদ্ধান্ত নেয়। সেই সময় বিদ্রোহ করাই ছিল তাদের একমাত্র পথ এবং এর জন্য গ্রামে গ্রামে মিটিং শুরু হয় এবং মানুষ একত্রিত হতে থাকে। চানকু মাহাতোও নেতৃত্ব দিতে থাকেন। এরপর চানকু মাহাতো সাধারণ মানুষকে ঐক্যবদ্ধ করে, ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেন এবং স্লোগান দেনঃ—

"আপন মাটি, আপন দানা,
পেট কাটি নিঁহিঁ দেবঁ খাজনা।"

পেট কেটে কোম্পানির কোষাগার কেন ভরবেন? এইভাবে চানকু মাহাতো গ্রামে গ্রামে গিয়ে মানুষকে জাগিয়ে তোলেন এবং শত শত যুবক তাঁর সঙ্গে এগিয়ে আসতে থাকেন। ১৮৫৩-৫৪ সালে, তার প্রধান সহযোগী ছিলেন রাজবীর সিং, বৈজল সোরেন, ভগীরথ মাঝি, রামা গোপ, ছাল্লু জোলহা সহ আরো অনেকে ইংরেজ, জমিদার, মহাজনদের বিরুদ্ধে আন্দোলন শুরু করেন। [8], [9], [11], [12]

চানকু মাহাতোকে পুলিশ খুঁজছিল। কয়েক মাস ধরে ব্রিটিশ পুলিশ ও চানকু মাহাতোর মধ্যে লুকোচুরির খেলা চলে। ১৮৫৫ সালের অক্টোবর মাসে সোনার চকে একটা জনসভা হয়। চানকু মাহাতো তার সহযোগীদের সাথে আন্দোলনে যোগ দেয়। এরই মধ্যে গোড্ডার নায়েব প্রতাপ নারায়ণ এই জনসভার খবর ব্রিটিশদের কাছে পৌঁছে দেয়। ব্রিটিশ পুলিশের সাথে খবর পেয়ে জনসভাকে চারদিক থেকে ঘিরে ফেলে ও আক্রমণ করে। ব্রিটিশ পুলিশের আক্রমণে বৈজল সোরেনকে গ্রেপ্তার করেন এবং তাকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দেওয়া হয়। এছাড়াও চানকু মাহাতো সহ আরো অনেকেই আহত হলেও ঘটনাক্রমে সেখানে তিনি ধরা পড়েন নি। পরে

আবার, পুলিশকে খবর দেওয়া হয়, চানকু মাহাতো সোনার চোক থেকে দুই কিলোমিটার দুরে বাড়েডিহ গ্রামে আছেন। এই খবর পেয়ে পুলিশ গোপনে এসে চানকু মাহাতোকে গ্রেপ্তার করে। এরপর ১৮৫৬ সালের ১৫ মে গোড্ডা জেলার রাজকাছাড়ির কাজিয়া নদীর তীরে একটা গাছের উপর ঝুলিয়ে তাকে ফাঁসি দেওয়া হয়। ইংরেজ বাহিনী এতটাই ক্ষুব্ধ হয়েছিল যে, ১৮৫৬ সালে তারা বাড়েডিহ গ্রাম সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করে দেয়। [8], [9], [11], [12]

লোকগানের মধ্যেও সিধু, কানহু, চাঁদ, ভৈরব সহ চানকু মাহাতো, রামা গোপ, ছাল্লু জোলহার উল্লেখ পাওয়া যায়। লোকগানটি হলো ঃ-

"সিধু কানু খুড়খুড়ির উপরে
চাঁদ-ভৈরব লাহারে লাহারে
চানকু মাহাতো, রামা গোপ লাহারে লাহারে
ছাল্লু জোলহা লাহারে লাহারে"।

অর্থাৎ, 'Sidhu and Kanu are on the palanquin, Chand and Vairab are looking them along with Chanku Mahato, Rama Gope and Challu Jolha looking them with respect'. [7] এটি সাঁওতাল বিদ্রোহের উপরে একটি লোকগীতি। এখানে কয়েকজন বিদ্রোহী নেতাদের উল্লেখ পাওয়া যায়। চানকু মাহাতো হলেন তাঁদেরই মধ্যে একজন।

সাঁওতাল বিদ্রোহ হাজার হাজার সাঁওতালদের নিয়ে হয়েছিল কিন্তু সাঁওতাল বিদ্রোহে অ-সাঁওতালদের যোগদানও উল্লেখনীয়। ১৮৫৬ সালের Calcutta Review-তে বলা হয়েছে, 'Certain castes like kumars (potters), telis, (oilmen), blacksmiths, momins (Muhammadan weavers), chamars (shoemakers), and domes,... Gwallahs (milkmen), telis (oilmen) and other castes who supply them with intelligence, beat their drums, direct their proceedings and act as spies'. [1] 'Peddie and Dutt speak only of Santhals : it is a Santhal unrest, Santhal mobilization, Santhals looting property, and so on. Yet, even at the time, there was no evidence to show that it was only a Santhal unrest. The great divide between Santhals and Mahatos had still not come about. Mahatos, too, participated in large numbers, as did Kamars, Bagdis, Bagals, and others'. [2]

ঝাড়খণ্ডের গোড্ডা জেলার রাঙ্গামাটিয়া গামে শহীদ চানকু মাহাতোর (পরগণায়েত) মূর্তি স্থাপন করা হয়েছে। মূর্তিটি তৈরির সম্পূর্ণ খরচ বহন করেছেন ঝাড়খণ্ড সরকার। ২২/০৯/২০১৯ মূর্তিটি উদ্বোধন করেন গোড্ডা বিধানসভার মাননীয় বিধায়ক শ্রী অমিত কুমার মন্ডল। মূর্তিটি উদ্বোধনের সময় উপস্থিত ছিলেন সাঁওতাল বিদ্রোহের মহান যোদ্ধাদ্বয় সিধু - কানহুর বংশধর শ্রী মণ্ডল মুর্মু, রাজবীর সিং-এর বংশধর শ্রী হরেকৃষ্ণ সিং, বাবা বৈজল সরেনের বংশধর শ্রীমতী সুনীতা সোরেন, ভগীরথ মাঝির শ্রীমতী বংশধর লিলিসী হেমব্রম সহ আরোও অনেকেই। এছাড়াও "সিধু কানহু বিরসা বিশ্ববিদ্যালয়"-এও (পুরুলিয়া, পঃবঙ্গ) শহীদ চানকু মাহাতোর ইতিহাস পড়ানো হয়।

তথ্যসূত্র ও সহায়ক গ্রন্থপঞ্জীঃ-

1.THE SANTAL INSURRECTION OF 1855-57. Writer: KALIKINKAR DATTA, PUBLISHED BY THE UNIVERSITY OF CALCUTTA, 1940. Page: 16.
2.Partha Chatterjee, ed. (1995). Texts of Power: Emerging Disciplines in Colonial Bengal.

Minneapolis, London: University of Minnesota Press. Published in conjunction with the Centre for Studies in Social Sciences, Calcutta, India, as part of its Perspectives in Social Sciences Series. Page: 191. ISBN 978-0-8166-2686-1.

3.Religion and Society, Volumes 41-42. Publisher: Christian Institute for the Study of Religion and Society. Published: 1994. Page: 65.

4.PEOPLE OF INDIA. BIHAR. Including Jharkhand. Volume XVI. Part 2. General Editor: K. S. SINGH. Editors: SURENDRA GOPAL, HETUKAR JHA. ANTHROPOLOGICAL SURVEY OF INDIA. SEAGULL BOOKS. CALCUTTA 2008. Page: 584.

5.People of India: West Bengal, XXXXiii (2 pts.). General Editor: Kumar Suresh Singh, Editors: SHEKHAR BANDOPAHYAY, TILAK BAGCHI, R. K. BHATTACHARYA. Published: 2008, Publisher: Anthropological Survey of India. Page: 745.

6.Sanskritization Vs Nirbakization by Dr. Pashupati Prasad Mahato. ISBN:978-81-85923545-8-3, 1st Published: June, 2000. 2nd Published: May 2012, Publisher: Purbalok Publications, Kolkata. Page: 39.

7.TRIBAL MOVEMENTS IN JHARKHAND 1857-2007. Edited by Asha Mishra & Chittaranjan Kumar Paty. CONCEPT PUBLISHING COMPANY PVT. LTD. NEW DELHI-110 059. ISBN: 13: 978-81-8069-686-2. First Published: 2010. Page: 48.

8. झारखंड में विद्रोह का इतिहास(1767-1914) / शैलेंद्र महतो / प्रकाशक: प्रभात प्रकाशन प्रा. लि. 4/19 आसफ अली सेड, नई दिल्ली-110002 / संस्करण: प्रथम, 2021 / ISBN 978-93-90366-63-7 / पृष्ठ: 114-116 /

9. जरा याद उन्हें भी कर लो: भारतवर्ष के अनजाने स्वाधीनता सेनानियों की प्रेरक गाथाएँ / लेखक: चिरंजीव सिन्हा / प्रकाशक: प्रभात प्रकाशन, दिल्ली / संस्करण: 2022 / पृष्ठ: 39 /

10. झारखंड के 50 क्रांतिकारी / लेखक: संजय कृष्ण / प्रकाशक: प्रभात प्रकाशन / संस्करण: 2022 / पृष्ठ: 23-24 /

11. বিস্মৃত বিপ্লবী। লেখকঃ প্রকাশ রায়। প্রকাশকঃ নোশন প্রেস। প্রকাশকালঃ প্রথম প্রকাশ 2021 আগস্ট। পৃষ্ঠাঃ ৩৬-৩৭।

12. दैनिक जागरण / राँची / 'जानिए, कौन थे झारखंड के गोड्डा निवासी चानकू महतो, जिन्हें अंग्रेजों ने कझिया नदी के किनारे लटका दिया था फांसी पर' / लेखक: (लेखक हूल फाउंडेशन के संस्थापक-अध्यक्ष व वीर बलिदानी चानकू महतो के वंशज हैं) / २१ February, २०२२.

13. Google. Etc.

কুড়মি ব্যক্তিনামের ক্রমবিবর্তন

রাজদীপ মাহাত

শেক্সপিয়ার বলেছিলেন, 'নামে কী বা এসে যায়!' কিন্তু যদি বলি আপনার নামের মধ্যেই আপনি ধারন করে চলেছেন আপনার ঐতিহ্যবাহী ইতিহাস ও সংস্কৃতির উত্তরাধিকারকে? হ্যাঁ, যায় আসে বৈকি!

কুড়মি জনজাতির ইতিহাস একেবারেই কুয়াশচ্ছন্ন। কুড়মিদের লিখিত ঐতিহাসিক উপদানের বড়ই অভাব। এমত অবস্থায় কুড়মিদের ইতিহাস রচনা করতে অভিনব পন্থা অবলম্বন করতে হবে। বর্তমান প্রবন্ধে এমনই এক উপাদানকে ব্যবহার করা হয়েছে। রিজলে সাহেবের নাম আশা করি আপনারা সবাই জানেন। তাঁর লেখা 'The Tribes and Castes of Bengal' মহাগ্রন্থে কুড়মিদের ওপর লেখা প্রবন্ধটি কুড়মিদের ইতিহাস চর্চায় এক মাইলফলক সরূপ।

এই গ্রন্থেই নৃতাত্ত্বিক পরিচয় অংশে ১০০ জন কুড়মি জনজাতির অন্তর্ভুক্ত ব্যাক্তির নমুনা সংগ্রহ করা হয়েছে। এঁদের নাম ও বয়স উল্লেখিত হয়েছে। এনাদের জন্মসাল ১৮৪০-১৮৭০ -এর মধ্যে। বর্তমান প্রবন্ধের আলোচনা এই ব্যক্তিনাম নিয়েই হবে। তথ্যের অভাবে এখানে শুধুমাত্র পুরুষদের নাম নিয়েই আলোচনা হবে, স্ত্রীনাম নিয়ে আলোচনার জন্য ভবিষ্যতে অন্য একটা প্রবন্ধ লেখা যেতে পারে।

এই ১০০ টি ব্যাক্তিনামকে বিশ্লেষণ করলে বেশ কিছু তথ্য আমারা পেতে পারি :

১) খাঁটি কুড়মালি নাম :

এরমধ্যে প্রায় ২০-২৫% নাম খাঁটি কুড়মালি নামের আওতায় আসছে। এগুলির ব্যুৎপত্তি সংস্কৃত থেকে করা সম্ভব নয়। উদাহরণ : তোল্লু, বঘি, মেলা, ফুদু, খেতু, ভিখু, ছুটু, লুকু, ঝরি, ভিকান, ডমু, চুমটা, কাসি, রাফু, পেরটুন, জুড়ান, মিতান, ভাদুড়ি প্রভৃতি। বেশ কিছু পুরোনো বংশতালিকা ঘেঁটে আরও কিছু নাম পাওয়া যায় যেমন - মগরু, বুচন, আকলু, পইতু, বুলি, চানকু, হাগরু, হারু, জুহু, লড়কু, ঝগড়ু, রিদু, ধনু, বুধু, ঘানু, লুমবা, ভখলু ইত্যাদি। পাঠক একটু খোঁজ করলে নিজের বংশতালিকার মধ্যেই এই নামগুলি পেয়ে যাবেন। তাছাড়া গ্রামাঞ্চলে দেখা যায় বয়োজ্যেষ্ঠ ব্যক্তিদের একটি সংস্কৃতজাত নামের (এটাকে 'ভাল নাম' বলা হয়!) পাশাপাশি একটি খাঁটি কুড়মালি ডাকনামও থাকে। দুঃখের বিষয় এই ধরনের খাঁটি কুড়মালি নামের সংখ্যা বর্তমানে নগণ্যতে এসে দাঁড়িয়েছে। ১৬০০-১৬৫০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত খাঁটি কুড়মালি নাম প্রচলিত ছিল।

২) হিন্দু ধর্ম প্রভাবিত নাম :

১৭০০ খ্রিষ্টাব্দের পরবর্তী সময়কালে কুড়মালি নামের সঙ্গে রাম যুক্ত হয়ে নামকরণ প্রণালী চালু হয়েছে। প্রায় ৪০% নাম এই জাতীয়। এর মধ্যে "রাম" যুক্ত নাম একটা বড় অংশ (প্রায় ১৫%) দখল করে আছে। উদাহরণ সরূপ - রাম, সোনারাম, কালিরাম, সীতারাম, পরেশরাম, আশারাম, লখিরাম, অক্ষয় রাম, গুনারাম, মনিরাম, গঙ্গারাম, মুচিরাম, সাহেবরাম, গয়ারাম প্রভৃতি। তবে ভাবার বিষয় এখানে "রাম" শব্দটি আর্য্য দেবতা রাম এর সঙ্গেই সম্পর্কিত নাকি কুড়মালির বৃহৎ বা সম্মানীয় অর্থে যে "রাম" ব্যবহৃত হয় (রাম দা, রাম ছাগেইর প্রভৃতি) সেই "রাম"। যাইহোক, অন্যান্য হিন্দু ধর্ম প্রভাবিত নামের মধ্যে পাওয়া যাচ্ছে ভগীরথ, হলধর, কৃষ্ণ, অর্জুন, নন্দ, গণেশ, কার্তিক, জগন্নাথ, যদুনাথ, গদাধর, ভৈরব, শ্রীনাথ, রাধা, লক্ষন, রঘু, শ্রীনাথ, নিতাই প্রভৃতি। হিন্দু পুরানাশ্রিত (বৌদ্ধ প্রভাবিত একটি নামও পাওয়া যায় - "মাহিনদা" মহেন্দ্র।) নামের প্রাধান্যের পেছনে মধ্যযুগীয় ছোটনাগপুরে বৈষ্ণব আদি বিভিন্ন হিন্দু ধর্মীয় গোষ্ঠীর লাগাতার প্রচার, রাজকীয় পৃষ্ঠপোষকতা এবং ছৌনাচ ও

ঝুমুরের মতো কুড়মালি লোকসংস্কৃতির উপদানের মাধ্যমে ধর্মীয় ভাবধারার প্রচার ও প্রসার একটা বড় কারণ। অনেক ক্ষেত্রে দেখা গেছে পৌরাণিক চরিত্রটি শুভ না অশুভ এটা না বুঝেই শুধু নামটা ভালো লেগেছে বলে নিজ সন্তানের নাম রেখেছেন। যার ফলসরূপ রাবন, লঙ্কেশ, দুর্যোধন, দুঃশাসনের মতো খল চরিত্রের নামেও কুড়মিদের নাম দেখা যায়! যাইহোক, এটা মোটামুটি প্রমাণিত যে পুরানাশ্রিত নামের প্রচলন ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম থেকে শুরু হয় এবং বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে তা চরমে পৌঁছায়।

৩) ধর্মনিরপেক্ষ সংস্কৃতজাত নাম :

বাকি প্রায় ৩৫-৪০% এই পর্যায়ভুক্ত। এরমধ্যে আছে দুই অক্ষরের ভোলা, সাধু, দিনা, চন্দ, মধু, কান্তি, দেবু এবং তিন অক্ষরের নবীন, জীবন, রিদয়, আনন্দ, সাগর, আহ্লাদ প্রভৃতি। তালিকায় ৪ জনের নাম "রিদয়" (হৃদয়) নামে আছে। এর থেকে ধারনা করা যায় নামটি তৎকালীন সময়ে বেশ জনপ্রিয় ছিল।

বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় ভাগে পুনরায় ধর্ম নিরপেক্ষ সংস্কৃতজাত নামের প্রচলন বাড়তে থাকে। এই সময়কালে জন্মলাভ করা কুড়মি সন্তানদের মধ্যে আকাশ, বিকাশ, প্রকাশ, আনন্দ, অজিত, অশোক, বিনোদ, বিপ্লব, সঞ্জয়, সুনীল, নির্মল, সুশান্ত, প্রশান্ত, শ্রীকান্ত, সুকান্ত, তাপস, তপন, তরুন, সাধন, অরুন, বরুন, প্রবীন, প্রবোধ, রাজেশ, রাকেশ, সুভাষ, প্রভাস, বিধান, মিলন, সুদীপ, সঞ্জয় এই জাতীয় নামগুলি দেখা যায়। বলা বাহুল্য এই নামগুলি প্রতিবেশী বিহারি, বাঙালি ও ওড়িয়াদের থেকে প্রভাবিত হয়েই প্রচলিত হয়েছিল।

৯০ - এর দশকে আরেকটু জটিল, আধুনিক সংস্কৃতজাত নাম রাখার চল হল। এই সময়কালের জাতকদের মধ্যে জয়দীপ, শুভদীপ, সৌম্যদীপ, অভিজিৎ, সুরজিৎ, সত্যজিত, সৌম্যজিৎ, অভিষেক, অনির্বাণ, অনিমেষ, অবিনাশ, অনিরুদ্ধ, অরিন্দম, অপুপম, সিদ্ধার্থ, দেবাশীষ, সুভাশীষ, দেবজ্যোতি, দীপঙ্কর, দিব্যেন্দু, শুভেন্দু, শান্তনু, সায়ন্তন, হিমাংশু, প্রীয়াংশু, অংশুমান, কৌশিক, সৌভিক, সৌমেন, মৃন্ময়, চিন্ময়, সৈকত, প্রণব, অর্ণব, উজ্জ্বল, প্রসেনজিৎ, চিরঞ্জিত এর মতো নাম বেশি দেখা যায়। বর্তমানকালেও এই সংস্কৃতজাত নামেরই প্রাধান্য বেশি।

তাহলে বোঝা গেল নাম শুধু নাম নয়, একটা জনগোষ্ঠীর বৈচিত্রময় ইতিহাস এবং সংস্কৃতির চিহ্ন বহন করে চলে। কুড়মি জনগোষ্ঠীর সংস্কৃতিতে যেমন যেমন বহিরাগত সংস্কৃতির প্রভাব এসেছে ঠিক তেমন তেমনভাবেই এদের ব্যাক্তিনামের মধ্যে পরিবর্তন ঘটেছে। তবে আশার কথা বিগত কয়েক বছরের জোরদার কুড়মি আন্দোলনের ফলসরূপ কুড়মিদের মধ্যে নবজাগরণ ঘটছে। কুড়মি পিতামাতা সন্তানের নাম কুড়মালিতে রাখতে চাইছেন। চারিআন, সারিআন, ভিনসার, বিহান, মাহরাই প্রভৃতি অভিনব কুড়মালি নাম উঠে আসছে। আমাদের পরবর্তী প্রজন্ম যাতে শেকড়হীনভাবে না বেঁচে থাকে তার জন্য আমাদের আশু কর্তব্য হল শিশুদের নামকরণ কুড়মালিতে করা। এই উদ্দেশ্যে কিছু অভিনব খাঁটি কুড়মালি নাম দিয়ে বর্তমান প্রবন্ধটি সমাপন করছি।

শিশুপুত্রের নাম :

জিতকার, বিহন, সেঁউরন, আপুস, পহনা, হেরিহর, বানার, বাদর, নেহর, নেউতান, উজামন, আউসান, মানগর, বুইধগর, তালেবর, মানতা, সারহুল, সাগুন, জিরিআন প্রভৃতি।

শিশু কন্যার নাম :

সিনি, ডেনি, বেরি, কেহনি, করমতি, পেনহরি, গিজড়নি, বেউরানি, আড়বেরি, গাগরি, সনাজরি, রঙবতি, হাঁকুআরি, সুপলি, সিমরি, বাঁসরি, জাহলি প্রভৃতি।

জিহুড়

কে. পি. মাহাত

জিউহুড় = জিউ + হুড়
জিউ = পান
হুড় = সঞ্চার

রহিন পরবে যে বিহিন (ধান) রপা উচরেইন (শুরু) হয়েছিল, সেই বিহিন বিগত বছর অর্থাৎ আগের বছর ভালো ভাবে সঠিক সময়ে পরিপক্ক বীজ (বিহিন) চয়ন করে রেখে ছিলেন কৃষক। পরিপক্ক বীজ নিজস্ব পদ্ধতির মাধ্যমে রক্ষনাবেক্ষন করে এবং প্রতিবছর সঠিক সময়ে তা বপন করা হয়ে থাকে। প্রতিবছর বীজ চয়নের যে নির্দিষ্ট সময় বা পরিপক্ক বীজ গঠন হওয়ার আনুমানিক সময় নির্ধারন করে, তা আনুষ্ঠানিক ভাবে সেই শুভদিন পালন করার দিনটি হলো 'জিউহুড়' (প্রানের সঞ্চার)।

ধান হলে চাল হবে এটা আমাদের বিশ্বাস (আগড়া বাদে); কিন্তু চাল হলেই যে তাতে প্রান থাকবে তা অবশ্য নাও হতে পারে!

অনেক সময় দেখেছি ঘরের পুরানো ধান শেষ হয়ে গেলে, কৃষক মাঠের অপিরপক্ক ধান কেটে এনে তা খাদ্য নিবারনের জন্য ব্যবহার থাকে। অপরিপক্ক ধান থেকে চাল বের হয়, কিন্তু তা বেশিরভাগ ক্ষেত্রে আলধানের চাল (আতব চাল) থেকে রান্না করে থাকে, কিন্তু তা থেকে পরবর্তী কালের জন্য বীজ (বিহিন) সংগ্রহ করে রাখা হয় না। অপরিপক্ক ধান থেকে যে বীজতলা ঠিক হবেনা, তা কুড়মি তথা কৃষি সভ্যতার অন্যতম জাতি তা লক্ষ্য করেছিল।

মানব জাতির ক্ষেত্রে একটা বাচ্চা পরিপক্ক হয় ন-মাস থেকে দশ-মাস, ন-মাসে প্রথম দিকে স্বাদভক্ষন করে থাকে গর্ভবতী মায়ের আনুষ্ঠানিক পরিপক্ক সন্তানের আগমনের আগাম আশির্বাদ রূপে। ন-মাস হয়ে গেলে গর্ভের সন্তান একেবারে পরিপক্ক হয়ে থাকে বলে বিশ্বাস, ন-মাসে গর্ভস্ত সন্তান যেকোন সময় ভূমিষ্ঠ হতে পাবে। তাই মাসের প্রথম দিকে স্বাদ খাওয়ানোর তোড়জোড় করে থাকে। মেয়েকে যেমন বিয়ে দিয়ে আনুষ্ঠানিক ভাবে স্বামীর সংসারে পাঠানো হলে, সামাজিক নিয়মে বংশ বিস্তার করে। অপরদিকে ধান তথা ডিনিমাঞ নিজ মেয়ে সম, তাকে বাপের বাড়ি থেকে শ্বশুর বাড়ি তথা স্বামীর ঘরে যাবার দিন 'রহিন'(রপা বিহিন)। প্রকৃত অর্থে স্বামীর সঙ্গে মিলন ঘটে 'রহিন' পরবে মাটিতে, সূর্যের আলো, বাতাস ও জলের সহযোগে অনুকুল আবহাওয়ার মাধ্যমে ধান বীজ অঙ্কুরিত হয়ে মাটির বাইরে বেরিয়ে আসে। কুড়মি জাতির পূর্বপুরুষ তৎকালীন আবহাওয়া এবং সেই সময়ের দেশীয় ধান বীজের উপর ভিত্তি করে হিসেব করেছিলেন যে রহিনের সময় থেকে ধান পরিপক্ক হওয়ার সময় ছ-মাস। মানুষের ক্ষেত্রে যেহেতু প্রসবের একমাস আগে স্বাদভক্ষন ও গর্ভস্থ সন্তানের আশির্বাদ হচ্ছে, ঠিক তেমনি ধানের ক্ষেত্রেও হচ্ছে।

কৃষিসভ্যতার অন্যতম কুড়মি জাতি ধান ছ-মাসের হিসাবে পরিপক্ক ধরে একমাস আগে অর্থাৎ পাঁচ মাসে স্বাধভক্ষন ও নতুন ফসল পরিপক্ক হওয়ার জন্য বসমতা মায়ের পুজা করে মাহা অষ্টমি তিথিতে। কৃষিবেষ্টিত এই জাতি গোষ্ঠির প্রতেকটা অনুষ্ঠান কৃষিভিত্তিক বা কৃষিকাজের প্রতেক ক্ষেত্রে শুরু বা শেষ আনুষ্ঠানিক ভাবে হয়ে থাকে, তাই প্রথম বীজ বপন 'রহিন' থেকে 'পাঁচ আটি', 'খেত জাগা-বসমতা পুজা' আর ধান পরিপক্ক

হওয়ার দিন হিসেব করে নির্ধারন 'জিউহুড়'।

'জিউহুড়' এর পর যে ধান কাটা হয় বা কাটা হবে তা থেকে নিস্বঃন্দেহে বীজ তলা হবে, সেই ধান বীজের মধ্যে জিউ(প্রান) হুড়(সঞ্চার) হয়ে থাকে সম্পূর্ন পরিপক্কতার ফলে।

যেমন গর্ভস্থ সন্তান সাতমাসে হলে তা বিপদজনক। তাকে চিকিৎসকের তত্তাবধানে রাখতে হয়, কিন্তু ন-মাসের পর প্রসব হলে তা সম্পূর্ন বিপদমুক্ত তা আমরা মনে করি, ঠিক তেমনি 'জিউহুড়' এর পর ধান বীজের ক্ষেত্রেও পরিপক্কতার সুফল পাওয়া যায়।

সেঁউরাইন (শেষ)

সেউরন (অনুসরন)

আঁতুড় ঘরে ভেলউআ, চিটচিটি, দা, খাপইর (সেঁকতে), রহিন মাটি, গবর ঢুলা, ঠুঁটকু বাড়হেইন থাকে লততার দিন পর্যন্ত। লততার দিন আঁতুড় ঘর পরিস্কার করে তথা 'আঁতুড় পাঁউস' ফেলে গবর দিয়ে লরালেপা করে, সিনান নাহান করে লততার আনুষ্ঠানিক কাজ করে থাকে মা, জ্যেঠি, কাকি সকলে (মেয়েরা)।

অন্যদিকে খলাতে (খামার) 'জিউহুড়' পরবে খলা ছুলে লরালেপা করে ভেলউআ, রহিন মাটি, গবর ঢুলা, ঠুঁটকু বাড়হেইন, দা, খাপইর দিয়ে 'জিউহুড়'এর আনুষ্ঠানিক সূচনা করে থাকে। খলার মধ্যে এইসব নেগের জিনিস থাকে 'মুইঠধান' আনার দিন সকাল পর্যন্ত, তারপর পরিস্কার পরিচ্ছন্ন করে চোখপুরে 'মুইঠধান' ঘরে আনে এবং ধান কাটার শুরু হয়।

অর্থাৎ এখানে পরিস্কার যে আমাদের 'নেগাচারী' সৃষ্টির অন্যতম কারীগর 'নারী'র জীবন চর্চা রহন সহন এক অন্যতম উপাদান যা আমাদের কৃষির সহায়ক হয়ে উঠেছে। বীজের অঙ্কুরোদগম আমাদের মেয়েরা আবিস্কার করে তার আনুষ্ঠানিক সূচনা করে কৃষিসভ্যতার উন্নতি করেছে, অপরদিকে পুরুষ সমাজ বনের পশুদের পোশ মানিয়ে কৃষিক্ষেত্রে ব্যবহার করতে এগিয়ে এসেছে এবং তাদের আত্মরক্ষার কৌশল হিংস্র পশুদের শরীরের গন্ধ তথা চামড়ার গন্ধ চিনতে হিংস্রপশুর চামড়া দিয়ে ভেউলকানো (বরদ/কাড়া খুঁটা) নিয়ম বেঁধে দিয়েছেন।

আঁতুড় ঘর আর খলাতে উপরোক্ত নেগের জিনিস গুলো রাখার কারন, পূর্বপুরষদের বিশ্বাসমতে যে চিটচিটি ইঁদুরবাদঁর তথা কুনজরে পড়ার হাত থেকে রক্ষা করে, রহিন মাটি হলো আমাদের কৃষিসভ্যতার অন্যতম 'শুভ মাটি'(যা সমস্ত কাজে ব্যবহার করি), ঠুঁটকু বাড়হেইন তার সমস্ত দিয়ে অকেজো পুরোনো মইলা বিদায় করতে করতে নিজেও শেষ হয়ে এসেছে তাই নতুনের আগমনকে স্বাগত জানিয়ে নিজে বিদায় চাইছে, গবর আমাদের পরিস্কার পরিচ্ছন্ন ও সুদ্ধিকরনের এক অন্যতম উপাদান, দা/বা লোহার আমাদের কৃষিজীবনের এক অন্যতম ধাতু যা হাতে লোহার দুধবালা কর্মকার বাড়ি থেকে না আসা পর্যন্ত দা/কোন লোহা আঁতুড়ঘরে ব্যবহার করে থাকে।

আমাদের পূর্বপুরুষ তৎকালীন সময়ে চাষের পর দুর্বল পশুদের অপেক্ষাকৃত কম ঘন(পাহড়ের পাদদেশ) জঙ্গলের মধ্যে ছেড়ে দিতো। জঙ্গলে ঘাঁস পাতা অনবরত খেয়ে বরদ ও কাড়া জঙ্গলের মধ্যেই হৃষ্টপুষ্ট হয়ে ওঠে এবং সেঁহরেই বা বাঁদনা পরবের আগে জিহুড়ের পহিল খুখড়াডাকে নিয়ে আসার জন্য বেরিয়ে পড়ে। জঙ্গল থেকে চাষের পশুদের ঘরে আনা অন্যদিকে অঝা/কবিরাজদের সারা বছরের ঔষধী সিকড়-মুল সংগ্রহের এক সুবর্ন সময়। বর্ষার শেষ আর শীতের শুরুতে ওই পহিল খুখড়ি ডাকে ঢোল ধমসা বাজনার শব্দে বনের

পশুপাখীর মনে ভয়ের সঞ্চার হয়েও এক বিভৎস ডাক সৃষ্টি হয়। ধানের মধ্যে প্রাণের সঞ্চার বা জিউহুড় এবং অন্যদিকে পশুদের ঘরে ফিরা থেকে ঔষধী মুল সংগ্রহের যে খেনের/যোগের ডাক একসঙ্গে মিলিত হয় সেই ডাক আদিবাসী মানুষ আজোও স্মরন করে আসছে।

বর্ষার পর মাটি অনেকটা আলগা হয়ে যায় ফলে খনিজ উপাদান সংগ্রহ করে গুল্ম জাতীয় উদ্ভিদ মুল বেশ মোটা হয় এবং তার শেকড়ও বেশ লম্বা হয়। 'জিউহুড়' এর পর 'সেঁহরেই বাদনা' পরব এর পর থেকে মাঠের ধান তোলা, ঝেড়ে পরিস্কার করে তা আউড়ি মরাই করে ভবিষত্যের যোগান এবং আঘন সাঁকরাইতে 'ডিনিমাঞ' (ঠাকুর আনা) অর্থাৎ কাজের আর কোন শেষ নেই। ধান ঝাড়া সংরক্ষণ হয়ে গেলে সিদ্ধ থেকে চাল করে পুড়া বাঁধা, একমাস ধরে ডিনি মাঞের আরধনা টুসুগিত মকর পরব এর পর একটু বিশ্রাম।

শীত পড়ার সঙ্গে পাহড়ের গভীর অরন্য থেকে কিছু হিংস্র পশু এসময় সমতলের দিকে আগমন করে, অন্যদিকে আসতে আসতে গুল্ম জাতীয় উদ্ভিদের পাতা শুকিয়ে যেতে শুরু করে এবং মাটিও শক্ত হয় ফলে আদিবাসী চিকৎস্যার ঔষধী গুল্ম মুল চেনা যেমন মুসকিল তেমনি মাটি থেকে তুলাও কঠিন হয়ে ওঠে। 'জিউহুড়' এর এই সময় প্রতেক লতা বা গুল্ম জাতীয় উদ্ভীদের পাতা সবুজ থাকে, ফলে সঠিক ভাবে রোগের ঔষধী মুল নির্ধারন করা সহজ হয়। ঔষধী উদ্ভীদগুলির পাতা শুকিয়ে গেলে যেমন তা চেনা মুসকিল, ঠিক তেমনি চিকিৎসা-ক্ষেত্রেও রোগ নিরাময়ে অসফল হওয়ার সম্ভাবনা থেকে যায়। আদিবাসী জড়িবুটি অঝা(কবিরাজগন) দলবলে 'জিউহুড়' সাঁকরাইতে, তাই ঔষধী মুল সংগ্রহের ডাক দিয়ে বেরিয়ে পড়ে। পাহাড় জঙ্গল থেকে নানান ধরনের ঔষধী মুল সারা বছরের জন্য সংগ্রহ করে গ্রামে ফিরে এবং তার মধ্য থেকে বাঁউলা মুল দুদিন ভিজিয় রেখে পরিস্কার করে তা খেয়ে থাকে যা আদিবাসী মানুষের কাছে বিষকৃয়া নাসক ও রোগ-প্রতীরোধক হয়ে থাকে। বিশাক্ত কিটপতঙ্গ শীতঘুমে গেলেও কিছু বিশাক্ত সরিসৃপ লুকিয়ে থেকে আঘাত হানে, সেই সকল বিশাক্ত প্রানীর বিষক্রিয়া যাতে দ্রুত শরীরে না ছড়িয়ে পড়ে তার কারনে বাঁউলা নামক ঔষধী মুল খাওয়ার প্রচলন রয়েছে।

ঔষধী মুল সংগ্রহের ডাকে ঢোল ধমসার আওয়াজে পাহাড় জঙ্গল থেকেও পশুপাখীর এক ভয়ে আতঙ্কীত হয়ে গভীর জঙ্গলের দিকে সরে পড়ে এবং বিশাক্ত প্রানীরাও ভয়ে গর্তে লুকিয়ে পড়ে।

প্রবাদ আছেঃ—

ডাকযোগের দাউআই টুকুই যদি খাউআই
ত নাই যাবেক ভুআই।।

পাঁচ সহিদেক বির কাথা

হিমাংসু মাহাত (হিন্দোয়ার)

"কাঁহাকর ঠেঁগা লাঠি, কাঁহাকর দতুন কাঠি কাঁহারে সত্য কাঁহা সত্য হেরাউলে জীবন।
বাঁকুড়াকর ঠেঁগালাঠি ঝেইলদাকর দতুন কাঠি অরে সত্যরে মেলাঁই সত্য মেলাঁই হেরাউলে জীবন।"

গটা দেসে জখন সাধিনতা হামদুমি চলেহেক বিহার রাইজেক মানভূম জেলাক ঝেইলদা থানাক মানুসরাউ সামিল হেরহত সাধিনতাক হক উসুলেক খাতির। ঝেইলদাক এহে বির মাটিই লহু ঢারিকে বিরটিস পুলিসেক গুলিঁই সহিদ হেরহত পাঁচ পাঁচটা জুআন বির গকুল মাহাত, গনেস মাহাত, মহন মাহাত, সিতল মাহাত আর সহদেব মাহাত। ঝেইলদাক লকেক মুহে সুনল জাইক পাঁচ সহিদরাখর বির কাথা। বির সহিদরা জাখর আগুআনে বিরটিস পুলিসেক আঁইখেক ঘুম কাড়হি লেরহেতিন অখরা হেলা সাধিনতা সঁগরামি সইততঅ কিঁকর দততঅ। অখরা এলাকাক লককে ঠেঁগা খেইল সিখাউহেলথিন। বাঁগলা ১৩১৪ সালেক ফাগুন মাসেক ২৮ দিনে বাপ বনঅআরি লাল দততঅ, মাঁই রজনিবালা দততঅরাক ঘার আলঅ করি এহে মাহাপুরুসেক জনম। পড়হালিখা পহিল পুরুলিআ মানভুম ভিকটরিআ ইসকুল, পরে বাঁকুড়া জেলা ইসকুললে মেটরিক পাস। বাঁকুড়াই রহেইত মাহান অখরা ঠেঁগা, ছুরা খেইলে পাখুআজ হেরহত। ভারত বাঁচাউকুঁরা (ভারত রক্ষা শিবির) মাহান ভাগ লেইখুন। ঠেঁগাখেইল সিখাউএলাই অখরা তখন জেইলদাক আসপাসেক গাঁউএক মাহাত, জমিদাররাক সঁগ জগাজগ রাখে লাগলা। গকুলনগর গাঁউএক জমিদার হরিপদ মাহাত, নউতনডি গাঁউএক রজনি মাহাত, ইচাগ গাঁউএক বিনদাবন মাহাত, হিরু মাহাত, গপিনাথ মাহাত, রামজিবন মাহাতরাক ঠিন আপন মতামত রাখলা আর নাতা জড়লা।

ঝেইলদাক দখখিনে, গকুলনগর গাঁউএক পুরুবে, চাতমঘুটি গাঁউএক পছছিমে, নউতনডি গাঁউএক উততর বাটে বিরাট জে পারাস গাছে ঘেরল টাঁইড়ে অখরা ঠেঁগাখেইল, তরুআইল, কুসতি সিখাউএ লাগলেথিন। জে টাঁইড়টা এখন সইততঅ মেলা টাঁইড় নামে সভেকাই জানত। সইততঅ কিঁকর দততঅরাক ঠিন ঠেঁগা খেইল সিখেলাই পাসেক গাঁউ চাতমঘুটু, গকুলনগর, নউতনডি, সারামবঅ, ইচাগ, ধুরেক গাঁউ তুলিন, ইলু-জারগঅ আরঅ ধুরেক গাঁউ সিলি, বনতা-পাতরাহাতু লে জুআন চউআরা পারাস বনে আউএ লাগলা। বিরটিসরাক ঠিন খবরটা পঁইচঅলেন। দেসেক লক সাধিনতাক খাতির এক হেইকে লড়েলাই সঁপড়অহত বিরটিসরাক ইটা সহাই নি লাগলেন। সইততঅ কিঁকর দততক আগদহলিঁই চাইরঅ বাটে জকন 'বনদে মাতরম' আউআজে উঠে লাগলেক বিরটিসরাক ঘুম উড়ি গেলেন। মেনতুক বিরটিস পুলিসরাক ডর রহেন জে সইততঅকিঁকর দততককে সরাসরি জদি হামলা বা জেহেল লেগিঅক হামদুমিক আইগ চাইরঅবাটে ছিরিআই জাতেক। সেই খাতির ঝেইলদা হাট বাটেলে ঘুরেক খনে বিস মাখাউঅল গুরুআইলে দেইকে অখরাক দেইহনা গড়ে ভঁসি দেউঅল গেলেক লক দেইকে। ঝেইলদাক কেরিআ পাকা ডহর লহুলাহান হেই গেলেক। দিনটা রহেক অঘন মাসেক ২৪ দিন ১৩৩৬ সাল ইঁগরাজির ১৩ ডিসেমবর ১৯২৯ সাল। ঝেইলদা হাঁসপাতালে পহিল সুঁসারেক বাদে পুরলিআ সদর হাঁসপাতাল লেগল গেলেক। সুঁসার চলেইত মাহান ১৩ ডিসেমবর ১৯২৯ সালে অখরা বসমতাই মিলি গেলা। খবরটা ঝেইলদা থানাক সভে গাঁউএ ছড়িআই গেলেক। অনগুতলেই হাজার হাজার লক জড়অ হেউএ লাগলা ঝেইলদাকর পাসে দঁড়দা গাঁউএক আমবাগানে। সাঁইঝবেলা ৫টাক সমই মুদদার লেইকে গাড়ি হুঁআ পঁইচঅলেক।

সগে ঝুরুআল সভেকাই গটা ঝেইলদা মুদদার লেইকে ঘুরল বাদে অখরে থাপনা করল পারাস বনেক

আখড়াঁই বির সাধিনতা সঁগরামিকে মাইন জানাইকে সেঁস বিদাই জানাউলেথিন। আননদঅ পনডিতে গাউলা — "গেলি ফিরে সত্য সত্যের কাছে, জানাতে দেশের অবিচার" সগে ঝুরুআল দঁড়দা গাঁউএক মুজিব মাহাত অখর গানে আপন দুখেক কাথা ফুটাউলা —

"ধন্য ভাই সত্য কিংকর
যশকীর্ত্তি রহিল সংসারে তোর
কোথা বঙ্গভূমি তোর কোথা ঠেঙ্গালাঠি তোর
ভাবিয়া মজুয়ার প্রাণ কাঁদে অষ্টপ্রহর
ধন্য ভাই সত্য কিংকর"

কুড়মালি কবি সিসটিধর কাটিআরে লিখলা —

"কাঁহাকর ঠেঁগা লাঠি কাঁগাকর দতুন কাঠি কাঁহারে সত্য কাঁহা সত্য হেরাউলে জীবন।
বাঁকুড়াকর ঠেঁগালাঠি ঝেইলদাকর দতুন কাঠি অরে সত্যরে মেলাঁই সত্য মেলাঁই হেরাউলে জীবন।"

সইততঅ কিঁকর দততক মরন বছরকিঁই অখর চেলারা সভেকাই জড়অ হেউএ লাগলা। ১৯৩০ সাল জখন সভেকাই ঠানলা জে গুরুক মাইন রাখি অখর সেঁউরনে আর দেখাঅল ডহরে চলেলাই মাঘ মাসেক পহিল দিন মানে আখাইন জাতরাক দিনলে উচরেইন করি মাঘ মাসেক দুই আর তিন দিন তড়িক সইততঅ মেলাক লাগাউঅন সেই ঠেঁগা খেইলেক আখড়াঁই।

১৯৩১ সালেক ১৫ জানুআরি বাঁগলা ১লা মাঘ ১৩৩৮ আসপাসের ছুটুলে বড়অ সভেকাই টুসু গিত গাউতে গাউতে, ঢল, ধামসা, নাগড়াক তালে নাচি নাচি চাইরঅ বাটেলে সইততঅ মেলা জাইহেলা। বিরটিস সরকারেক আঘুলে গুপতঅচর মারফত খবর রহেইন জে সইততঅ কিঁকর দততক দেখাউঅল সাধিনতা আনদঅলনেক নিঝাল আইগ ঘুরিকে জরাউএক কসনি করল জাতেক। জেসন ঠেঁগা খেইল সিখইআ জুআন ছউনারা, কেউ জড়অ হেউএলাই নিপারত তাকর তেঁহে বিরটিসরা এলাকাটাঁই ১৪৪ ধারা লাগু করি দেরেহেথিক। সাধারন লকে কনঅ ধারা বুঝত নিহি অরা মনের রিঝে টুসু গিত গাহি গাহি নাচেক তালে তালে আঘুআই জাহাত মেলাক বাটে। বেরা জতেইক জাইস লকেক ভিড় বাড়হি চলেহেক পুলিসরাঁই লককে টেকাউএ না পারিকে উপরমহলে জানাউলেথিন। ঝেইলদা থানালে গাদা গাদা পুলিস আইখুন চাইরঅ বাটেলে ঘেরি লেলথিন। লক তাউ এই নি ডরাহাত দেখিকে পুলিসরাঁই বনধুক লে গুলি চালাউলা। এখন লকেক মুহে সুনল জাইক পুলিসরাক সঁগে পুলিসেক ভেঁসে একটা গুপতঅচর রহে হেলাক জেঁই জানে তেলাক কনে কনে হামদুমিক আগদহলি লাগত আর কারাক কাথাঁই সাঁগি লক চলত। অঁই ইসারাঁই সভেকাইকে চিনহাই দেইহেলেন।

১৯৩১ সালেক ১৫ জানুআরি বাঁগলা ১৩৩৮ সালেক ১লা মাঘ হেলেক সেই দিন জে দিনটা ভারতেক সাধিনতা হামদুমিক ইতিহাসেক পাতাঁই লিখালেক 'First Firing of Freedom Movement in Bihar' নামে। তখনুক বিহার রাইজেক মানভুম জেলাক ঝেইলদা থানাক মাটিই পাঁচ পাঁচটা কুড়মি ঘারেক জুআন ছউআরা বিরটিস পুলিসেক গুলিঁই সহিদ হেই গেলা। সইততঅ মেলা চাইরঅ ধারে পারাস গাছে মধুমাসে পারাস ফুল জেসন লালে লাল দেখাইক তেসনে বির সহিদরাউ লালে লাল লহু ঢারিকে সহিদ হেরহত। সেই খাতির গিতে গিতে সুনল জাইক —

বীর সত্যক নামে সত্যমেলা

শীতল গোকুল জাকর চেলা
সহদেব মোহনে সঙ্গ লেলা
গণেশে ছাতি ঠঁকি ডাঁড়ালা
রকত বহে বহে কালকালাল
পারাস ফুল ফুলে লাল লাল
পারাস ফুল তেঁই আইজঅ লাল”

পাঁচ সহিদরাক বির কাথা আইজঅ বুড়হা পুরখারাক মুহে সুনি পাউঅল জাইক। জাখরা বিরটিসরাক বনধুকেক গুলিকেউ উরাথিক নি এসন মাটিই জনম লেইকে নিজেকে ভাইগমান মনে করেঁই। জে পাঁচ সহিদরাক বলিদান ভারতেক ইতিহাসেক পাতাঁই সভেদিন সনাক আইখখড়ে লিখল রহতেক অখরা হেলা আইন অমাইননঅ আনদঅলনে সহিদ -

সহিদ গকুল মাহাত
সহিদ গনেস মাহাত
সহিদ মহন মাহাত
সহিদ সিতল মাহাত
সহিদ সহদেব মাহাত

বির সহিদ গকুল মাহাত - সহিদ গকুল মাহাতরাক জনমভুঁই পুরুলিআ জেলাক ঝেইলদা থানাক তুড়দাগ গাঁউএ। জারগঅ বুড়হি পাহাড়েক ঠাঁউএই আহেক এহে তুড়দাগ গাঁউ। ‘First Firing of Freedom Movement in Bihar’ হামদুমিক আগদহলি সহিদ গকুল মাহাত ২৩-০৮-১৮৮৬ দিনে জনম লেরহত। বাপেক নাম সদাই মাহাত, গুসটি হিঁদইআর। ঝেইলদা গকুলনগর গাঁউএক পাসে বননউতনডি গাঁউএ অখরাক সসুর ঘার। দহততরা রহেতেলা। নউতনডি গাঁউএক পাসেই সইততঅমেলা জাঁহা ঠেঁগা খেইল সিখেক আখড়া রহেন। ১৫-০১-১৯৩১ বিরটিস পুলিসেক গুলিঁই অখরা সহিদ হেই জাত।

বির সহিদ গনেস মাহাত - “রা বতামটি খলে দে নিতর তরাক গুলি মর ছাতিঁই সামাতি নি” (দাঁড়াও বোতাম খুলতে দাও নইলে তোমাদের গুলি আমার বুকে ঢুকবে না)। গুলি খাইএক আগু বিরটিসরাকে কহল এ কাথাটা সুনল পরে বুঝে পারিঅ গনেস মাহাত কেসন বির রহত। বাপ ভইরব মাহাত আর মাঁই কইসইললা মাহাত, গুসটি হিঁদইআর। বাপ ঘার আলঅ করি ১৪-০৩-১৮৮৭ বির সহিদ গনেস মাহাতরাক জনম। জনমভুঁই পুরলিআ জেলাঁই কাঁসাই নেদিক জেটা জেইড় সেই জাবর পাহাড়েক জাপাঁই কটসিলা থানাক চিরুগড়া গাঁউএ। চিরুগড়া গাঁউএক লকেক মুহে বির সহিদ গনেস মাহাতক সাধিনতা হামদুমিঁই অবদানেক কাথা সুনল জাইক। বির সহিদ গনেস মাহাতক মাইন জানাইকে কটসিলা থানাক খইরি মউড়ে ডহরেক নাম ‘বির সহিদ গনেস মাহাত ডহর’ রাখল গেলাহেক। এলাকাক লকেক ঠেনি আহেন এসন বিরেক কাথা সভেকাই জানউক তাকর তেঁহে সরকারেক কিছু বির সহিদরাকে জানাউএ হেতেন।

বির সহিদ মহন মাহাত - পুরলিআ জেলাক ঝেইলদা থানাক সারামবঅ গাঁউএ বাপ বিনদ মাহাতক ঘারে ০৪-১১-১৯০১ দিনে বির সহিদ মহন মাহাতরাক জনম হেরেহেন। অখরাক গুসটি বঁসরিআর। বননউতনডি গাঁউএক দখখিনে কুটিডি গাঁউএক পুরুবে সারামবঅ গাঁউ জে গাঁউএ অখরাক জনম। ‘First Firing of Freedom

Movement in Bihar' হামদুমিঁই সারামবঅ গাঁউএক অবদান কনঅ অঁগসে কম নি রহেইন। বির সহিদ মহন মাহাতক বঁগসঅধর অখরাক পুতি মহাবির মাহাতরাক মনেক দুখ জাখরা দেসেক খাতির জিউ দেলাহেথিক তাখর পরিবারেক লকরা এখনঅ তড়িক সেই মাইনটা পাউঅল নেখত জেটা অখরাক পাউএক রহেইন। মটেই ৩০ বছর উমেইরে অখরা সহিদ হেরহত।

বির সহিদ সিতল মাহাত - 'গুলি তঅ করবে মঁকে পেহিল নাগড়াটা গুড়ে দে' (গুলি তো করবে তার আগে নাগড়াটা তো বাজাতে দাও)। বিরটিস পুলিসরাকে কাথাটা কহরহথিন গুলি খাইএক আগু অখরা হেলা বির সহিদ সিতল মাহাত। ঝেইলদাক দখখিনে সইততঅ মেলাক পুরুববাটে চাতমঘুটু গাঁউএ বাপ ঝাড়ু মাহাতক ঘার আলঅ করি ১৬-০৫-১৮৯৬ দিনে বির সহিদ সিতল মাহাতরাক জনম হেরেহেন। অখরাক গুসটি হিঁদইআর। চাতমঘুটু গাঁউএক বুড়হাপুরখা লকেক মুহে বির সহিদ সিতল মাহাতক বিরকাথা সুনি পাউল জাইক। মটেই ৩৫ বছর উমেইরে বির সহিদ সিতল মাহাত বিরটিস পুলিসেক গুলিঁই ঝেইলদা সইততঅ মেলাঁই সহিদ হেই জাত।

বির সহিদ সহদেব মাহাত - মটেই ২৫ বছর উমেইরে 'First Firing of Freedom Movement in Bihar' সাধিনতা হামদুমিঁই কুড়মি ঘারে জনম লেল জে জুআন ছউআ দেসেক খাতির জিউ দেরেহেথিক অখরা হেলা বির সহিদ সহদেব মাহাত। পুরলিআ জেলাক ঝেইলদা থানাক সানামবঅ গাঁউএ বাপ গবরধন মাহাত আর মাঁই রমভা মাহাতক ঘার আলঅ করি ০৭-১১-১৯০৬ দিনে জনম লেরহত বির সহিদ সহদেব মাহাত। সারামবঅ গাঁউএক বির মাটিকে গড় লাগেহেঁই।

পাঁচ সহিদরাক মাইন রাখেক তেঁহে জেসন ভাবে পারপ কসনি করি জাপ। বির সহিদরাক লহু এসেই নি জাতেক কাঁহু।

বির সহিদ গকুল মাহাত অমর রহে
বির সহিদ গনেস মাহাত অমর রহে
বির সহিদ মহন মাহাত অমর রহে
বির সহিদ সিতল মাহাত অমর রহে
বির সহিদ সহদেব মাহাত অমর রহে

বির পাঁচ সহিদরাক সঁগে ১৪৪ ধারাক একটা নাতা আহেইক। ১৯৩১ সালেক ১৫ই জানুআরি জেদিন পাঁচ সহিদ সহিদ হেউঅত সেদিনঅ ঝেইলদাই ১৪৪ ধারা লাগু রহেক আর পাঁচ সহিদ সেউরন দঁহগিক আড়াপাটাঁই সহিদ হেল ৭২ বছর বাদে ১৬ই জানুআরি ২০২৩ গকুলনগর পাঁচ সহিদ মউড়ে জেদিন বির পাঁচ সহিদরাক গটালিআ নড়হন থাপনা হেউএন সেদিনঅ ঝেইলদাঁই ১৪৪ ধারা লাগু রহেক।

বির পাঁচ সহিদরাক মাইন জানাইখুন হেউঅল কাম

১. বিতল সাঁগসদ সারিগত দেবেনদরঅনাথ মাহাতরাক আড়াপাটাঁই পাঁচ সহিদরাক সেউরনে বেদি থাপনা ১লা মাঘ ১৩৮০।

২. ২০১২ সালে গকুলনগর গাঁউএক সমাজকমিআ মানগর সুভাস মাহাতক আড়াপাটাঁই বির সহিদরাক মাইন জানাইকে ঝেইলদা, বাঘমুঁড়ি ডহরে 'শহীদ মাহাত মোড়' নাম।

৩. ২০১৬ সালে মানগরিন মিরা মনতিরি (Chief Minister) মমতা বেনারজিক বির পাঁচ সহিদরাক সঁগে ভারত ছাড়অ আনদঅলনে (১৯৪২) মানভূমে সহিদ চুনারাম মাহাত, গবিনদঅ মাহাতরাক মাইন জানাইকে পুরুলিআ

বাসটেনেক নাম রাখঅলাহাত “শহীদ গোকুল, গনেশ, মোহন, শীতল, সহদেব, চুনারাম, গোবিন্দ মাহাত স্মৃতি বাসস্ট্যান্ড”।

৪. ২০১৭ সালেক ১৮ জানুআরি ভারতেক মাহামহিম রাসটরঅপতি (Honourable President of India) সারিগত পরনব মুখারজিক হাথে সহিদখান সইততঅমেলাঁই পাঁচ সহিদরাক সঁগে সাধিনতা সঁগরামি সইততঅকিঁকর দততঅ-রাক মাইন জানাইকে “শহীদ স্মৃতি সংগ্রহশালা”-ক উড়হান।

৫. ২০২০ সালেক আগস্ট মাসে আদিবাসি কুড়মি সমাজ, ঝেইলদা ১নং চেঁঘিক আড়াপাটাঁই গকুলনগর পাঁচ সহিদ মউড়ে সহিদ বেদি থাপনা।

৬. ২০২৩ সালেক ১৬ জানুয়ারি ‘পাঁচ সহিদ সেউরন দঁহগিক’ আড়াপাটাই গটা ভারতে পহিল বির পাঁচ সহিদরাক গটালিআ গড়হন থাপনা পাঁচ সহিদ মউড়, গকুলনগর।

ডাঃ পশুপতি প্রসাদ মাহাত

হিমাংশু মাহাত (হিঁদআর)

চিনহাপ : কুড়মি জনজাতিক গরব হেলা সারিগত ড. পসুপতি পরসাদ মাহাত। ১৯৪৩ সালেক ২৯ অকটঅবর পুরুলিআ জেলা (তখনুক মানভুম) ক ডাবর গাঁউএ বাপ রবিনদরঅনাথ মাহাত, মাঁই অনজনা মাহাত (গুসটি-হিঁদইআর) রাক ঘার আলঅ করি অখরাক জনম। অখরাক বড়অবাপ মদনমহন মাহাত , দুধুবাপ রাজকিসর মাহাত ১৯১৯ সালে গটা কুড়মি জনজাতি ক ভিতর পহিল মেটরিক পাস করঅরহত।

পঢ়ালিখা : পঢ়ালিখাক উচরেইন হেলরহেন গাঁউএক পাঠদান টিড়হাঁই। পুরুলিআ জেলা ইসকুললে মেটরিক পাস।কলেজ পঢ়া জে.কে কলেজ, পুরুলিআ লে। P.G. পঢ়া রাঁচি ইউনিভারসিটি লে। ১৯৬৬ সালে Anthropology বিসইএ রাঁচি ইউনিভারসিটি লে First Class First। ১৯৯৫ সালে রাঁচি ইউনিভারসিটি বাটেলে অখরা D.Litt মাইন পাউঅরহত।

গবেসনা : জারাক কাথা কেউ কহে নি চাহত অরাক খেড়ি হেইকে অরাক খাতিরে কলম ধরিকে জিনগানিভর লড়াই চালাই গেলাহাত অখরা। তাকরে ঢেসনা হেলেক ড. পসুপতি বাবুরাক Research topic রহেন - 'The Social Mobility Movement of the Kudmi-Mahatos of Chota Nagpur'। 'Sanskritization Vs Nirbakization' পঁথিটা অরাক Thesis। সভেকাকে এহে পঁথিটা পঢ়েক নেহর।

মাইন **(Honour) :**

1. D.Litt from Ranchi University
2. Highest Honour from Sagar University (M.P)
3. Highest Honour from Bhubaneswar University (Odisha)
4. Sahitya Ratna from Vinoba Bhabe University, Hazaribagh
5. Council Member of Sidho Kanho Birsha University, Purulia
6. Bangaratna
7. Jharkhandratna
8. Life Member of Asiatic Society, Anthropological Sub Committee, Institute of Historical Studies, Kolkata
9. Life Fellow of Indian Academy of Social Science (Allahabad)
10. Senior Research Fellow of Anthropological Servey of India (ASI)

আরঅ ঢেইর মাইন অরা পাউঅরহত।

চাকরি জিবন **(Professional life) :**

দেস , বিদেসেক

Sussex University England, Oxford University, Cambridge University, National University of Australlia, Tokeo University (Japan), Hyderabad University, Madras University, Mumbai

University, Delhi University, Indian Institute of Advanced Studies University বাটেলে ডাক পাউঅরহত Guest Professor হিসাবে।

মরন :

গটা জিনগানিভর আদিবাসি , দলিত রাক হেইকে লড়ইআ , সমাজকে ডহর দেখাউএইআ , কুড়মি জনজাতি ক গরব ড. পসুপতি পরসাদ মাহাত ২০১৯ সালেক ২৭ ফেবরুআরি হামরাকে সভেকাকে ছাড়ি অলত হেই গেলা।

রিনসিকার :

আনন্দবাজার পত্রিকা, Google, বৃহস্পতি YouTube channel ki

ছুইত (আদিবাসি নেগাচার)

মূলচাঁদ মাহাত (কাছুআর)

করোনা ভাইরাস আইকে মানুষ হাড়ে হাড়ে বুঝে পারলা আদিবাসিরাকর নেগ নেগাচার কেতনাটা আগুঞ রহেক। আইজ বিজ্ঞানিকরা রিসার্চ কেরি কে গাই কেহে পারহত মেনতুক হামরাক আদি পুরুসরাঞ উটা হাজার হাজার বছর আগুএ জানি বুঝিকে পরখি জাঁচিকে নেগ নেগাচার বনাই রাখলাহাত। মেনতুক হামরাক এহেটাই দুরভাইগঅ জে নিঅম গিলাক কনঅ পাঁথিঞ চিসিকে নি রাখলাহাত আর অতনে টুমেক চুকেক খাতির আইজ হামরা সেই 'পিছড়া জাতি'ক লিসটে রেহি গেলাহিঅ।

আইজ বিজ্ঞানিরাঞ কেহেহেথিন ১৪দিন হোম কোয়রিন্টিনে থাকা মানে আপন আপন ঘারে সভে সাজাই রহা। এহেটাই ত হামরাক ১০ দিনেক ছুইত পালনটা হেকেক। আগুক দিনে আইজকালুখ রখম চিকিতসা বেবসথা নি রহেক। আর আগু বেসিক ভাগ ভাইরাস বা রগ জিবানুঞ মানুষ রগ বেজার হেইকেই মরে হেলা। আর অকর ভাইরাস গিলাঞ ঘারেক বাকি লগগিলাকেরঅ হেউএক ডর থাকে হেলেক এহে করোনা লেখে। অহে খাতির মরিটাকে তপি দেই হেলথিক নাহলে সারাঞ দেইখুন জরাই দেই হেলথিক। আর মরি ঘারেক লগগিলাকে ১০ দিন একঘার কেরিকে রাখেহেলথিন (হোম কোয়রিন্টাইন)। কাহেকি জদি ভাইরাস, জিবানুঞ মরলাহে ত ঘারেক আরঅ লগগিলাকেরঅ হেউএক ডর থাকে হেলেক সেটা ১০ দিনেঞ বুঝাই জাই হেলেন। মঞ মরি ঘারেক নেগ নিয়ম গিলাকে আইজেক দিনে মিলাউয়েক কসনি কেরহঁ যদি টুএক ভুলচুক হেই জাই ত জানাই দিহা।

১. মরিটাকে তপি দেওআ নাহেলে জরাই দেওআ। বিগগানিকরা আগুএ কহলাহাত এসন কেরলে ভাইরাস নি ছিরিআত।

২. ঘারেক লগ সহ জেতনা ঘাটুআ হার থাকে হেলা সভেকাই নেদিঞ নাহাইকে সভে লুগাফাটা ভিঁজাঞকে আউএ হেলা। আইজ বিগগানিকরা কহলা বহতা পানিঞ ভাইরাস নি ছিরিআত।

৩. ঘাটুআহার রা ঘার ঢুকেক আগু ঘারেক লগে খাপরাঞ আইগ বাহরাই দেথিন। উটিক উপরটাঞ গড় ধইকে ঘার ঢুকেক হেউএক। অসন করলে জদি বা দুইএক টি ভাইরাস গাতে হাঁথে লটকিকে আউল আহাত ত আইগেক ভাপটাঞ মরি জাতা।

৪. ছুইত ঘারেক আলাদা পিঁধনা। উটাঞ সভেকাই জানি পাউএহেলা অরাক সঙে ছুআ ছুই নি চলতেক। (সোস্যাল ডিসটেন্স)।

৫. তেল খেইর (এখন সাবুন) মাখা বারন রেহে হেলেক। আইজ বিজ্ঞানিকরা কেহলা সুখল গাতে ভাইরাস বেসি খন নি বাঁচত।

৬. মরি ঘারেক হাবিস খাওয়া। জেসে হাট বাজার নি জাই হেতেক।

৭. চুইল দাড়হি কাটা বারন। আগু লাপিতে একেটি খুরে সভেকাকর দাড়ি কাটে হেলা। এসনটাঞ ভাইরাস ছিরিআইএক ডর থাকেহেলেক।

৮. খাইট, তক্তা পালংখে নিদা বারন। আইজ বিগগানিকরা কেহলা ভাইরাস কাঁথা, লুগাই, কাঠেও তিন চাইর দিন তড়িক বাঁচি থাকত।

৯. তিনদিনে তেল খেইর। তিন দিন তড়িক গটা গাঁউয়েক লগে তেল সাবুন নি মাখে হেলথিন। কাহেকি ঘাটুআ হারেক গাতে লটকিকে যদি ভাইরাস আউল আহাত ত সুখল গাতে তিন দিনেক বেসি নি বাঁচত ইটা বিগগানিরাঞ আইজ মানলা।

১০. সাত দিনে ঘারেক সভে লুগাফাটাঞ খারপাত দেউএক আর ঘার ঝাড়েক নিঅম রহে হেলেক। জেসে একটিঅ ভাইরাস না বাঁচি থাকত।

১১. দস দিন তড়িক জখন দেখাল গেলেক আর কেউএই বেজার নি হেলা তখন ঘাট কামান কেরিকে আজুক দিনেক হোম কোয়রিন্টাইন, সোস্যাল ডিসটেন্স, লক ডাউন গুচাউ হেলা আর আদিবাসিরাকর সভে নিঅম পুরা হেই হেলেক।

করোনা ভাইরাসে যারা পহিল মরলা অরাক ঘারেক লগ গিলাঞ হামরাকর নেগ নিয়ম রখম ছুইত পালন করেতেলা হেলে আইজ গটা দুনিআক লগকে ছুইত পালন নি কেরে হেই তেলি।

আইজ হামরা দসরকর চাকচিকন দেখিকে নিজেক খাঁটি নেগ নেগাচার ছাড়ি বিসরি দেলাহিউক। আর অহে খাতির হামরাক এহে দসা।

ইজতিআ রাইত

রাধানাথ মাহাত

অঝইদা পাহাড়েক হেঁট বাটেঁ লহরিআ বুহড়া বাপেক ঠিকান। অহ পাসেই পারাস গাজড়িঁক পাসেই আরননক লজ, একটা সমসকিরিতিক আড়াপাটাই গেরইহ ফাগুন মাসেক ইজতিআ রাইতেঁ, গবচি রহেহেলিঅ পইলাসাঁঝে উহাঁই, নাচ, গিত, কবিতা পাঠ, ছনাচ, নাটুআ নাচ জমকল,অহ তখনে কখন বা টেলে একটা ফুরফুরা বাউ আসলেই আচানক, মঁই সুধিআউলিঅক লজ মালিক গউরিঙকর দাদাকে, দাদা এসন বাউ কিনা রজে আউএক? কহলথুহন, বেরা ডুবল বাদেঁ রজে একবার এহে নিঅর বাউ পাহাড় বাটলে আউএক, ইঁহা আই রহবেহে তবে ন সমঝবেহে। মঁই ত এসন বাউ গাতে পাই পরকিতি মাঁই কে লগইন কই চিহনলিঅক।

টুএক বাদে আসমান বাটে ভাললিঅ ন চাঁদ উঠলাহি, অকর রুপা ভালি মহল হেই গেলিঅ, পাহাড় বাটে ভালি হিআটা হদকি উঠলি। আহা! কিনা ভালি পাউলিঅ সাত জনমেউ নি ভুলব। সঁগে সঁগ উঠিনলে চুপে চুপে উচার হেলিঅ, আর আপন দুইচাক গাড়িই চাপি পাহাড় বাটে নামাল লে উপর বাটে উঠে লাগলিঅ, বড়ি জুইত, ফুরফুরা বাউ, চাঁদটি মর সফরে সঁগে সঁগ চলেস, টুএক জাইল বাদে লউআর ডেমে টুকু ঠিঁড়গলিঅ, সুতির ভালে লাগলিঅ, চাঁদেক আলাদা সভে গাছেক পাত ত কেরি আই মালুম, আর ডেস্ক পানি চাঁদেক আলা পাই বছর ঝলঝইলা, মনে হেঅউএহেক জেসন বিদেসের মালইসিআ আউঅলাইহ।

বলি

সাগর মাহাত (ছঁচমুতরুআর)

ঘউর আমাবইসাক রাইত। ননদি বলিক ছাগইর লেইকে মনদির বাটে আগুআই জাইসাহে। এহবাটে উপর আড় পড়সিক কাঁদনাক সাড়া সুনা গেলেইক। সিবু সরেনেক জেনিকে কেহ জেন ইজজত লুটি মরাই দেলেইক। ননদি পুজা সিরানাক বাদে মাঞেক খাতির ছাগইর বলি দেইকে টিঁড়ায় ঘুরি আউলাহঁ। ভালিকে হাতথে লহু। অখরা বাচিক ঠাহর নি করি পারলিউ জে হাথেক লহু হড়বলিক রকত হেকেক ন ছাগইরেক রকত।

ঝরাপাতা

সুমিত্রা মাহাত

মেয়ের জীবনের প্রথম বড়ো পরীক্ষা। মাধ্যমিক। তার তো যা হওয়ার হচ্ছেই,তার সঙ্গে আমারও যেন কি হচ্ছে। একেকটা পরীক্ষা হয়। আর একেকটা বোঝা হাল্কা হয়ে নেমে যায়। পরীক্ষা,নম্বরের পেছনে কোনদিন ছুটে না বেড়ানো আমিও উৎকণ্ঠায়। ভর্তি হতে পারবে তো!

কাছেই পরীক্ষার সীট। ছেলেমেয়ে গুলোকে গেটে ছেড়ে দিলেই যোদ্ধার মতো এগিয়ে যায়। দুর্য্যোগপূর্ণ আবহাওয়ার বাধা কাটিয়ে তারাও মানসিকভাবে প্রস্তুতি নিয়েছে। কয়েকদিন সকাল বেলাটা বেশ কুয়াশাচ্ছন্ন ভাবেই কাটে। সাড়ে নটার মধ্যে স্নান করে খেয়েদেয়ে পরীক্ষা কেন্দ্রে পৌঁছানো মুখের কথা নয়। তাড়াহুড়ো করতে গিয়ে আমার পাঁচ দিনে দশ জায়গায় ছ্যাঁকার দাগ পড়েছে। সবকিছুর পরেও পরীক্ষার খাতায় কি উদ্ধার হচ্ছে তা ভবিষ্যতে পরীক্ষকই বলতে পারেন।

পরপর দুদিন রোদ ওঠার পর হঠাৎ কুয়াশাচ্ছন্ন ভাব হতেই চতুর্থ পরীক্ষার দিন একসঙ্গে সমস্ত শাল গাছের পাতাগুলো যেন হলুদ হয়ে যায়। শুরু হয়পাতা ঝরা।

স্কুলের ভেতরে ও বাইরে কিছু পুরনো শাল গাছ মানুষের নজর এড়িয়ে রয়ে গেছে। লাইট হাউস যেমন জাহাজকে সিগন্যাল দেয়। গাছগুলো তেমনি বছরের পর বছর ধরে মানুষকে ঋতু পরিবর্তনের সিগন্যাল দিয়ে চলেছে। কিছু সময় অন্তর দুটা একটা পাতা ঝরে ঝরে পড়ে। মাটিতে একটু একটু করে বিছিয়ে দেয় হলুদ পাতার আস্তরণ। ঝরে পড়া পাতা মনের মধ্যে একদিকে পুরনোকে হারানোর বেদনা অন্যদিকে নতুনকে পাওয়ার আনন্দ সঞ্চারিত করে।

একদিন ছুটি বাদ দিয়ে পরেরদিন হাজির হতেই পাতা ঝরার পরিমান বেশ বেড়ে যায়। বাতাসের ধাক্কায় শুকনো শালপাতা দলে দলে ডিগবাজি খেয়ে , উড়া মালোট দিয়ে পিচ রাস্তায় এপার ওপার হয়। এই শুরু। এরপর রাত দিন ঝরে ঝরে সমস্ত গাছ পাতা শূন্য হয়। রাস্তা ঘাট ঘর বাড়ি সমস্ত কিছুর ওপর পাতার পুরু স্তর পড়ে যায়। আজ হলুদ পাতা গুলো ওপর থেকে ঘুরে ঘুরে পড়তে দেখে অনেক কথা মনে পড়ে যায়।

ছোট বেলায় এই দিন গুলোতে আমাদের অন্যতম প্রধান কাজ ছিল ঝাঁট দিয়ে ঝরে পড়া শুকনো পাতা জড়ো করা। পড়াশোনার ফাঁকে সময় বার করে তা করতে হতো। ঠাকুমা সেগুলোকে বড়ো ঝুড়িতে কুড়িয়ে এনে ভুস চুলার কাছে জড়ো করে রাখে। মাঘ,ফাল্গুন দু-মাস মা ধান সেদ্ধ করে। এই দিনগুলো ছিল স্বপ্নের মতো। ভোরে মোরগের ডাকে ঠাকুমা ঘুম থেকে উঠে যায়। পহইলা সাঁজে। বেশিরভাগ দিন তিনটে বা তার আশপাশে। উঠেই তার প্রথম কাজ ছড়া দেওয়া। ঘরের প্রতি দুয়ারে গোবর জল দিয়ে লেপে পরিষ্কার করে। দৈনন্দিন জীবনে প্রাকৃতিক জ্যোতিষ বিদ্যার প্রয়োগ ঘটায়। তার পর শাল অথবা নিম দাতুনে দাঁত মেজে উনান ধরায়। পরম্পরায় চলে আসা এই ভুস চুলার কনসেপ্ট বড়ো চমকপ্রদ। একই সঙ্গে দুদিকে রান্না করা যায়। একে বর্তমান গ্যাস ওভেনের আদি রূপ বললেও ভুল হয় না। চাষবাস আছে মানে সেই ঘরে ভুস চুলা থাকবেই। এই উনান বানানোর কাজে ঘরের বয়স্কারা সিদ্ধহস্ত। কোন মাটিতে ভালো বানানো যাবে তাও তাদের জানা। ভাঙ্গা হাঁড়ি কলসীর মুখ বসিয়ে জাল দেওয়ার মুখটা করে নেয়। তারপর চিটামাটি, ছঁচ মাটি, গোবরজল দিয়ে তাকে সুন্দরী ও চিকন করে।

ঠাকুমা ধান সিদ্ধ শুরুর কিছুদিন আগে থেকেই উনান বানিয়ে শুকনো করে রাখে। ধান সিদ্ধ শুরু হলে মা আগের দিন রাতে বড়ো বড়ো বাহনিতে ধান ভিজিয়ে রাখে। ছ কুড়ি,আট কুড়ি বা দশ কুড়ি ধান ধরে এরকম বাহনি থাকে। ঠাকুমা বলত বেলপাহাড়ির হাটে ভালো বাহনি পাওয়া যেত। তখন দশ টাকা দিয়ে কিনতে পাওয়া যেত। বাহনি কত মজবুত তা বোঝাতে দোকানদার বাহনি উল্টে বসিয়ে তার উপর উঠে যেত। বাহনি কিনে মাথায় করে বাড়ি নিয়ে আসতে হত। ঠাকুমার উনান ধরানো হলে, মা ধান ছাঁকে। ছেঁকে তুলনামূলক দুটি ছোট হাঁড়ি ভর্তি করে। ভুস চুলার দুদিকে ধান ভর্তি হাঁড়ি দুটি বসিয়ে দেয়। তারপর ঘর ঝাঁট দিতে চলে যায়। এর পরে আমার ডাক পড়ে। কোন কোন দিন এই বৈপ্লবিক আয়োজনের সাড়া পেয়ে নিজে থেকেই উঠে পড়ি।

ঘুম চোখে, গায়ে চাদর জড়িয়ে, ঠাকুমার কোল ঘেঁষে গুটি সুটি মেরে বসি। ঠাকুমা মুখে চোখে জল দিয়ে নিয়ে আসে। আমার কাজ আঁচ ঠেলা। শুকনো পাতা কাঁচা কাঠের লাঠিতে ঠেলে উনানের ভিতর দুপাশে করে দিই। লম্বা আগুনের শিখা হাঁড়ির অর্ধেক পর্যন্ত উঠে যায়। উষ্ণ তাপে জারিত হয় ধান। আর ধান বসানো থেকে সেদ্ধ হওয়া পর্যন্ত আমি নিই আমার জীবনের শ্রেষ্ঠ পাঠ। বিজ্ঞান, সংস্কার, প্রবাদ, চাষবাস, জীবনশৈলী,শরীর স্বাস্থ্য থেকে শুরু করে গীত, কহনী পর্যন্ত। কখনও আলোচনার বিষয়ে থাকত আমার এক ফুলবাপ। ঠাকুমা ব্যাখ্যা করে কীভাবে ছৌ নাচ ফুলবাপের রক্তে মিশেছিল। সে ছৌনাচ এতটাই ভালোবাসত যে নাচ করতে না গেলেও ধমসা গুড়ার শব্দে, নাচের বোলে বিছানায় শুয়ে আছাড় কাছাড় খেতো। শিল্পের সঙ্গে শিল্পীর সম্বন্ধ এমনই। যে কাজটা আমি ভালোবাসি তার সঙ্গে কতটা অন্তরঙ্গতা প্রয়োজন তা ঠাকুমা আমাকে শেখাতো। ফুলবাপ কে দেখলেই আমার এই কথা মনে পড়ে যেত। এইভাবেই শিখি নানা জীবন দর্শন। যা নেই কোন পাঠ্য সিলেবাসে। মা কান পেতে হাঁড়ির শোঁ শোঁ শব্দের কম বেশি শুনে বুঝতে পারে ধান সেদ্ধ হয়েছে কিনা। সেদ্ধ ধান কতটা ফেটেছে তা দেখেও বুঝতে পারে। ঝিক উঠলে বা ঝিক ঘুরেছে কিনা তা দেখেও বোঝে আমাকেও শেখায়। কান পেতে শুনি। পাশেই ছিল একটা টক আমের গাছ। কাঁচা অবস্থায় যম্মের টক, পাকলে তা কুড়ানোর প্রতিযোগিতা চলত। খুব মিষ্টি। এইসময় গাছে মুকুল আসে। ফোটা আমের মুকুল থেকে টুপ টুপ করে মধু পড়ে চারিদিকে। এই প্রসঙ্গে বলে রাখি ঠাকুমা আমার জীবনে শ্রেষ্ঠ দার্শনিক। প্রথাগত বিদ্যা না থাকলেও তার শিক্ষা ও দর্শন ছিল অতুলনীয়।

রোজ ভোরে উঠে জ্বালাতন করি বলে ঠাকুমা আমার জন্য কিছু বন্দোবস্ত করে রাখে। খাম আলু,চুরকা আলু কাঠিতে পর পর সারি সারি গেঁথে,দেশি ওল,বাঁওলা,লাল আলু,সময় গড়িয়ে গেলে কাঁচা বেল সেদ্ধ করে দেয়। এটাই হয় আমার ব্রেকফাস্ট। প্রায় দু-তিন মাস ধরে এরকমই চলে। শাল পাতা ঘুরে ঘুরে পড়তে দেখে আজ এগুলো খেতে খুব ইচ্ছে হয়। তারপর হট ব্রেকফাস্ট খেয়ে চলে যেতাম স্কুলে। বিনোদ মঞ্জরী র আঙ্গিনায়, মর্নিং স্কুলে। সেখানে আরেক আনন্দ। জীবনের আরেক ঝরা পাতার ঝরে যাওয়া অধ্যায়।

মঞ্জুশ্রীদি পরে কল্যাণীদির অনবরত ঘষা মাজায় আমাদের শিল্পী সত্তা এমন ভাবে জেগে ওঠে যে বিচিত্র আকারের গাছের শেকড় থেকে শুরু করে আলু,ডিমের খোলা,পেঁয়াজ, পুরনো ক্যালেন্ডার, বকুল ফুল, ঘট, হাতি , ঘোড়া কিছুই বাদ যায় না। এইসব দিয়ে নানা জিনিস বানাই। মাটি দিয়েও বানাতে হত নানা জিনিস। তার জন্য মাটি সংগ্রহ করতে যেতাম কুমোর পাড়া।তাঁদের দেখানো পথ থেকে এক কদম এগিয়ে আমরা নতুন ভাবে চেষ্টা করি। হলুদ হলুদ ঝরা শাল পাতা সংগ্রহ করি। যেন ফুটো না থাকে। তাতে সাদা রং দিয়ে রবীন্দ্রনাথের গানের লাইন লিখি। তার উপর বার্নিশ করে দিই। ঘরে সাজিয়ে রাখি। পড়াশোনার ফাঁকে হাতের কাজের এই ক্লাস গুলো

ছিল যথার্থই এক আনন্দ পরিসর। কখনও মনে হোত এই ক্লাস টা কেন যে থাকে ! এখন মনে হয় ভাগ্যিস ছিল। নিখুঁত হয়নি বলে দিদিমনিদের বার বার ফিরিয়ে দেওয়ার সুফল ভোগ করে চলেছি সারা জীবন ধরে।

স্কুল থেকে ফিরেও আমার কাজ শেষ হয় না। মা সেদ্ধ ধানের হাঁড়ি ঠাকুমার সঙ্গে ধরাধরি করে কাছে ঢেলে, জড়ো করে, ঢাকা দিয়ে রাখে। বেলা হলে তা মেলে দেয়। আমার কাজ থাকে সারাদিনের যখন তখন এই মেলে দেওয়া ধানের মাঝে পা ঘষে ঘষে চক্রাকারে ঘোরা। এতে ধান ওলোট পালোট হয়ে ভালো শুকনো হয়। ধান ওঠানো নামানোর জন্য চার পাঁচ টা মজবুত ঝুড়ি মা আগে থেকেই রাইরে গোবর লেপে রোদে শুকিয়ে রাখে। যাতে ঝুড়ি গলে ধান বাইরে না পড়ে যায়।

বিকেলে রোদ পড়ার আগেই ধান ঠেকায় ভরে, মাথায় করে মা বাঁশের সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠে পিটা ছাদে মেলে দেয়। এটাই ধানের স্টোর রুম। ছাদের একেক দিকে, একেক দিনের ধান ঘাঁটা থাকে। ধান ঝনঝনে শুকনো হলে বস্তায় ভরে রাখা হয়। মামাদাদু আবার পুড়া বেঁধে বা ডোলের মধ্যে ,কখনও চাষের সব ধান,বিহন ধান বা চাল রাখত। ডোল, বাঁশ দিয়ে তৈরি ও অনেক বড়ো হয়। প্রায় দশ আড়া ধান ধরে। এতে চাষের ধান ভরে তার মুখ খড় দিয়ে বন্ধ করে তার উপর মাটি লেপে রাখা হয়। পঁচিশ টাকায় ডোল পাওয়া যেত। খড় পাকিয়ে পাকিয়ে পুড়া বাঁধা হয়। মামাদাদু নিজেই পুড়া বাঁধত। এই সব সংরক্ষণ পদ্ধতি আর নেই। এইভাবে তেরি করা দু সেদ্ধ ধানের চাল না ভাঙ্গত, না কোন পোকায় কাটত। সারা বছরের জন্য প্রয়োজনীয় চাল মা এইসময় করে নিত। ডে স্কুল হলে সকালে, এই দেশি চালের ভাতে মা ঢেলে দিত দেশি গরুর দুধ, সঙ্গে আলু সেদ্ধ আর পাঁচমেশালি, বাড়ির শাক ভাজা। আহা! অমৃত! অভ্যাস আজও যায় নি। শাকসব্জি দুধ, ভাত এখনও খুব প্রিয়। যদিও ধান থেকে চাল তৈরি করার এই পরম্পরাগত প্রাকৃতিক পদ্ধতিটাই এখন পুরোপুরি নষ্ট হয়ে গেছে,প্রায়। এটা বেশিদিন আগেকার কথা নয়।

ধান অথবা শাকসব্জি চাষবাসের পুরো প্রক্রিয়ায় মা পরিচালনা করে,বাবা সাহায্য করে,লোক জোগাড় করে দেয়। আমিও শিখি। বাবা বাঁশের সিঁড়ি,তীর ধনুক খুব সুন্দর বানাতো। কুড়ার, কোদালের ব্যাঁট নিজেই বানিয়ে তাকে ব্যবহার উপযোগী করে নিত। প্রয়োজন হলে পাথরে ঘষে নিজেই ধার দিত। সুন্দর বাঁশের বেড়া দিত,খড় দিয়ে ঘর ছাইত। আমি ছিলাম তার ছায়া সঙ্গী। কখনও বেড়া দিলে লতা ঘুরিয়ে দিই। তীর পরীক্ষা করে দেখি। প্রতিবছর এই সময় বাবা বেড়া দিত। এইভাবেই ঠাকুমা শেখাতো জীবন দর্শন। বাবা আত্মনির্ভরতা। কীভাবে কারো উপর নির্ভর না করে জীবনের পথ চলা যায়, সম্পূর্ণ আত্মনির্ভর হওয়া যায়। এখনও পর্যন্ত কোনো ন্যকামি বাবা বরদাস্ত করে না। সব সময় আমাকে সেল্ফ সাফিসিয়েন্ট দেখতে চায়। এইভাবে মায়ের কঠোর পরিশ্রম করার মানসিকতা,বাস্তব সাংসারিক জ্ঞান, বাবার আত্মনির্ভর হওয়ার শিক্ষা,ঠাকুমার গভীর জীবন দর্শন ও শিল্পের পাঠ আমার জীবনকে প্রভাবিত করে যার দশ শতাংশ লাভ করলেও জীবন ধন্য হয়।

জীবনের এই সব মুখর দিনগুলো ঝরাপাতার মতোই ঘুরে ঘুরে হারিয়ে যায় কোন অতীতে! আমার শ্রেষ্ঠ দার্শনিক! আমার ঠাকুমাও হলুদ পাতার মতোই অকালে ঝরে যায়! শেখা হয় না কতকিছু! জীবনে তার মতো শিক্ষক আর পেলাম কই ! নিঃস্বার্থ ভাবে প্রকৃতিকে নিয়ে বাঁচতে, কে শেখাবে আমাকে ?

তবুও মানুষকে বাঁচতে হয়। শুকনো পাতার পুরনো পোশাক পরিবর্তন করে গাছ পালাও নতুন রূপে সাজে। ঝরাপাতার দুঃখ বেদনার মাঝে ধ্বনিত হয় কচিপাতার আগমন বার্তা। আমার মধ্যেই এক জীবন্ত সত্যরূপে

যেমন বেঁচে থাকে আমার বাবা,মা,ঠাকুমা। তেমনি আমিও বেঁচে থাকব আমার ভবিষ্যত প্রজন্মের মাঝে। আমার হাতে গড়া শিশুদের মাঝে। এটাই চিরন্তন সত্য। চূড়ান্ত বাস্তবতা। কোনো কিছুই পৃথিবীতে স্থায়ী নয়। আজ যা ঘটমান বর্তমান কাল তা ঝরাপাতা। পাতা ঝরেই চলে। ছোট শিশু বৃষ্টির জলে যেমন কাগজের নৌকো ভাসায় সেরকমই হাল্কা হাওয়ায় দোল খেয়ে খেয়ে জীবন পাতার নৌকো ভেসে চলে ...

বাহ রে সমাজ

সিবরাম কুমহার

চাইরধারে কুঁয়ারী বুড়ি ছুটুছওয়াক কাঁদনা সুনি,
উমেইরেক হেইরফেইর অ ধর্ষকরা জানত নি।
দেহিক লভে ছাড়থিন নেহি এরা আপন মাই,
হাজার হাজার লক নাভঅত ধর্ষকরাকেই বাঁচাই।
হামরা খভর দেখিও আঁইখে টসটস লর গিরেই,
তাঅই পতিবাদেক হিম্মত নেহি হামরাক হেই?
আইজ হামরা সভেকাই যদি রাখিও গঅ মু বন্ধ,
একদিন তহর বহিনেক সমইঅ হেতা সবাই অন্ধ,
বেহইজজতিআরাক সাজা সরাসরি জনতাকর মাইর,
পরসাসন মানেই তঅ বিনা সাসতিঁই ছাইড়?

মঁঞ চাসা

নিসান কাটিআর

ছাতি ঠুঁকি কঁহঅ , মঁঞ চাসা
ইটা হামঅর গরঅব হেকি।
মুড় ভিজঅল ঘামে অজঅল ফসলে
দুনিআক মানুসেক পেঠ ভরেই।

খাইএক নেইখি, ঠিক ঠিকান
দুপহঅর বেরা ঘুরি বেরা জাই।
তাউএই এহে দুনিআই চাসাক নেইখে মান।

রকঅত চুসা ভঁড়সি নিঅর
চুসঅত দিনে রাইতে।
আইজ সারেক দাম, কাইল বিসেক দাম।
বাড়হেইক দিনে দিনে।

খাই লেঅত রকঅত, মাস
অখরা নিখাই জেসন মরে।
আপন চিনহাপ চাসা মঁঞ
লাজ মর মনে।

মরি জাই মরি জাম
মু টি নি খুলঅম।
জে, তহরাক মুহেক টা
হামরাক অজজঅল হেকি।

হুঁকরানি

সুভদ্রা মাহাত (জালবানুআর)

সগুন মানে নি হাইর,
জিরান সেনাক আটঘাট।
কাইল রহেহেলি; আঝুউ আহি
সভেকার ঠিনে একফঁটা বল।
দম তঁই নি হারাবে সাঁঘাত
লড়হাই জে ঢেইর খামতি
মান এখনউ জে নি পাউল ভাই,
কুড়মালি মাঞেক ভাখি।
ই লড়হাইএ তঁই সরদার
তঁই ডাগর সেনা।
আগুবাটে আইখুন সঁগ দেবে ভাই,
তঁই জে কুড়মিক পুতা
নি থকিকে দম লেবে,
লড়াইএক হুঁকরানি
জাইতেক খাতির হাঁথ উঁচাই, উঠাই চিনহা মুদাক হাঁকে।

জহার

নিরুপমা মাহাত (জালবানুআর)

মাঞ বাপেক যতনি।
ডাগর হেলে চেঠা সভে হরেক রকম ফিরিসতি,
বিহাক উমেরে ঠেনি পাসরায় কুটুম বাটুম মুড়গুনতি।
গভভে জনম মাঞয়েক ঠিকে জিবন বাড়হন কামটা,
খালি আঁচল রদনেক লর টপকি পড়ে গাটায়
গুসটি পালট হেলেও চিনহাপ ঠেকান টিনটা
সপন উজাড় মনেক ধাঁধা উড়ি গেইল হিআটা।
বিহাক আগু হুবে করম পরব
তিরিআ পেছু জিতিআক ধঁচর
এহঅ দিনে জনম হামার গড় পরবলাগি
অছড়ন পছড়ন ধারাধারি নেগনাহনা নেতি
কুড়ম কুলে কুলাচার মানব সয়াংআস
জিবন সঁপি জিআউ আপন ভাখি চাসিক মান।

ভুঁড়সিক লেতাইড়

সানতিরাম কেসরিআর

ছটা ঠেঁগ দুইটা ডেনখা
ভুন ভুন ভুন উড়েই।
জিউ জিনগানিক সখ একর
লহুএ খজি বুলেই।
পাড় লে ডিম জভি কাদাঁই
পাউএই বড়ি দাম।
হাজার গনডা ছউআ জনমঅত
ভুঁড়সি হেলেন নাম।
তিন নিঅরেক ভুঁড়সি হিঁআ
ঘুরঅত ঘারে দুআইরে।
এডিস, কিউলেকস, অ্যানঅফিলিস
বিগগানেক নামেক ধচরে।

চিকেনগুনিআ মেলেরিআ ফাইলেরিআ
এখরে লাগেন দান।
হড় হড়িক চুকেক খাতির
এখন এখরাই মহান!
পেঁক পেঁক হুড়লে এরা
পাউবে নিহি পার।
চাঁড়াচাঁড়ি লহু পরখি জাই হেইক
সিধা ডাকতার ঘার।

বেজারে গিরবে গাথ ফুলতঅউ
কুঁহরঅতে রহবে জরে।
জেড়ি বুটিঁই সারলে নি সারেক
সুই লেউএ হেইক ডরে।
সুই দাউআইএ কাম নি কেরেক
ধেইআনে রহলে অঘামারা।
তাগঅত এখর বিস দাঁতেক
নিফুইটাকেরঅ সাজাউঅত সারা।

জিউ জিনগানিক খাতির এরা
বেড়ে হানিক পকা লাগঅত।
খেইঠঠাল পচঅল জমঅল পানিঁই
এরা খিলখিলাই বাঢ়অত।
এখর ঠিন লে রেহাই পাউএ
সাফ সুথর হঁজঅর রহেঁ।
টিঢ়াক ঠাঁউএ জমঅল পানি
হাপতা ভরে হাটাউএঁ।
মাছি মরা ডিডিটি বাজে খাজে
পানি জমঅল জভি নালাঁই।
দেইএ হেতঅউ খেইআল কেরি
মেহাই মেহাই ফুলাই ফুলাই।

রুনুঝুনু

বিসনুপিরিআ (হিঁনদআর)

আঁধার টিড়াই মমেক আলঅ,
রাঁধঅনি সাজলাহি।
রেঙিআ পাইড়হা লুগা লউ তর,
ঝলক লাগঅলাহি।
বেহাই হামর জাতা,
কাঁসাই নেদিক ঘাটে হউ।
বেহাইএক ঠিনে রেঙিআ গামছি
মুচুক মুচুক হাঁসে হউ।
বাঁকুড়াক রেঙিআ মাটি মাদইর বনাউব হউ।
ঝুমইরেক রেগে নেগে,
মাদইর বাজাউঅব গউ।
আউআ বেহাই ধরঅ মাদইর,
বেহাই নাচাউবেন হউ।
ধিতাঁগ ধিতাঁগ ধিড়কা ধিতাঁগ
নাচ লাগাই জাবেক হউ।
নাচেক রেগে নেগে পুরুইলাক
মেহরারু নাচাউবেন হউ।

'ধানসিঁস'

অসীম মাহাত

ঠরক ঠরক ঠরকা
গহইলে বুলে জরকা।
কাম নাঞ ঝুমাঁই জুয়ান ছকরা
কিনা ভুজার সইস নাঞ ভিতর ফপরা।
জাহান চিপাঁঞ ফাটা বাঁসে
কাহিল কইরে দিছে ছেঁড়া ঘাঁসে।
ছকরা উমরে পাইকছে কান কটরার চুইল
ভাইবে ভাইবে গা গতর হছে কালি ঝুইল।
জাইল দিয়া লক কইরছে গুজুর ফুসুর
অসিম কহে হামার হাঁড়ি টাঁগাই মালিক হুজুর।
রাঙগা রাঙগা হলৈদ হলৈদ ঝলকিছে ধানসিঁস
বাবু হামরা হলি গাঁ ঘরের কাম ঢুঁড়া কামিন মুনিস।

কিনা কেরম

জইঅনতি মাহাত

ছুটুক খনে করলে আদর করাঁই কাখাঁই
এখন কিনা নিহি মকে মনে হেউঅহউ ভাই।
বাপেক ঘারে রহেহেঁল কতেক আদরে,
রাউ নি কাড়হত সসুর ঘারে সাস সসুর আর দেঅরে।
মাতাল মরদ জুটলি মর মসুনা গউ সবাই,
বতল বতল খাই মদ ঢনকি বুলেই সারাই।
বেরাড়ুবাঁই মদ খাই ঘুরেই আঁদাড়ে পিঁদাড়ে,
কনঅ কহলে মারেই মকে কানে আর কাপাড়ে।
ছউআ হেলা ছউআক নিঅর খেলত ফিরিফাইআর,
কনঅ কহলে রাগে ছউআ ঘার নি সামাত আর।
মাঁইএক পাসে ফদড়ঁ হামর দুখেক কাথা,
ছাতি মাইএক জাইক ফাটি লাগেইক বেথা।
বাপে কহেই হামর কাথা সুনে অ গউ বেটি,
দুখ না করি থাকে নঅ মাঁই খাঁই খাটিলুটি।
মাঁইএ কহেই সুনে বেটি কহম সভেখনে,
সঁইআ হেলঅ পরম ধন রাখবেসিক জতনে।
কিনা কেরম ভাবি মঁই সঁচহঁ সারাখনে,
ছাতিটা মর জাইস ফাটি কাদহঁ টিঁড়হাক কুনেঁ।

হাতির ডেরা

কল্যাণ মাহাত (কাটিআর)

বন-কচড় লাটা-বুদাই ঘেরা,
ইটাই হামদের ঝাড়গাঁ জেলা।
দিন দুপহর সাঁঝের বেলা,
যেথায় সেথায় হাতির ডেরা।
সাঁঝ হলেই বাইরাছে হাতি,
ডরে হামরা কাঁপইছে ছাতি।
সিরাঞ দিছে ধানের ক্ষেত
মরাঞ দিছে মানুষ,
সমাধানের কথা কেউ ভাবে নাই...
সবাই কেমন বেহুঁশ।
যার খাছে...তার খাছে
যে মরছে মরুক,
মাস ফুরোলেই বেতন পাছে
যেমন চলছে চলুক।

হামি আদিবাসী কুড়মী

মৃণাল কান্তি মাহাত (কাটিআর)

বুঝলে বঅ খুড়া
হামি বিজেপি লই, টিএমসি লই, কংগ্রেস লই
লই সিপিএম,
হামি আদিবাসী কুড়মী
সকৈল আদিবাসীর লেখেন
আমারও জাওয়া, জিতা, বাঁদনা টুসু আছে
আছে আইখ্যান, রৈহন, জাঁতাল
সুখে দুখে হামি ঝুমইর, অহীরা, বিহা গীত গাহি
পাঁতা, ছৌ, করম নাচ নাচে হামি তলের মাটি উপর কইরে দি
কে বলেছে হামার ভাষা সংস্কৃতি নাই
তরহা আহ
থানায় লেহ হামর চারি
বার মাসেক তের পরব
হামর আদিবাসী চিনহাপ
হামর গীত, পরব, নাচ যা আছে তদের অনেক গুষ্টিরেই উটা নাই হে

আমি ১৮৮১ এ ছিলি এবঅরিজিন
১৮৯১ এ এবওরিজিনাল
১৯১১ সালে ছিলি এনিমিস্ট
১৯৩১ এ কইরে দিলু ট্রাইবাল রিলিজিয়ন
১৯৪১ এ ট্রাইবস
১৯৫০ সালে তরহা একবারেই ছাঁটাই কইরে দিলু
হামি কি অপরাধ কইরে ছিলি হে?
হামি দেশের জন্য কিছুই করি নাই?
হামদের রঘুনাথ মাহত দেশের জন্য জীবন দিল
ভারত ছাড়ো আন্দোলন কইরতে যাঁইয়ে গোবিন্দ ও চুনারাম মাহাত
জাহান দিল মানবাজারে
ঝাঁড়গায় যখন নেতাজী সুভাষ আইসেছিল তখন উয়ার সঙ্গী হঁইয়েছিল-
মাণিকপাড়ার রামচন্দ্র মাহাত
কত কুড়মী বীর ইংরেজদের সঙ্গে লড়হাই কইরতে যায়ে জাহান দিল

হামার জমির উপর গইড়ে উঠল তদের টাটা শিল্পাঞ্চল, ধানবাদ বোকারোর কয়লা খনি
হামদের জমির উপর গড়ে উঠল রেললাইন, অফিস, আদালত, স্কুল, কলেজ
তবু হামদের সঙ্গে তরহা বেইমানি করলু ?

হামরা দলিত লয়, ক্ষত্রিয় লয়, লয় ব্রাহ্মণ
হামরা হলি টোটেমিক
হামরা প্রকৃতির পূজারি
হামরা গাছ, পাথর, পাহাড়, লদি,পূজা করি
সকৈল আদিবাসীর মতোই কুড়মীরাও টোটেমিক
হামদের একাশিটা গুষ্টি আছে
আর আছে একাশি টা টোটেম
প্রত্যেক গুষ্টিই এক একটা টোটেম রইক্ষা কইরে বাস্তুতন্ত্র রইক্ষা করে

বুঝলে বঅ খুড়া, সকৈল আদিবাসীর মতোই
হামদের পরব তিহার বিহা ঘরে মরা ঘরে কনহ বামুন ঠাকুর নাই
মরাঘরে ভাইগনা হামদের পুরোহিত, বিহাঘরে বহনয়
আর গাঁইয়ের পূজারি হল লায়া
হামরা মন্ত্র বলি নাই হে
হামদের গিতগিলাই হৈল মন্ত্র
হামরা বিহা ঘরে গীত গাহি

হামদের বারমাসে তের পরব
১লা মাঘ হামদের লৈতন বছর
জমিতে হালপুন্যা কইরে আর গাঁ গরামের পূজা কইরে হামদের বছর শুরু হয়
জৈষ্ঠ্য মাস এর তের তারিখে হামদের রৈহন পরব

হামদের গরাম থানে শাল-মহুল
করম পরবে করম গাছ পুজা করি
সাপের পূজা করি রৈহন পরবে
মাটিও পূজা দি উদিন
জিতা পরবে আঁখ ডাল
বাঁদনা পরবে গো দেবতা

বারি পূজায় জলদেবতা
মকর পরবে পূজা দিই ধানের
আষাঢ় মাসে পূজা করি পাহাড় দেবতার
লালজল পাহাড়ে এখনও পূজা করে রঞ্জিত মাহত
বলি হেঁব তবও হামরা পরকিতির পূজারি লয়
তবও কুড়মীরা আদিবাসী নাই বঠে?

কুড়মীরা যে আদিবাসিন্দা বঠে তার প্রমাণ
কুড়মীদের একটাও ভূমিহীন নাই ব
নাইন্টি নাইন পার্সেন্ট লকের জমি আছে
সারা ছটনাগপুর মালভূমি টুঁইড়ে বুইললেও
একটাও ভিখারি দেখাতে লাইরবে ব
হামরা গতর খাটাই বাঁচে থাকি ব
তবও কারহ কাছে হাত পাতি নাই
আমরা জঙ্গলমহলের বুইনাদি লক বঠি ব
হামাদের সঙ্গে পাঙ্গা লইড়তে আসিস না
দলিলগিলা ঘাঁইটে দেখ ন, জঙ্গলমহলের স্কুল, কলেজ,
অফিসগিলা কাদের জায়গায় বেশি হঁইয়েছে?
হামরা উড়ে আসা ছিঁড়ে পড়ার দলের লক লয়
হামরা এই এলাকায় আদি বাসিন্দা বঠি হে
প্রকৃত আদিবাসী

হাঁ ভাল, নৈতন সুরজ উঠছে
অধিকার না দিলে লড়হাই হবেক
অরন্য জাগছে, জাগছে বনমহলের পশু পাখি
জাগছে লাঙ্গল জুঁইয়াল
জাইগছে হলৈদ ঝান্ডা
জাইগছে ছানা,বুড়হা, জুয়ান , চেনগি
হাঁ ভাল, হলৈদ পতাকা কেমন ফতফতায় উইড়ছে
শুইনতে কি পাছ নাই জয় গরাম ধ্বনি
জয় এবার হবেকেই হবেক
তরহা আর টেকাতে লারবি

জাইনলে হে, হামরাই ছোটনাগপুর এর আদিবসকইতা
আংরেজ কুম্পানির লকগিলান হামদের ভুলবুঝায় কিছু লককে নিয়ে গেল, আসাম চা পাতা তুইলতে
অরহা বলেছিল, চা পাতা তুইললেই কাঁড়ি কাঁড়ি টাকা
অরহা পেঁদা বলেছিল সেদিন, ওহে যদুরাম ফাঁকি দিয়ে পাঠালি আসাম
আরহ কিছু লককে তরহা নিয়ে গেলু মরিশাস, কাউকে ত্রিনিদাদ টোবাগো চিনির কলে কাম করাতে
অরহা ছোটনাগপুর থাইকে অতধূরে গেলেও এখনো ধইরে রাখেছ্যে হামদের ভাষা সংস্কৃতি।
যাও হে দেইখে আস বাংলাদেশ
দেইখে আস দিনাজপুর, দেইখে আস ডিব্রুগড়
দেইখে আস ময়ূরভঞ্জ, ঝাড়খন্ড
হামদের একি চারি, একি নেহর সুর

হামার অপরাধটা কি বইলবে টুকুন?
কেনহে হামরা স্বাধীন দেশেও পরাধীন?
কেনহে হামদের শহীদদের ইতিহাস বইয়ে নাম নাই?
কেনহে হামদের পরব তিহায় কনহ ছুটি নাই?
তরহা বইলতে পাইরবে,
হামরা আদিবাসিন্দা হঁইয়েও
কেনহে কুড়মীরা আদিবাসী লই?

मानुसेक धाधानि

राजिब महतो (नांगटुआर)

एक बिता दंड़ाक तेंहे
लग लागि मरहत एहे मरते
केउ काकरअ ना भामिंके
निजेक निजेक दंड़ा भरिंके।

बेटांइ मांइ-बापके ना चिनहिंके
सास-ससुरके मांइ-बाप कहिंके
नउतन बहुगिलांइ निंजेक नाता भुलिंके
सास-ससुरके कहेहेथिन मांइ-बाप।

नउतन बहुगिलांइ ससुर-भैसुर ना चिनहिंके
आइरा माछ निंआर छलकिं बुलहत घुघटा
छाड़के निंजेक नेगचार छाड़के, परेक गिला धरिंके
भिंनु चारेक देरिवके, करे खजहत सउब काम।

सास-पुतहुंइ ना बनिंके
सतअखन राखहत मु फुलाइके
काकउ-के कहे गेले इंड़राउथिहिंन
बड़ बड़ आंइख करिं, आरना काड़ा लेखे।

जुआन छुआ गिलांइ
निंम जुआन लेइ निंसा खाइके
निंजेक भबिंसत आंधार करिंके
बहु-छुआ, मांइ-बापके करेहेथिन गरदगल।

पाड़ा-पड़सिंइ कुचिं- कुचिंके
पासेक के धुर, आर धुरेक लगके पास करिंके
दिन-राइत मरहत झागड़ा लागिंके
भाइए भाइए ना बनिंके भिंनाइके हेहत भेआद।

आउआ सभे उठा जागि
समाजेक तेंहे रहा लागि
एहे दुअरेक मनेक आस
तबेइ बांचतेइक हामर समाज।

मधु सुंदअरि!

रतन कुमार महतो (सत्यार्थी)

बनअ माझे बनअ मधु
मनअ माझे मनअ मधु
सउआदे सउआद दुइअ मधु!

रानि मधु मधु सउआमिनि
मधु रमअनि मिंनतुक मन महिंनि
नामेक नामे दुइअ कुल धनिनि!

सओब चाहे मधु मिलाल पबअन
पेरमिं खअजे मधु जुकतअ कन
मधु सुँदरिंक आलेदा आकरसन!

फुल किं एसेड्र फुल कहाइ
भाँउअर किं एसेड्र मधुक गुन गाइ
मधुक गुनेइ कानन मह महाइ!

मधु सुरभिंइ भरउक भुबन
मधु जुकतअ हउक सुरुज किंरन
भाब मधुंइ सुबासित हउक रतन मन!

मधु सुँदरिं के चिंनहे सुघड़ नइअन
मधुरे मधुर मधु रानिक बचअन
मधु सुँदरिंक चाहिं मधुर महअन!

পুরখেনি বিহা গিত

পরসুরাম হঁসতুআর

(১)

বড়অ বড়অ টাঁইড়ে বাবা,
বড় রে সিমইলা গাছ
ফুটি গেলেক আলই আলই ফুল
বাপঅ নিজে তড়ে পারত, মাঞ নিজে তড়ত গউ
তড়ি লেলা দসল গাউএক লক
আনগা কর দুভঅ বাপ গউ,
করেই লহ্ লহ্ গউ
না নঅ বাপ গউ মকে বিহা দে
আনগা কর দুভঅ বেটি, ছলিরে গুচাইএ দেব
তকে বেটি দেবঅ রে বিহা

(২)

ছুটু মুটু কুঁআ পাতাল মিঁলল পনিআ
হে হঅ গঁউরি সাঁউরি দুইঅ পনিঅরি
রাজা বেটাই পানি মাগেই
পানি জে খালে বেটা হিঁউরা জুড়াউলে হউ।
হে হঅ পুঁছে লাগল ঘারাকে চরিতআ
তহে ধনি কাহা সুঁএ রে।
দু ধারে দু সাদ সুঁএ, খুড়কি দুঁআইরে হউ
হে হঅ জসড়া সড়পে হামে সুঁএ বঅ...
হামরিকে কে রে পুউএ রে
সাদঅ কাটি দেবঅ, মিড়কি হস খলি দেএ
হে হঅ কুটকি সবদে কেঁউআ মসলবস
ধনি সঁগে মিলনঅ

ঝুমুর

ভুজঙ্গ মাহাত (কানবিঁধা কাটিআর)

শুনঅ শুনঅ শিখরিআবাসি
রেগে নেগে বাঁকুড়া, মেদনীপুরবাসী
ছটনাগপুরে জনম হামার কুড়মি জাতি নাম
রং- হে জনম ভূমি তর কলে গাহি জিনগানির গান।।(২)

নদী নালা ডুংরি পাহাড়
ঢাঁড়ে ভরা শাল-মহুল-পিয়াল
গতর খাটি ডুংরি চষি লালমাটির হাল ধরি
রং- হে জনম ভূমি তর কলে গাহি জিনগানির গান।।(২)

ফসল মাটি মাঁঞয়ের সমান
লকখি মানি সাঁজ বিহান
সমাজ সুধার হামদের কাম গো
রং- হে জনম ভূমি তর কলে গাহি জিনগানির গান।।(২)

সমপক্র ঝুমই্র

ছত্রমোহন মাহাত (ডুমরিআর)

সুর - খ্যামটা
পয়ার - আন সুইনতে আন, লেজে ধইরে টান,
সুনঅ সুনঅ সুনঅ সবাই সমপক্খর গান।

সাহড়ি সসউর ননদ ভাসউর, ঠাকউরঝি দেঅর-ঠাকউরঝি দেঅর
সালআ সালি সমপক্খ পাবি, জুইড়লে লইতন ঘর।। ১।।
ঝুমইর শ্রোতাগন -
বুই্ঝে সুই্ঝে কইরবে সমভাসন / করঅ সমভাসন / সমবোধন।
সসউরকে বাপ সাহড়িকে মাঞ, ভাসউর দাদা দেঅর ভাই-দেঅর ভাই
বইলতে মিঠা সুইনতউ মিঠা, নেংটা জাইতের আচরণ।। ২।।
যদি-তরেই মাকে মা বলে দেখ, তর বিহাইলা বহুটা-বিহাইলা বহুটা
সেকি-মাঞের বেটার সঁগে বিহাঞছে? ইটা কেমন সাইভতা।। ৩।।
বউএর মা ত সাহড়ি রে তর, সেত সসউরের বিহাইলা-সসুরের বিহাইলা
তর মাকে বহুই মা বইল্লে হয়, বেইস্সা দুচাইলা।। ৪।।
সইভতায় আইজ দেস আউগায়, ভাই ভাতারি আর বহিন মাউগায়-বহিন মাউগায়
ছত্রমোহন মাথা খুইজায়, লাজায় মনে মন।। ৫।।

কুড়মালি ঝুমেইর

অমূল্যরতন মাহাত

১. পহিল বঁধু হাঁসি হাঁসি রাখঅলে ভালবাসি
মুহেক হাঁসিঞ পরানঅ জুড়াউলে
আধা দিনে কাহে দাগা দেলে।।

২. নিজানঅলঞ এসন হেবে আধাদিনে ভুলি জাবে
জনমঅ জনম কাঁদাউলে
আধাদিনে কাহে দাগা দেলে।।

৩. মনে হেলে কাঁপেই ছাতি পহিলঅ পিরিতি
তরে কাথা তইঞেযে নি রাখঅলে
আধাদিনে কাহে দাগা দেলে।।

৪. মনে কতেক রহি আশা টুঁটাউলে ভালবাসা
অমূল্য তঞ কাকর সঙে মজঅলে
আধা দিনে কাহে দাগা দেলে।।

করম গিত

পরসুরাম হঁসতুআর

১. সিরালেই সরাবন মাস, বেটিছউআক মান আস
করম নাচে, সঁগিজড়ি সভেকাই গো, করম নাচে
২. জারা থাকত সসুর ঘারে, মনটা থাকেন নেইহরে
কবে আউতাক, মকে দাদা লেগেলাই গো... কবে...
৩. লেইকে সবাই টুপা ডালা, নেদিজাত উঠাউএ বালা
নাচি নাচি, রিঝে বেআকুল সবাই গো, ... নাচি ...
৪. একাদসিঞ ভাদরে, জতন কেরি আদরে
ডাইরঅ গাড়ি, নাচত ঘেরিকে সবাই গো... ডাইরঅ
৫. বেস্ত জেতনা করমতিরা, ডালতরে বেটা খিরা
সেউরন কেরত, সবাই দিআধুপ জরাই গো... সেউরন...
৬. আপন করম ভাইএক ধরম, সিখাউ লেথিন চাসেক মরম
বেটি ছউআঞ, দেখা আঁকুরঅ জিআই গো... বেটি...
৭. সেইকেহহন পরসুরামে, হেলানা ফেরহিআ করমে
বেআকুলে, করম রাখানঅ জিআই গো... বেআকুলে।

ভাদরিয়া ঝুমুর

মুরুলীধর মাহাত

১। কুড়মি সমাজ ডাক দিল
একতা হইবো হে।
এইবারেই তো দেখাই দিব
এস.টি.টা লিব হে।।
২। এস.টি. হলেই চাকরি পাবে
কত ফেসেলিটি পাবে হে।
না করতে পারলে বুঢ়া আঙ্গুল
চুষতেই থাকিবে হে।।
৩। রেলটেকা ডহরছেঁকা
আর কত কিছু করলি হে।
এখনো তক্ক কোন নেতাই
(হামদের) দাবি পুরন নাই করিল হে।।
৪। দুঃখে ভনে মুরুলীধর
সবে হুলহুলির টাঁইড় চল হে
ঐ টাঁইড়েই সবাই শপথ লিব
(সবাই মিলে) এস.টি. দাবি পূরন করিব হে।।

ধুব ঘাস (Cynodm dactylon)

ধুব ঘাস সাবেক মানভূমে টাঁইড়ে টিকরে দেখে পাউআ জাইক। জাঁহা দমে ধুব ঘাস রহেক তাঁহা পুরা হরিহর দেখাইক। এহে ঘাসেক উপর চলইতে বেড়ে আরাম লাগেক আর আঁইখেক তেজ বাড়েক। মন ভরে জাইক আননদে। সরধা কামেউ পুজাই ধুব ঘাস না হেলে চলেক নেহি। কখনউ কখনউ হরা ধুব ঘাস সাদা বনি জাইক তখন অকে সাদা ধব ঘাস কহেক।

কুড়মালি নাম- ধুব ঘাস।

বাঁগলা নাম - দুর্বা ঘাস।

হিনদি নাম- দুরবা, রাম ঘাস, কবলি ঘাস।

সঁসকিরিত নাম- অমৃতা, অমরি, অননত, গৌরী, অনবল্লিকা, হরমালিকা, দুর্বা, সতসরবা।

Botanical Name : Cynodm dacylon L.

Family : Poaceac

কন রগে কেসন খাইএক বিধি:

১) **মাথা দুখা হেলে :** ধুব ঘাসকে চুনেক পানি সঁগে পিসিকুন কপালে লাগাই লেলে মাথা দুখা চলি জাইক।

২) **আঁইখ দুখা হেলে :** আঁইখ দুখা হলে ধুব ঘাসেক পাতকে পিসিকুন আঁইখেক পাতটাক উপর বাঁধি রাখলে আইখ দুখা চলি জাইক। আঁইখে কেঁচি উঠাও চলি জাইক।

৩) **মুহেক খারাপ বাস বার হেলে :** মুহে খারাপ বাস বার হেলে ধুব ঘাসকে পানিএ ডবকাই নামাইকে, তাতাটা কমলে অহ পানিটাই মু-টাকে কুরকুচা করলে খারাপ বাসটা চলি জাইক।

৪) **দাঁতেক রগে :** দাঁতেক ধারে মানে গড়া জাইগাই রকত রহলেও থাকে ইঁগরেজিএ পাইরিআ কহথিক। এহে রগ হেলে ধুব ঘাসকে সুখাই গুঁড়া করি রজেই দাঁত মাজলে পাইরিআ রগটা সারি জাইক।

৫) **চুইল ঝড়লে :** মুড়েক চুইল ঝড়লে আর কন খেই খঁজি নেহি পাউলে সইরসা বা নারকেল তেলেক সঁগে ধুব ঘাস দেই ডবকাই সেই তেলকে জুড়াইকে মাথায় মাখলে চুইল ঝড়া বনধ হেই জাইক।

৬) **গাত খুঁজালে :** দুম করি গা খুঁজাইল সুরু হেলে খুইজাটা বাড়তে জাইক। তাকর কন খেই খঁজি না পাউলে ধুব ঘাসকে ছেঁছিকে রস বার করি তিল তেলেক সঁগে ডবকাইএক বাদ সেই তেলটাকে মাখলে গাত খুজত কমি জাইক।

৭) **রকত হাগায় :** হাগাক সঁগে রকত বেইরালে আর দুখালে কন খেই খঁজি না পাউলে ধুব ঘাসেক রস এক চামচেক সঁগে ছাগইরেক দুধ আট চামচ উপরলে টুকু চিনি দেই রউজ বিহান সাঁঝ খালে উবগার হেউএক।

৮) **ছউআক লাগি :** মেহেরারু রাকর পেটেই ছউআ মরি জাইক বা পেটে ধরে নিহি পারই বা ঋতুসাব নেহি হেক। তাকর তেঁহে ধুব ঘাস আর আতপ চারেক বড়া করি হাপতা ৩-৪ দিন, ২-৩ টি করিকে ভাতেক সঁগে খালে উবগার হেউএক।

৯) **সাদাসরাব হেলে :** একে ইঁগরেজিই লিউকরিআ কহেইক। এহে রগ হেলে ২-৩ চামচ ধুব ঘাসেক রসেক সঁগে আধাকাপ গরুক দুধ মিসাইকে খালে উবগার হেউএক।

১০) **আমাসই হেলে :** দুব ঘাস ৫-৭ গেরাম অকর সঁগে দুটটি জামপাতেক সঁগে ছেঁছিকে রস বার করি সেই রসটা ডবকাইকে গাইএক দুধেক সঁগ মিসাইকে খালে উবগার হেউএক।

কুড়মালি সামাজিক আন্দোলনের গতিশীলতা ও সমাধান

সঞ্জীব মাহাত (ডুমরিআর)

ভারতবর্ষের মাটিতে টোটেমিক কুড়মি জাতি 'ক্ষত্রিয়করণ' ও 'তপশিলী উপজাতি' সংরক্ষণের বঞ্চনার বিরুদ্ধে প্রায় ৯০-১০০ বছর ধরে কমবেশীভাবে সামাজিক আন্দোলন করে াসছে। পরাধীন ভারতবর্ষে কুড়মিদের সামাজিক আন্দোলনের ঘাটতিগুলির মধ্যে অন্যতম ছিল শিক্ষার সচেতনতার অভাব, অর্থনৈতিক দুর্বলতা, গণমাধ্যমের অভাব, রাজ্যব্যাপী ঐক্যবদ্ধ নেতৃত্বের অভাব, ব্রাহ্মণ্যবাদী আগ্রাসন ও রাজনৈতিক ষড়যন্ত্র। বর্তমান প্রেক্ষাপটে কুড়মি জাতির শিক্ষার সচেতনতা কিছুটা বৃদ্ধি পেয়েছে ও গণমাধ্যমের (পুস্তক, পত্রিকা, গুগুল, ওয়াটঅ্যাপ, টুইটার, ফেসবুক, ম্যাসেঞ্জার) প্রচার প্রসার ঘটলেও দুর্বলতা আছে রাজ্য ও জেলাভিত্তিক ঐক্যবদ্ধ নেতৃত্বের ঘাটতির জন্য কুড়মালি সামাজিক আন্দোলনের গতিপ্রকৃতি মধ্যমমানের বলে মনে হয়েছে। সহযোগী প্রভাবক হিসেবে ব্রাহ্মণ্যবাদী আগ্রাসন ও রাজনৈতিক ষড়যন্ত্র গভীরভাবে কাজ করে চলেছে। সাম্প্রতিক সময়ে খেরওয়াল গুসটির বিরোধিতা পশ্চিমবঙ্গ সরকার রাজ্যে কুড়মি ও সাঁওতাল সম্প্রদায়ের ভোটের রাজনৈতিক সমীকরণ ভারসাম্য রেখে নিজের কার্য সিদ্ধি করতে চাইছে। ঝাড়খন্ডের মুখ্যমন্ত্রী একইভাবে মুখে কুলুপ দিয়ে নীরপ দর্শকের ভূমিকা পালন করছে। পিছুটান কাজ করছে মন্ত্রীত্বের গদি হারানো ও কুড়মিদের জমি শিল্প স্থাপনের জন্য ব্যবহার করা। উড়িষ্যাতে চিত্র সম্পূর্ণ ভিন্ন। রাজ্য নেতৃত্বের ঘাটতি, ব্রাহ্মণ্যবাদী আগ্রাসন, ভোটের রাজনৈতিক সমীকরণের আঘাত না ঘটানো, নেগাচারি সভার আয়োজনের ঘাটতি ও গ্রামভিত্তিক মিটিং-এর আয়োজন না করা।

আসাম, ত্রিপুরা ও ছত্রিশগড়ে টোটেমিক কুড়মি সম্প্রদায়ের সামাজিক ঐক্যবদ্ধতা, কুড়মালি বিষয়ক তথ্য জানার অজ্ঞতা ও সর্বোপরি ব্রাহ্মণ্যবাদী আগ্রাসন ও রাজনৈতিক ষড়যন্ত্র চরমভাবে কার্যকর হয়ে আছে। যাইহোক, কুড়মি জাতিকে প্রথমে সমগ্র পশ্চিমবঙ্গ তথা সারা ভারতব্যাপী এক হয়ে ঐক্যবদ্ধ সামাজিক আন্দোলনে রূপ দিতে হবে। রাজ্যভিত্তিক সিআরআই রিপোর্ট-এর প্রতিলিপি যাচাই করে করণীয় বিহিত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। অর্থনৈতিক ভাঁড়ার মজবুত করার জন্য প্রত্যেক রাজ্যে ও জেলাগুলিতে তহবিল গঠনে বদ্ধপরিকর হতে হবে। সামাজিক আগাছা দূরীকরণের জন্য শিক্ষার হার বৃদ্ধি, মদমুক্ত সমাজ, পণপ্রথা মুক্ত সমাজ ও ব্রাহ্মণ্যবাদ মুক্ত সমাজ ও রাজনৈতিক প্রভাবমুক্ত সমাজ গঠনের জন্য বদ্ধপরিকর ও দৃঢ়চেতা দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় দিতে হবে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের মধ্যে কুড়মালি নেগাচারে বিবাহ, ঘাটকামান, জিতিয়া, ঘর প্রতিষ্ঠা প্রভৃতি কাজে পুরুলিয়া, বাঁকুড়া ও ঝাড়গ্রাম জেলা এগিয়ে। পশ্চিম মেদিনীপুরের শালবনী, মেদিনীপুর সদর, খড়গপুর গামীর প্রভৃতি ব্লকে কুড়মালি নেগাচার মতে কাজকর্ম হলেও গড়বেতা-২ (গোয়ালতোড়), কেশপুর, ডেবরা, দাঁতন, নারানগড়, কেশিয়াড়ী প্রভৃতি ব্লক পিছিয়ে রয়েছে। প্রকৃত সচেতন সমাজকর্মীর অভাব ও সামাজিক কাজে সময় না দেওয়া। বর্ধমান, হুগলী, নদীয়া, দক্ষিণ চব্বিশ পরগনাতে সাংগঠনিক দুর্বলতা প্রকট ও নেগাচারি কাজকর্ম হয় না। উত্তরবঙ্গের জেলাগুলির মধ্যে দক্ষিণ দিনাজপুরে সাংগঠনিক কাঠামো ভালো কিন্তু নেগাচারি কাজকর্ম হয়েছে মাত্র একটি। আলিপুরদুয়ার, মালদা প্রভৃতি জেলায়ও সংগঠন মধ্যম মানের। পঞ্চায়েত ভোটে নিজস্ব প্রার্থী নির্বাচনের মতো আসন্ন লোকসভা ও বিধানসভাতে মনোনয়নের জন্য শপথ নিতে হবে। জঙ্গলমহল তথা তামাম ছোটনাগপুরের সামগ্রিক উন্নতির জন্য "ছোটনাগপুর অ্যাক্ট" বিল আকারে পাশ করানোর জন্য সমস্ত রাজ্যব্যাপী কুড়মি জনপ্রতিনিধিদের সংঘবদ্ধ লড়াই প্রয়োজন রয়েছে। নিজেদের মধ্যে ভ্রাতৃত্বের সদ্ভাব, সম্প্রীতি ও ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনের ফলশ্রুতি হবে কুড়মির সামাজিক আন্দোলন যা ভারত তথা পৃথিবীকে বিভিন্ন জটিল সমস্যার সমাধান ঘটিয়ে এক সুস্থ, নীরোগ ও বাস্তববাদী সমাজ ব্যবস্থার জন্ম দিবে আশা রাখি।

শব্দ ভান্ডার (কুড়মালি-বাংলা)

শক্তিপদ বঁসরিআর

কুড়মালি	বাংলা
মুরগা	পিয়াশাল
সারই	শাল
চাকলতা	করম
মুনগা	সজিনা
কো	অর্জুন
রুপু	টিয়া
মেজুর	ময়ূর
ভুসড়ি	মশা
দিঁআ/ভুকু	উইপোকা
গুগলি	শামুক
ঘঁঘা	গেঁড়া
গেজইর	কেন্নো
পতনি	পতঙ্গ
ঘাঘরা	বরবটি
রাম তড়াই	ঢেঁড়শ
মহক	গন্ধ
সলগা	আগুন জ্বলা
বোরহল	বোলতা
তিঅন/বেসাতি	তরকারি
কেঁকচি/বেজ	বিশৃঙ্খলভাবে দড়ির পাক
লেভঅ	কমবুদ্ধিসম্পন্ন
সরম	লজ্জা
কাঁই	শ্যাওলা বিশেষ
পসিন	আন্দাজ

কুড়মালি কুইজ

সঞ্জীব মাহাত (ডুমরিআর)

১) কুড়মি সহ অপরাপর জাতির জন্য ১৯৩২ খ্রিস্টাব্দে খতিয়ানী আন্দোলনের নেতা কে?
উঃ- টাইগার জয়রাম মাহাত।
২) কত খ্রিষ্টাব্দে কে দক্ষিণ আফ্রিকার মরিসাসে "আন্তর্জাতিক কুলিশ আন্দোলনে" নেতৃত্ব দেন?
উঃ- ১৮৯৬ খ্রিষ্টাব্দের ১৩ ই অক্টোবর ৩৬ বছর বয়সী বিসু কুড়মি দক্ষিণ আফ্রিকার মরিসাসে "আন্তর্জাতিক কুলিশ আন্দোলনে" নেতৃত্ব দিয়েছিলেন।
৩) 'করম' শব্দ দ্বারা ছোটনাগপুরের কোন্ কোন্ জায়গার নামের প্রমান পাওয়া যায়?
উঃ- করমাবেড়া (বরাবাজার, পুরুলিয়া), করমাটাঁড় (জয়পুর), করমাডি (ঝালদা, পুরুলিয়া), করমাশোল (শালবনী, পশ্চিম মেদিনীপুর), করমাগড়া (বোকারো, ঝাড়খন্ড), করমাটাঁড় (গিরিডি, ঝাড়খন্ড), করমারা (পুরুলিয়া-১, পুরুলিয়া)।
৪) কোন্ গ্রন্থে কে কুড়মি জাতিকে ছোটনাগপুরের 'Tribe' দের মধ্যে প্রথম বসতিস্থাপনকারী জাতি বলে উল্লেখ করেছেন?
উঃ- অমিত ঝা (অধ্যাপক, শ্রী অরবিন্দ কলেজ, ইতিহাস বিভাগ, দিল্লী) তাঁর "Contemporary Religion Institution in Tribal India."
৫) পশ্চিমবঙ্গের মধ্যে 'সাধু রামচাঁদ মুরমু বিশ্ববিদ্যালয়' (ঝাড়গ্রামে) কুড়মি-কুড়মালি সম্পর্কিত কি কি কোর্স পঠন-পাঠনের ব্যবস্থা হয়েছে?
উঃ- 'কুড়মালি ডিপ্লোমা কোর্স' (২০২২), 'ঝুমুর কোর্স' (২০২২) ও 'কুড়মালি এম.এ. (২০২৩)।
৬) প্রাচীন কোন্ কোন্ ভাষায় কুড়মালি ধ্বনিতত্ত্ব (Phonetio), ও ভাষাতত্ত্ব (Philology) এর প্রমান পাওয়া গেছে?
উঃ- প্রাকৃত ভাষা, মৈথিলি ভাষা, ব্রজবুলি ভাষা প্রভৃতি।
৭) দ্বাদশ ও সপ্তদশ শতকে কোন্ কোন্ কবির কোন্ কোন্ রচনার প্রমান পাওয়া যায়?
উঃ- দ্বাদশ শতকে শম্ভুনাথ মাহাত-র রচিত 'সিবরাম' ও 'সগড়দাপ' (পুরুলিয়া) ও সপ্তদশ শতকে নিবারণ চন্দ্র মাহাত-র (ধানবাদ) রচিত 'আইনাস' ও 'বাধাই' প্রমান পাওয়া গেছে।
৮) কোন্ কোন্ জার্মানি গবেষক কুড়মালি ভাষাকে স্বতন্ত্র ভাষা হিসেবে চিহ্নিত করেছেন?
উঃ- নেত্রা পি. পউডব ও জন পিটারসন (কিয়েল বিশ্ববিদ্যালয়, ভাষাতত্ত্ব বিভাগ, জার্মানি)।
৯) কুড়মি জাতির 'টোটেমবাদ' ও ভাষার নিয়ে কোন্ কোন্ পাশ্চাত্য সিভিল সের্ভেয়ার ও ভারততত্ত্ববিদ গবেষণামূলক কাজ করেছেন?
উঃ- হারবার্ট হোপ রিজলে কুড়মালি 'টোটেমবাদ' ও স্যার জর্জ আব্রাহম গ্রিয়ারসন ভারততত্ত্ববিদ কুড়মালি ভাষা নিয়ে গবেষণামূলক কাজ করেছেন।
১০) কুড়মি জাতির কোন্ কোন্ পরবে কুমারী ও মাতৃত্বের আচরণের পরিচিতি প্রমান পাওয়া গেছে?

উঃ- 'করম' পরবে কুমারীর আচরণ ও 'জিতিআ' পরবে মাতৃত্বের আচরণের পরিচিত আছে।

১১) কুড়মি জাতির কোন্ পরবে পূর্ণাঙ্গ সমস্ত নেগাচারের প্রমান পাওয়া যায়?

উঃ- সইরাই/বাঁদনা পরবে সমস্ত নেগাচার প্রমান পাওয়া যায়।

১২) কুড়মালি প্রথাগত বিধি (Customary Laws) অনুযায়ী 'বিহাঘর' ও 'কামান ক্রিয়া'-য় কে কে সহযোগী হিসেবে কাজ করে?

উঃ- বিহা ঘরে 'জামাই' ও 'কামান ক্রিয়া'-য় ভাগ্না লাইআ হিসেবে কাজ করে।

১৩) কোন্ কোন্ জেলায় কুড়মি 'মাহাত' ঘর (গাঁ মড়ল) ও 'লাইআ' দুই মুখ্য ভূমিকা পালন করে।

উঃ- পশ্চিমবঙ্গের পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, ঝাড়গ্রাম ও পশ্চিম মেদিনীপুরে 'মাহাত' (গাঁমড়ল) ঘর ও 'লাইআ' দুই মুখ্য ভূমিকা পালন করে।

১৪) কুড়মিদের জাহিরা থান (গরাম থানে) কোন্ কোন্ তপশিলী উপজাতি পূজা করে আসছে?

উঃ- মুন্ডা, সাঁওতাল, ভূমিজ, মাল, লোধা (খেড়িয়া/শবর), বাগাল, দেশওয়ালী মাঝি প্রভৃতি।

১৫) কত সালে কোন্ I.A.S কুড়মি অফিসার ঝুঁঝ্কা (আড়ষা) বিদ্যালয় প্রাঙ্গনে আদিবাসী কুড়মি সমাজের সম্মেলনে গিয়েছিলেন?

উঃ- ২৭/১২/১৯৮৭ খ্রিষ্টাব্দে ঠাকুরদাস মাহাতো (I.A.S পূর্ণাপানী, চাকুলিয়া) আদিবাসী কুড়মি সমাজের অফিসার হিসাবে ঝুঁঝ্কা (আড়ষা) বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে সম্মেলনে গিয়েছিলেন।

অঝইধাক রুপ

প্রদীপ কুমার মাহাত (ডুমরিআর)

ভালা অহে মুড়রা বুরু পাহাড়েক করেঁ,
সুরুজ উগেইস রেঁগি পারাস বরনে।
ডুবেই বেরা, উঁনগা চামটু বুরুক আড়ে,
গজামুহা গজাবুরু ভালেই আড়ে আড়ে।
সুঁদরিআ মাঠাবুরু রুপে ঝলমল হেরিঅলে,
মন পিআসে টানেই হিআ অঝইধা পাহাড়ে।।
ঘেরল পাহাড় সভি বনে, গাঁউ ডি-ডাহালে,
বাঘমুড়ি উসুল ডুঁগরি পাটটাঁইড় পাহাড়ে।
সালডুঁগরি পাটাদিরি কুসুমটিকরিক রুপে,
ভুনিগাঢ়া সুসনিডি সাহারজুড়িক বনেঝাড়ে।
মিলিমিসি গিত ঝুমেইরে রিঝরঁগ বসাগতে,
মন পিআসে টানেই হিআ অঝইধা পাহাড়ে।।
পাইখ পাখুড় জিব জনতু রহত খঁধা সুঁইধে,
বাঘ ভালুক হাঁথি খেঢ়া রহত ঝুঁড়ে গাজাড়ে।
লাকড়া হুঁড়াইর সিআর হরিন আর কঁটাসে,
চিন বনি ঢেবচু টিআ ডাকেই ঘুঘু পাইখে।
কুইলি কুহুনেক কুঁহকানি, মেজুরেক লাচে,
মন পিআসে টানেই হিআ অঝইধা পাহাড়ে।।
ঝিরিঝিরি গিরেক পানি পাহাড় চঁড়িলে,
ঘাঘেসঅরি, পিটিদির, বাড়েডি হদহদাইকে।
বামনি ঝরেক ঝরনা পানি গিরেক হেঁঠে,
কুকুরজবড়া, মাছকাঁদা আর ডহরি খালে।
ঘাঘকচা ঠুড়গা আর বিরাম ঝরেক দঁহে,
মন পিআসে টানেই হিআ অঝইধা পাহাড়ে।।
পাহাড় সভি আহেইক কতি নিঅর গাছে,
সাল পিআল কেনদ ঢেলা ভেলা তেঁতইরে।
আম জাম বনকুঁদরি ঘি কাললা পাঁইকড়ে,
গাছ পালহা সিকড়ে দাউআইএক কামে।
হার জুঁআইল দাতইন কাঠি লাগেক কামে,
মন পিআসে টানেই হিআ অঝইধা পাহাড়ে।।

দঅ গুনে মন

পরদিপ কেটিআর

কুড়মি কুড়মালিক লাগি ঘারে ঘারে নেউতা।
চাইর রাইজেক জতেক কুড়মি হুলহুলিক টাঁইড় আউতা।।
ভিনু রাসটরঅ বাঁগলাদেসউ জড়ুআহিঞ ভাগ লেতা।
অইতিহাসিক হুলহুলিঞ পরতিনিধি হেতা।।
কুড়মি হেকত ভারত ভুঞেক পুননা বইসকতা।
রুখাঁ মাটিঞ চাস করত এহেটাই বাপইতা।।
হামর পুজাই তুসটঅ হেউঅত জতেক দেবাভুতা।
জাহিরবুড়ি, কুদরা ঠাকুর আহাত জতেক দেউতা।।
৭০ বছরেক কুড়মিক ঠেনি আহেইক এস.টি. টা।
দুইঅ সরকার এহে ঠেনিই ঘুরাই দেহত মু টা।।
রেলটেকা, ডহরছেঁকা, দিললি আর কইলকাতা।
এসন হামদুমি জাইতেক তেঁহে কেউ করত নিহি জেটা।।
দুনিআক সেরা এহে জড়ুআহি বাঁচাউএক জাতিসততা।
হিতমিতান আপুসকুটুম সভে বাড়হাউহান নাতা।।
হুজাকে হুজা জাতা সভে করিহা না কেউ হানতা।
কুড়মিক ইতিহাসে রহতেইক দুই হাজার চববিস সালটা।।
আগুই আহে অজিত দাদা মুল খুঁটি মুল মানতা।
পরদিপ কহেই দলখি জাতেইকহুলহুলিক টাঁইড়টা।।